নূরানী পদ্ধতিতে

কুরআন শিক্ষা

প্রবর্তক

হযরত মাওলানা ক্বারী বেলায়েত হুসাইন

নূরানী পদ্ধতিতে কুরআন শিক্ষা
প্রবর্তক কর্তৃক প্রকাশিত

প্রকাশকাল ঃ
পরিবর্তিত
প্রথম সংস্করণ ঃ নভেম্বর ১৯৯৯ ইং
দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ জানুয়ারী ২০০৪ ইং
তৃতীয় সংস্করণ ঃ জুন ২০০৮ ইং

হাদিয়া ঃ ৬০.০০ (ষাট টাকা) মাত্র

শিল্পশোভা : রাইয়ান করপোরেশন
01612/01552>387538
www.raiyan.org

একমাত্র পরিবেশক
নূরানী তা'লীমুল কুরআন বোর্ড বাংলাদেশ

প্রাপ্তিস্থান

প্রকাশনা বিভাগ
নূরানী তা'লীমুল কুরআন বোর্ড বাংলাদেশ
২৪/বি, ব্লক-সি, রিং রোড,
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।
০১৮১৯-২০৩২৮৪, ০১৭৩৪-২৯৫০২৫

নূরানী মুআল্লিম প্রশিক্ষণকেন্দ্র
কাজলারপাড়, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।
ফোন ঃ ৭৫৪৭১৫৮, ০১৮১৯-৯৭৯৫৯৭

নূরানী প্রকাশনী
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা।
০১৮১৯-২০৩২৮৪, ০১৮১৮-৭১৪২৬৫, ০১৯২৪-৯২৩৩৬১

নূরানী পুস্তক বিতরণকেন্দ্র
ব্যাংকরোড, চৌমুহনী (জামান ছাতা সংলগ্ন)
নোয়াখালী।

শিকদারপাড়া নূরানী তা'লীমুল কুরআন মাদরাসা
বরিশাল।

রংপুর ঃ ০১৭১৪-৭৮৫৭৭০।
বগুড়া ঃ ০১৭১৬-২৯৮৮২০।
কুড়িগ্রাম ঃ ০১৫৫৮-৩০৯০৬৭।
পঞ্চগড় ঃ ০১৭১১-৯৭৯৫৬৯।

দৃষ্টি আকর্ষণ

আল হামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে তাঁর মাহবুব বান্দাদের দ্বারা দীনের প্রসার ঘটিয়েছেন। তেমনিভাবে বর্তমান বিশ্বের এই নাজুক পরিস্থিতিতে যখন বিশ্বের অধিকাংশ মুসলমান কুরআনের তা'লীম, কালিমা ও মাসআলা তথা মাসায়িল জরুরী দীনি শিক্ষা হতে বঞ্চিত, তখন এ দেশের খ্যাতিমান আলেমে দীন, ইসলামী চিন্তাবিদ, গবেষক আলহাজ্জ হযরত মাওলানা কারী বেলায়েত হুসাইন (দা.বা.) এর অক্লান্ত পরিশ্রম ও গবেষণার ফলে এই "নূরানী পদ্ধতিতে কুরআন শিক্ষা" রচিত হয়েছে। লেখক বইটির বিভিন্ন স্থানে পরিবর্তন পরিবর্ধন ও সংযোজন করেছেন। সুতরাং পাঠক সমাজের কাছে অনুরোধ শাব্দিক ত্রুটি বা অনিচ্ছা সত্ত্বেও কোন ভুল পরিলক্ষিত হলে আমাদের জানালে উপকৃত হব।

এই পরিবর্তিত তৃতীয় সংস্করণ জুন ২০০৮ ইং -এ বইখানা আপনাদের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা মহান আল্লাহর দরবারে শোকরিয়া আদায় করছি। আল্লাহ পাক আমাদের এই মেহনত কবুল করুন। আমীন!

প্রকাশনা বিভাগ
নূরানী তা'লীমুল কুরআন বোর্ড বাংলাদেশ

সতর্কীকরণ :

[illegible]
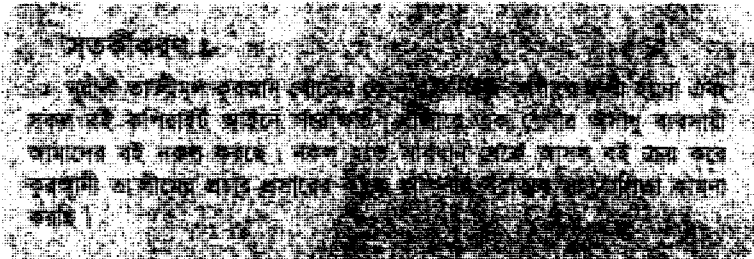
ভূমিকা

মহীয়ান গরীয়ান আল্লাহ পাকের যথাযোগ্য প্রশংসা করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। তাঁহার যথাযোগ্য প্রশংসা কেবল উহাই, যাহা তিনি নিজেই করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ ও সালামের পর আমি এই অযোগ্য বহুদিন যাবত দেখিয়া আসিতেছি যে, দেশের প্রাথমিক শিক্ষার হাজার হাজার মক্তবে লক্ষ লক্ষ ছেলেমেয়ে পুরাতন রীতি অনুযায়ী লেখাপড়া করিতেছে। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় যে, পড়ার নামে কিছু হয় না, শুধু সময় অপচয়। অথচ, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ১৪০০ বৎসর পূর্বে নিজ কালামে পাকে ঘোষণা করিয়াছেন যে "আমি কুরআন শরীফকে আমার স্মরণের জন্য অতি সহজ করিয়া দিয়াছি।" আল্লাহর এই ঘোষণা চিরন্তন সত্য। যার মাঝে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ নাই। তবে এই বিষয়ে শুধুমাত্র গবেষণার অভাব। আমি যদিও অত্যন্ত অযোগ্য, তথাপি আল্লাহ পাকের সত্যবাণী ও তাঁহার দয়ার উপর ভরসা করিয়া আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট কায়মনোবাক্যে আরাধনা করিতে আরম্ভ করিলাম, "হে বারী তা'আলা" আপনি কুরআন শরীফকে অতি সহজ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, তাহা নিঃসন্দেহে সত্য, কিন্তু সেই পথ হারাইয়া ফেলিয়াছি। অতএব আপনি আমাদিগকে আপনার বর্ণিত সহজ পথ দেখাইয়া দিন, অতপর এই বিষয়ে চিন্তা করিতে আরম্ভ করিলাম।

আল্লাহ পাক দয়ার সাগর, করুণার আধার। তাঁহার অনুগ্রহ অফুরন্ত। নিশ্চয়ই তিনি ইহার জন্য আমাদিগকে সহজ পথ দেখাইয়া দিবেন। এই বিশ্বাস লইয়া আল্লাহর দরবারে চারটি আবেদন পেশ করিলাম।

১। কোন একজন মুসলমানের ছেলেমেয়েও যেন কুরআন শরীফ ও জরুরিয়াতে (আবশ্যকীয়) দ্বীন শিক্ষা হইতে বঞ্চিত না হয়।

২। কুরআন মাজীদ যেন বা-তারত্বীল, ছহীহ্ শুদ্ধভাবে তিলাওয়াত করিতে পারে।

৩। এক একজন শিক্ষক যেন শতাধিক ছেলেমেয়েকে একসাথে শিক্ষাদান করিতে পারে।

৪। শিক্ষা-প্রণালী যেন সুন্দর ও সুশৃংখল হয়।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নিজ দয়াগুণে উপরোল্লিখিত চারটি আবেদনকে দীর্ঘ ৪২ বৎসর অক্লান্ত সাধনার পর নূরানী পদ্ধতির মাধ্যমে কিঞ্চিত সাফল্যের পথ দেখাইয়াছেন। আমাদের দেশে পূর্বে মক্তবগুলোতে পড়া-লেখার কোন সুষ্ঠু শৃংখলা ছিল না। যথা বৎসরের শুরু ও শেষ ছিল না। সারা বৎসর নতুন ভর্তি করা হইত। যার দরুন শিক্ষার নির্দিষ্ট কোন বিষয়বস্তুও ছিল না। প্রত্যেক ওস্তাদ নিজ নিজ খুশিমত পড়াইয়া সময় কাটাইতেন। তাই বিংশ শতাব্দীর শিক্ষা ও বিজ্ঞানের এই চরম উন্নতির যুগে আধুনিক শিক্ষিত সমাজ নিজ নিজ ছেলেমেয়েদিগকে মক্তবে পাঠানোকেই সময় অপচয় বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু এখন আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ ও তাঁহার অশেষ মেহেরবানীতে আমাদের নূরানী পদ্ধতির মাধ্যমে মক্তবের ছেলেমেয়েরা অক্ষরজ্ঞান হইতে আরম্ভ করিয়া সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ ছহীহ্ শুদ্ধ করিয়া পাঠ করিতে পারে এবং ৬৫টি হাদীস শরীফ অর্থসহ মুখস্থ করার সাথে সাথে মাসআলা-মাসায়েল শিক্ষা করিতে পারে।

পরিশেষে পরম দয়ালু, দয়াময় স্রষ্টার নিকট এই কামনা করি যে, তিনি যেন তাঁহার অশেষ অনুগ্রহে এই শিক্ষা পদ্ধতিকে আরো সহজ ও উন্নত করিয়া সারা পৃথিবীর মুসলমানের মুক্তির পথকে সহজ করিয়া দেন এবং এর সাথে সাথে তাঁহার পুরস্কৃত বান্দাদের কাতারে এই অধমকেও শামিল করেন। আমীন!

মুহাম্মদ বেলায়েত হুসাইন

হাকীমুল উম্মত, মুজাদ্দিদে মিল্লাত, হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. এর অন্যতম খলীফা মাওলানা

মুহাম্মদুল্লাহ (হাফেজ্জী হুজুর) রহ. এর

অভিমত

জনাব মাওলানা বেলায়েত হুসাইন সাহেব দীর্ঘ দিনের সাধনা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের পর মক্তব শিক্ষার এই নতুন পদ্ধতি চালু করিয়াছেন। আমার জানামতে এই পদ্ধতিতে তা'লীম হাসিল করা অত্যন্ত সহজ এবং বেশী ফলদায়ক।

তিনি ছাত্র জীবন হইতেই এইরূপ উন্নত ধরনের শিক্ষা পদ্ধতির কথা চিন্তা করিয়া আসিতেছেন এবং ইহার জন্য তখন হইতেই দেশ বরেণ্য উলামায়ে কিরাম ও বুজুর্গানে দ্বীনের পরামর্শ ও সহযোগিতা নিয়া উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রচেষ্টাও চালাইয়া আসিতেছেন। এখন তিনি এই পদ্ধতির সফল চূড়ান্তে পৌঁছিয়াছেন। আমি গভীরভাবে লক্ষ্য করিতেছি যে, তিনি কোন পার্থিব স্বার্থের জন্যে এই কাজ করিতেছেন না, বরং শুধু আল্লাহ্র রেজামন্দির জন্যই নেহায়েত এখলাছের সহিত এই কাজ আঞ্জাম দিতেছেন। তাঁহার ইখলাছের কারণেই এই কাজের মধ্যে মকবুলিয়াতের আছর (লক্ষণ) দেখা যাইতেছে।

আমার নিজস্ব দীনি প্রতিষ্ঠান 'মাদরাসা-ই নূরিয়ায়' (আশরাফাবাদ, ঢাকা) তাহাকে দিয়া এই পদ্ধতির তা'লীম চালু করিয়াছি এবং ইহার ইশাআতের জন্য নিজেও চেষ্টা করিতেছি।

আমি মনে করি, প্রতিটি মুসলমানের ঘরে ঘরে এই শিক্ষাপদ্ধতি চালু হওয়া উচিত এবং ইহার প্রচার ও প্রসারের জন্য সকলের সার্বিক চেষ্টা ও সহযোগিতা করা একান্ত কর্তব্য। বর্তমানে লিখিত আকারে যেই কিতাবখানা সমাজের সামনে পেশ করিতেছেন, ইহা তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনের নিরলস সাধনার এক সার্থক ও মহা মূল্যবান সারাংশ।

আমি দোয়া করি, আল্লাহ্ পাক মুআল্লিফের এই খিদমত কবুল

করুন। রোজ আফজু তরক্কী দান করুন। কিয়ামত পর্যন্ত কায়েম ও দায়েম রাখুন এবং ইহাকে সকল মুসলমান বিশেষতঃ মুআল্লিফ ও আমার এবং মুসলিম উম্মাহর নাজাতের উছিলা বানাইয়া দিন। আমীন!

আলহাজ্জ হযরত মাওলানা মুহাম্মদুল্লাহ (হাফেজ্জী হুজুর) রহ.
মাদরাসা-ই নুরিয়া, আশরাফাবাদ, ঢাকা।

হাকীমুল উম্মত, মুজাদ্দিদে মিল্লাত, হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. এর অন্যতম খলীফা

হযরত মাওলানা আতহার আলী রহ. এর

অভিমত

আমি হযরত মাওলানা বেলায়েত হুসাইন সাহেবের লিখিত 'নূরানী পদ্ধতিতে কুরআন শিক্ষা' বইটির প্রথম কিছু অংশ দেখার সুযোগ পাইয়াছি। যাহাতে তিনি প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজনীয় পঠনমূলক বিষয়বস্তু লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, যাহা দেখিয়া আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি এবং আন্তরিকভাবে দোয়া করিতেছি। তাহার উপকারিতা সারাবিশ্বে ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ হউক। আম-খাছ সর্বস্তরে মকবুল হউক। আমীন!

(হযরত মাওলানা) আতহার আলী

খতীবে আযম, শাইখুল হাদীস আলহাজ্জ

হযরত মাওলানা সিদ্দীক সাহেব রহ. এর

অভিমত

স্বল্প সময়ে বিশুদ্ধভাবে কুরআন পাঠের উপায় হিসাবে কুরআন শিক্ষায় 'নুরানী পদ্ধতি' বাস্তবিকই একটি উন্নত পদ্ধতি। আমি এই পদ্ধতির উপকারিতা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এই পদ্ধতির কল্যাণে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা মাত্র এক বৎসরে আলিফ-বা হইতে শুরু করিয়া কুরআন শরীফের বিশুদ্ধ পঠন এবং তৎসঙ্গে জরুরী মাসআলা-মাসায়েল ও দোয়া দরূদ আত্মস্থ করিতে সক্ষম হয়। এই পদ্ধতিতে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছেলেমেয়েদের শিক্ষা প্রদর্শনী আমি স্বয়ং দর্শন করিয়া ইহার আশ্চর্যজনক উপকারিতা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। বর্তমান বইটি এই পদ্ধতি সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা সম্বলিত একটি প্রামাণ্য বই। আমি এই পদ্ধতির ব্যাপক প্রচার ও প্রসার এবং বইটির বহুল প্রচার কামনা করি। আমীন!

বান্দা সিদ্দীক আহমদ

শাইখুল হাদীস, জামি'আ ইসলামিয়া, পটিয়া, চট্টগ্রাম

মাসিক মদীনার সম্পাদক জনাব মাওলানা মুহীউদ্দীন খান সাহেবের

পেশ কালাম

প্রত্যেক মুসলমানই আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করেন যে, মহাগ্রন্থ আল কুরআন আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কিতাব এবং কুরআনের মধ্যেই সৃষ্টিকর্তা মানবজাতির ইহলৌকিক ও পরলৌকিক সকল কল্যাণের উৎস সন্নিবেশিত করিয়া রাখিয়াছেন। সে মতে কুরআন শরীফ শুদ্ধ করিয়া পড়া ও বুঝা প্রত্যেক মুসলমানেরই একটি মৌলিক দায়িত্ব। কুরআনের তা'লীমকে বিস্তার করার চেষ্টা করাও মুসলমান মাত্রেরই অবশ্য কর্তব্য।

আমরা বাংলাদেশের লোকেরা কুরআনের ভাষা আরবীর এলাকা হইতে বহু দূরে অবস্থান করি বিধায় কুরআনের হরফ উচ্চারণ পদ্ধতি এবং শুদ্ধ পঠনের ব্যাপারে বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হই। অথচ ফরয নামায

আদায় করিতে হইলে শুদ্ধ উচ্চারণে কুরআনের কিছু অংশ পাঠ করার অভ্যাস ছাড়া গত্যন্তর নাই। নামায শুদ্ধ হওয়ার জন্য এতটুকু পূর্বশর্ত এবং ফরয।

কুরআনের ব্যাপারে চর্চা তো দূরের কথা, শুদ্ধভাবে কুরআন শরীফ পাঠ করার ব্যবস্থাও আমাদের দেশে সন্তোষজনক নহে। ইহা যে শুধু লজ্জার কথা তাই নহে, মুসলমান হিসেবে চরম দুর্ভাগ্যেরও ব্যাপার বটে।

মানুষের জ্ঞান-সাধনা ক্রমেই অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের বাহন বিভিন্ন ভাষা শিক্ষা দেওয়ার জন্য বহুতর বৈজ্ঞানিক পন্থা ও প্রক্রিয়ার আবিষ্কার হইয়াছে। শিক্ষক-প্রশিক্ষণ এবং অতি সহজে শিক্ষার্থীগণকে পঠন-প্রণালী আয়ত্ত্ব করানোর এমন সব ব্যবস্থা করা হইয়াছে, যা দেখে রীতিমত অবাক হইতে হয়। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, কুরআনের ভাষা এবং পঠন-প্রণালী আয়ত্ত্ব করার জন্য আমাদের দেশে আজ পর্যন্ত কোন প্রকার সন্তোষজনক ব্যবস্থা হয় নাই। ছয়-সাত শত বৎসরের পুরাতন পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ শিশুকে সুর করিয়া পাঠ এবং কুরআন তিলাওয়াতের অনুশীলন করিতে দেখা যায়। কিন্তু পাঁচ-ছয় বৎসর প্রাণান্তকর পরিশ্রম করিয়াও কুরআন শরীফ শুদ্ধ করিয়া পাঠ করার যোগ্যতা অর্জিত হয় না।

শিশুকালে এই সুদীর্ঘ সময় অপচয়ের কারণেই আজকাল বিত্তবান ও শিক্ষিত ঘরের শিশুদিগকে কুরআন পাঠের অনুশীলন হইতে নিরুৎসাহিত করিতেছে। অনেকে মক্তবে ছেলেমেয়েদেরকে পাঠানোকেই সময়ের অপচয় বলিয়া মনে করেন। এই জন্য অবশ্য তাহাদিগকে দায়ী করা চলে না। কেননা সময়ের অপচয় যে হয় না, তাতো জোর করিয়া বলা যায় না।

সুখের বিষয় আজকাল সমাজের এই মারাত্মক অভাবটির প্রতি কিছু সংখ্যক বিজ্ঞ আলিমের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। সহজ পদ্ধতিতে কুরআনের ভাষা শিক্ষাদান, অক্ষর পরিচয় হইতে শুরু করিয়া শুদ্ধ উচ্চারণ তথা সাবলীল পাঠ অভ্যাস পর্যন্ত শিক্ষাদানের একটি উন্নততর পদ্ধতি উদ্ভাবিত হইয়াছে। 'নূরানী পদ্ধতি' নামে এই পদ্ধতি পরিচিত। এই পদ্ধতিতে শিক্ষক-প্রশিক্ষণ কার্যও চলিতেছে। সাধক আলেম, কুরআনে পাকের একনিষ্ঠ খাদেম, জনাব মাওলানা কারী বেলায়েত হুসাইন সাহেব এই পদ্ধতিতে মুআল্লিম ট্রেনিং (শিক্ষক প্রশিক্ষণ) ব্যবস্থারও প্রবর্তন করিয়াছেন। আল্লাহ পাক তাঁহার এই সাধনা ও নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াসকে কবুল করুন।

সহজতর পন্থায় কুরআন পাঠ শিক্ষাদানের এই পদ্ধতিটির একটি বৈজ্ঞানিক ভিত্তি রহিয়াছে। যদিও আধুনিক বিশ্বের কোন নতুন গবেষণার ছোঁয়া ইহার মধ্যে নাই। আমাদের জানামতে এই পদ্ধতির লিখিত বইটি শিক্ষাদানকারী প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকগণের একটি হেদায়াতনামা হিসেবে প্রণীত। লেখক নিজেই বলিয়াছেন, "পদ্ধতিটি হাতে কলমে শিক্ষা করার উপর নির্ভরশীল, বই পড়িয়া ইহা আয়ত্ব করা সম্ভব নহে" তবুও ট্রেনিং গ্রহণ করার পর এই বইটি হাতে থাকিলে দৈনন্দিন শিক্ষাদান কার্যে যথেষ্ঠ সহযোগিতা হইবে। অধিকন্তু, জনাব মাওলানা কারী বেলায়েত হুসাইন সাহেবের পথ ধরিয়া আরো বিস্তারিত এবং উন্নততর বই-পুস্তক প্রকাশিত হইবে। আল্লাহ পাক তাঁহার এই বান্দাকে যোগ্য প্রতিফল নিশ্চয়ই দান করিবেন।

স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই বইটি ইলমে কিরা'আতের কোন কিতাব নহে, বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের মাধ্যমে সহজ সরলভাবে উচ্চারণ ও পঠন শিক্ষাদান পদ্ধতির পথ-নির্দেশ মাত্র। তাই ইলমে কিরা'আতের প্রাচীনকিতাবাদিতে বর্ণিত বিভিন্ন সূত্রের সঙ্গে ইহার কিছুটা ভিন্নতা থাকা স্বাভাবিক। এই ভিন্নতাকে যেন কেহ বিচ্যুতি বলিয়া মনে না করেন।

বইয়ের ভাষাকে সথাসম্ভব সহজ করা হইয়াছে। কারণ, আমাদের মক্তবগুলোতে সাধারণতঃ যাহারা শিক্ষাদান করিয়া থাকেন, তাহারা বাংলা ভাষায় খুব বেশী ওয়াকিফ থাকেন না। সহজ ভাষা না হইলে অনেকের পক্ষেই হয়তো অসুবিধাজনক হইতে পারে।

মোটকথা, কুরআন শিক্ষাদান প্রচেষ্টায় এই বইটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। বইটি সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে সমাজ উপকৃত হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস। আল্লাহ পাক তাঁহার পাক কালামের তা'লীম বিস্তার প্রচেষ্টা হিসেবে, এই বইটি এবং ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট সকলকে কবুল করুন। আমীন!

আরজগুজার
(মাওলানা) মুহীউদ্দীন খান (সাহেব)
সম্পাদক, মাসিক মদীনা, ঢাকা।

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয় **পৃষ্ঠা**

বিষয় **পৃষ্ঠা**

بسم الله الرحمن الرحيم

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اُدْعُوْنِىْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ — (المؤمن : ٦٠)

অর্থ ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব।

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَلدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ -
(ترمذی ج۲ ص ۱۷۵)

অর্থ ঃ নবী কারীম সা. বলিয়াছেন, দুআ-ই ইবাদত

আল্লাহ তা'আলার ৯৯ নাম

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

اِنَّ لِلّٰهِ تَعَالٰى تِسْعَةً وَّتِسْعِيْنَ اِسْمًا مَنْ اَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ -
(مشكوة)

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরাইরা রা. হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহ তা'আলার ৯৯টি নাম আছে, যে উহা মুখস্থ করিবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে।

هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ   الرَّحْمٰنُ   الرَّحِيْمُ

اَلْمَلِكُ   اَلْقُدُّوْسُ   اَلسَّلَامُ ۞ اَلْمُؤْمِنُ   اَلْمُهَيْمِنُ

اَلْعَزِيْزُ   اَلْجَبَّارُ   اَلْمُتَكَبِّرُ ۞ اَلْخَالِقُ   اَلْبَارِئُ

اَلْمُصَوِّرُ اَلْغَفَّارُ اَلْقَهَّارُ اَلْوَهَّابُ ۞ اَلرَّزَّاقُ

اَلْفَتَّاحُ اَلْعَلِيْمُ اَلْقَابِضُ اَلْبَاسِطُ ۞ اَلْخَافِضُ

اَلرَّافِعُ اَلْمُعِزُّ اَلْمُذِلُّ اَلسَّمِيْعُ ۞ اَلْبَصِيْرُ

اَلْحَكَمُ اَلْعَدْلُ اَللَّطِيْفُ اَلْخَبِيْرُ ۞ اَلْحَلِيْمُ

اَلْعَظِيْمُ اَلْغَفُوْرُ اَلشَّكُوْرُ اَلْعَلِيُّ ۞ اَلْكَبِيْرُ

اَلْحَفِيْظُ اَلْمُقِيْتُ اَلْحَسِيْبُ اَلْجَلِيْلُ ۞ اَلْكَرِيْمُ

اَلرَّقِيْبُ اَلْمُجِيْبُ اَلْوَاسِعُ اَلْحَكِيْمُ ۞ اَلْوَدُوْدُ

اَلْمَجِيْدُ اَلْبَاعِثُ اَلشَّهِيْدُ اَلْحَقُّ اَلْوَكِيْلُ ۞

اَلْقَوِيُّ اَلْمَتِيْنُ اَلْوَلِيُّ اَلْحَمِيْدُ اَلْمُحْصِيْ

اَلْمُبْدِئُ ۞ اَلْمُعِيْدُ اَلْمُحْيِيْ اَلْمُمِيْتُ اَلْحَيُّ

اَلْقَيُّوْمُ اَلْوَاجِدُ ۞ اَلْمَاجِدُ اَلْوَاحِدُ اَلاَحَدُ

اَلصَّمَدُ اَلْقَادِرُ اَلْمُقْتَدِرُ ۞ اَلْمُقَدِّمُ اَلْمُؤَخِّرُ

اَلْاَوَّلُ اَلْاٰخِرُ اَلظَّاهِرُ اَلْبَاطِنُ ۞ اَلْوَالِيْ

اَلْمُتَعَالِيْ اَلْبَرُّ اَلتَّوَّابُ اَلْمُنْتَقِمُ اَلْعَفُوُّ ۞

اَلرَّؤُوْفُ مَالِكُ اَلْمُلْكِ ذُوالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ ۞

اَلْمُقْسِطُ اَلْجَامِعُ اَلْغَنِيُّ اَلْمُغْنِيْ اَلْمَانِعُ ۞

اَلضَّارُّ اَلنَّافِعُ اَلنُّوْرُ اَلْهَادِيْ اَلْبَدِيْعُ ۞

اَلْبَاقِيْ اَلْوَارِثُ اَلرَّشِيْدُ اَلصَّبُوْرُ ۞

ওস্তাদ সাহেবানদের জন্য হিদায়াত

ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা নিজ নিজ পিতা-মাতাকে অত্যধিক ভালোবাসে এবং আপন মনে করিয়া পিতা-মাতার নিকট নির্ভয়ে সব কথাই খুলিয়া বলে। যতক্ষণ পর্যন্ত ওস্তাদ তাহাদের পিতা-মাতার ন্যায় আপন বলিয়া পরিচিত না হইবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত লেখা-পড়ায় উন্নতি করিতে পারিবেন না। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের পড়াইবার সময় মারধর করা চলিবে না। শুধু বাহবা-সাবাসই যথেষ্ট। যখন তাহারা পড়ার মজা পাইবে, কষ্ট পাইলেও পড়া ছাড়িবে না। ওস্তাদ মাঝে মাঝে নসীহতস্বরূপ দুই একটি সত্য-কাহিনী বলিবেন, যাহাতে ছেলেমেয়েরা আনন্দ পায় এবং শেষ রাত্রে বাচ্চাদের লেখা-পড়া ও আখলাকী তারাক্কীর জন্য আল্লাহ্ পাকের দরবারে প্রার্থনা করিবেন। সর্বোপরি সকল অবস্থায়ই ওস্তাদকে আল্লাহ্ পাকের দিকে মুতাওয়াজ্জুহ্ থাকিতে হইবে।

ছাত্র-ছাত্রীদের বসিবার ব্যবস্থা

ভর্তি চলাকালীন সময়ে দরসগাহে (ক্লাসরুমে) ছাত্র-ছাত্রীদের ক্রমিক নং অনুযায়ী বসিবার স্থান নির্ধারণ করা হইবে না। ভর্তি শেষ হওয়ার পর একটি বোর্ড সামনে রাখিয়া সারি বাঁধিয়া ছেলেরা ক্লাসরুমের বাম পার্শ্বে এবং মেয়েরা ডান পার্শ্বে বসিবে। ওস্তাদের যাতায়াতের জন্য মাঝখানে রাস্তা রাখিতে হইবে এবং রাস্তার পার্শ্বে ছেলেদের দিকে ছোট ছেলেরা ও মেয়েদের দিকে ছোট মেয়েরা বসিবে। এই নিয়মে ক্রমান্বয়ে বড়রা বসিবে। প্রথম দিন ওস্তাদ ছাত্র-ছাত্রীদের ক্রমিক নং অনুযায়ী ডাকিয়া ক্রমিক নং কণ্ঠস্থ করাইয়া দিবেন। প্রত্যেক দিন তাহারা ঐ অনুযায়ী বসিবে। প্রথম মাসে ওস্তাদ নাম বলিবেন, প্রতিউত্তরে ছাত্ররা নাম্বার বলিবে। দ্বিতীয় মাসে উস্তাদ নাম্বার বলিয়া হাযিরা ডাকিবেন। কেহ অনুপস্থিত থাকিলে, তাহার জায়গা খালি থাকিবে। ইহাতে ওস্তাদ সাহেব অনুপস্থিতদিগকে সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ছাত্রদের বসিবার বিছানা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে সরবরাহ করা হইবে। যাহাতে তাহাদের বসায় অসুবিধা না হয় ও বিশৃংখলা না ঘটে।

শিক্ষার প্রয়োজনীয় নিয়মাবলী

বিসমিল্লাহ শরীফ পুরা এবং দরূদে ইবরাহীম একবার رَبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا তিনবার।

رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ وَيَسِّرْ لِيْ اَمْرِيْ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِيْ يَفْقَهُوْا قَوْلِيْ

একবার পাঠ করিয়া প্রত্যেক দিন ক্লাস আরম্ভ করিতে হইবে। বোর্ড ক্লাসের সম্মুখে একটু বাম পার্শ্বে থাকিবে। ওস্তাদ সর্বদা বোর্ডের বাম পার্শ্বে থাকিবেন এবং ক্লাসে আসামাত্র বোর্ডে কোন লেখা থাকিলে নিজেই মুছিয়া ফেলিবেন। ছাত্রদিগকে বোর্ড হইতে পাঁচ/ছয় হাত দূরে বসাইবেন।

প্রথম সবক ঃ

প্রথমে ছেলেমেয়েদিগকে বসার আদব শিক্ষা দিতে হইবে। এই নিয়মে যে, বসার আদব তিন প্রকার ঃ

১। দোন হাঁটু ফেলিয়া নামাযের মত।

২। এক হাঁটু উঠাইয়া লিখার সময়।

৩। দোন হাঁটু উঠাইয়া খাওয়ার সময়।

ডান বাম ও দিকনির্ণয় পদ্ধতি ঃ

প্রথমে বলিতে হইবে যে, তোমাদের ভাত ভাওয়ার হাতখানা উঠাও। ভাত খাওয়ার হাতের নাম ডান হাত। অপর হাত খানা উঠাও। অপর হাতের নাম বাম হাত। ডান হাতের দিককে ডান দিক বলে। বাম হাতের দিককে বাম দিক বলে। মাথার দিককে উপরের দিক বলে, পায়ের দিককে নিচের দিক বলে। ডানের ফযীলত বেশী বামের তুলনায়। যেমন খাওয়ার সময় ডান হাত ব্যবহার করিতে হয় এবং নাক সাফ করিতে বাম হাত ব্যবহার করিতে হয়।

এই ভাবে ডান এবং বামের আদব দৈনিক ছুটির পূর্বে কিছু কিছু করিয়া শিক্ষা দিতে হইবে। তারপর তাহাদের পরীক্ষা লইতে হইবে।

পরীক্ষা ঃ প্রথমে তাহাদিগকে বলিতে হইবে যে, আমি হাতে প্রশ্ন করিব, আপনারা মুখে উত্তর দিবেন। বোর্ডের ডান পার্শ্বে হাত রাখিলে আপনারা বলিবেন ডান এবং বাম পার্শ্বে হাত রাখিলে আপনারা বলিবেন বাম। উপরে হাত রাখিলে উপর এবং নিচে হাত রাখিলে নিচ বলিবে। ডানে বামে, বামে ডানে, নিচে উপরে, উপরে নিচে, উল্টাপাল্টা কয়েকবার হাত রাখিয়া মুখস্থ করাইয়া দিতে হইবে। ওস্তাদের হাতের প্রশ্ন শেষ হইলে বলিবেন আমি এখন মুখে প্রশ্ন করিব, আপনারা শ্লেট হাতে ধরিয়া উত্তর দিবে, যখন ওস্তাদ বলিবেন ডান তখন ছাত্ররা শ্লেটের ডান দিক ধরিয়া দেখাইবে। যখন ওস্তাদ বলিবেন বাম তখন ছাত্ররা শ্লেটের বাম দিক ধরিয়া দেখাইবে। আর যখন উপর বলিবেন তখন শ্লেটের উপরের দিক ধরিয়া দেখাইবে। আর যখন নিচ বলিবেন তখন শ্লেটের নিচের দিক ধরিয়া দেখাইবে। দিক শিখানো শেষ হইলে ওস্তাদ পড়ানো আরম্ভ করিবেন।

আরবী হরফ ২৯ টি

(আরবী ২৯ হরফকে লেখার সুবিধার্থে ৮ ভাগে ভাগ করা হইয়াছে।)

১। এক নাম্বারে চার হরফ .... ا - م - ط - ظ

২। দুই নাম্বারে পাঁচ হরফ .... ب - ت - ث - ف - ك

৩। তিন নাম্বারে তিন হরফ .... ح - خ - ج

৪। চার নাম্বারে পাঁচ হরফ .... ر - ز - و - د - ذ

৫। পাঁচ নাম্বারে চার হরফ .... س - ش - ص - ض

৬। ছয় নাম্বারে তিন হরফ .... ن - ق - ل

৭। সাত নাম্বারে তিন হরফ .... ء - ع - غ

৮। আট নাম্বারে দুই হরফ .... ه - ي

আরবী ২৯ হরফকে আট ভাগের তারতীবে পাঁচ প্রণালীতে শিক্ষা দিতে হয়।

প্রথম প্রণালী ঃ

নুকতা ছাড়া ১৪ হরফকে দুই প্রকারে শিক্ষা দিতে হয়।
এক. হরফের নামের মাশক কমপক্ষে (১০০) একশতবার।
দুই. লেখা পড়া কমপক্ষে এক ঘন্টা।

দ্বিতীয় প্রণালী ঃ

د - ذ - ر - ز - س - ش - ص - ض - ط - ظ - ع - غ

এই ১২ হরফের নুকতাওয়ালা ৬ হরফকে চার প্রকারে শিক্ষা দিতে হয়।
এক. হরফের নামের মাশক কমপক্ষে (১০০) একশতবার।
দুই. নুকতার মাশক কমপক্ষে (২০) বিশবার।
তিন. নুকতাওয়ালা হরফের সঙ্গে নুকতা ছাড়া হরফ মিলাইয়া সহজ প্রশ্ন পাঁচ দাওর।
চার. কঠিন প্রশ্ন পাঁচ দাওর।

তৃতীয় প্রণালী ঃ

ب - ف - ن - ق - ي

এই পাঁচ হরফকে তিন প্রকারে শিক্ষা দিতে হয়।
এক. হরফের নামের মাশক কমপক্ষে (১০০) একশত বার।
দুই. নুকতার মাশক কমপক্ষে (২০) বিশ বার।
তিন. লেখাপড়া কমপক্ষে ১ ঘন্টা, পড়ার সময় নুকতাসহ বলা।

চতুর্থ প্রণালী ঃ

ت - ث

এই দুই হরফকে চার প্রকারে শিক্ষা দিতে হয়।
এক : ت হরফের নামের মাশক কমপক্ষে (১০০) একশতবার।
দুই : নুকতার মাশক কমপক্ষে (২০) বিশবার।
ت কে ث বানাইয়া ث হরফের নামের মাশক কমপক্ষে (১০০) একশতবার
নুকতার মাশক কমপক্ষে (২০) বিশবার।
তিন : ت - ث মিলাইয়া সহজ প্রশ্ন পাঁচ দাওর।
চার : কঠিন প্রশ্ন পাঁচ দাওর। কঠিন প্রশ্নের সময় ب কেও শামিল রাখিবে।

পঞ্চম প্রণালী ঃ

ج - خ

এই দুই হরফকে চার প্রকারে শিক্ষা দিতে হয়।

এক. خ হরফের নামের মাশক কমপক্ষে (১০০) একশতবার।

দুই. নুকতার মাশক কমপক্ষে (২০) বিশবার। خ কে ح বানাইয়া ج হরফের নামের মাশক কমপক্ষে (১০০) একশতবার। নুকতার মাশক কমপক্ষে (২০) বিশবার।

তিন. ج - خ মিলাইয়া সহজ প্রশ্ন পাঁচ দাওর।

চার. কঠিন প্রশ্ন পাঁচ দাওর।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ প্রথম হরফ লিখাইবার সময় একদিন বা দুই দিন লাগাইয়া ছাত্রদের আয়ত্বে আনাইয়া দিতে হইবে।

ব্ল্যাকবোর্ডে লিখার পদ্ধতি ঃ

প্রথমে ওস্তাদ ছাত্রদিগকে বলিবেন, আপনারা সকলে বোর্ডে আমার হাতের দিকে দেখিতে থাকেন। তখন ওস্তাদের হাত বোর্ডে লাগাইয়া রাখিতে হইবে এবং আস্তে আস্তে হরফটি লিখিতে হইবে। যেমন, লিখিবার সময় ওস্তাদ বলিবেন, আমার হাত কোনদিক থেকে কোন দিকে যাইতেছে? ইহার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্ররা উত্তর দিবে।

আর যে হরফের মধ্যে ছাত্ররা ওস্তাদের হাত কোন দিক থেকে কোন দিকে যাইতেছে, তাহা অনুভব করিতে পারিবে না, ওস্তাদ উহা নিজেই বলিয়া দিবেন। হরফ লিখা শেষ হইলে ওস্তাদ হরফের উপর দুইবার হাত ঘুরাইয়া দেখাইবেন এবং ছাত্রদিগকে বলিবেন আপনাদের শ্লেটের মাঝখানে এইভাবে একটা লিখেন। একটু অপেক্ষা করিয়া বলিবেন, শ্লেট উল্টাইয়া রাখেন।

মাশকের পদ্ধতি ঃ

ছাত্র-ছাত্রীদিগকে মাশক করাইবার সময় প্রথমে ওস্তাদ বলিবেন, আপনারা সকলে আমার মুখের দিকে দেখিতে থাকেন। আমি যখন হরফটির নাম বলিব, তখন তোমরা চুপ করিয়া শুনিতে থাকিবে। আমার বলা শেষ হওয়ার একটু পরে তোমরা সকলে একত্রে একবার বলিবে। ওস্তাদ মাশকের মাঝখানে একটু চুপ থাকিবেন। এইরূপ বার বার উভয়ে বলার নাম 'মাশক'।-----

মাশকের পর শিক্ষক ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বলিবেন। শ্লেট পরিস্কার করেন শিক্ষক ও ব্লাক বোর্ডের হরফটি মুছিয়া ফেলিবেন অতপর শিক্ষক "সকলে বোর্ডে দেখিতে থাকেন" বলে বোর্ডের ডান দিন থেকে হরফটি কয়েকবার লিখে ছাত্র-ছাত্রীদিগকে বলবেন আপনাদের শ্লেটের ডান দিক থেকে এইভাবে লিখিতে থাকেন পড়িতে থাকেন। ছাত্র-ছাত্রীরা লিখিতে এবং পড়িতে থাকিবে। তখন ওস্তাদ সাহেব তাহাদের লিখা দেখিয়া সংশোধন করাইয়া দিতে থাকিবেন। এমতাবস্থায় প্রত্যেকে ওস্তাদের নিকট হইতে লিখাইয়া নিতে চাহিবে। যেহেতু ওস্তাদের পক্ষে সকলকে এক সঙ্গে লিখিয়া দেওয়া সম্ভব হইবে না। সেহেতু ওস্তাদ বলিবেন, আমি সকলকে ক্রমান্বয়ে লিখিয়া দিব, আপনারা লিখিতে থাকেন। লেখার সময় শেষ হইয়া গেলে ওস্তাদ বোর্ডের সামনে আসিয়া বলিবেন, লেখা দেখাও। লেখা দেখাইবার নিয়ম এই যে, ছাত্র ছাত্রীরা শ্লেটের উপরের দিক নাক পর্যন্ত উঠাইয়া দুই হাতে দুই পার্শ্ব ধরিয়া ওস্তাদ সাহেবকে দেখাইবে। ওস্তাদকে সব সময় লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, ছাত্র-ছাত্রীরা সবসময় তাঁহাকে অনুসরণ করে কি না।

অক্ষর পরিচয় ঃ

প্রথম ভাগের প্রথম হরফ " ا " কে শিক্ষা দেওয়ার প্রণালী।

আলিফ আদায় করার নমুনাঃ সামনের উপরের দুই দাতের আগা নিচের ঠোটের পেটের সঙ্গে লাগাইয়া হাসিতে হাসিতে বলিতে হইবে আলিফ।

বলিবার সময় সামান্য বাতাস বাহির হইয়া যাইবে। হরফ শিখাইবার সময় মাখরাজ বলিতে হইবে না। তবে যেই হরফের মাখরাজ ভাব-ভঙ্গিমায় যতটুকু প্রকাশ করা যায়, ততটুকু চেষ্টা করা হইবে। যে পর্যন্ত সকল ছাত্র-ছাত্রীদের আয়ত্বে না আসে।

আলিফের শিক্ষা হইয়া গেলে, ওস্তাদ বলিবেন, আপনারা সকলে বোর্ডে দেখিতে থাকেন। ওস্তাদ বোর্ডে চারটি আলিফ পরিমাণ মত ফাঁক রাখিয়া পাশাপাশি লিখিয়া বলিবেন, আপনাদের শ্লেটের মাঝখানে ফাকা ফাকা করে এই ভাবে চারটি " ا " আলিফ লিখেন। ওস্তাদ বলিবেন, সকলে বোর্ডে দেখেন। অতপর ওস্তাদ ডানের আলিফটা বাদ রাখিয়া বাম দিকের তিনটাকে নিচ দিয়া মিলাইয়া তাহার বাম দিকে গোল করিয়া দিবেন।

তারপর ছাত্রদেরকে বলিবেন, তোমরাও এইরূপ বানাইয়া দেখাও। এখন হইয়াছে ﷲ (আল্লাহ) যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন মানব, দানব, আকাশ, পাতাল, ভূ-মণ্ডল, নভোমণ্ডল, জল-স্থল, বৃক্ষ-তরুলতা, জান্নাত-জাহান্নাম, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র এবং আরো যা কিছু আছে সবই একমাত্র তিনিই সৃষ্টি

উপরে উল্লেখিত আট ভাগের তারতীবের একেক ভাগের হরফগুলি পৃথক পৃথকভাবে পড়ানো শেষ হইলে ঐ ভাগের সমস্ত হরফগুলি লিখিয়া ডানের থেকে বামের দিকে, বামের থেকে ডানের দিকে কয়েকবার প্রশ্ন করিতে থাকিবেন। যাহাতে সমস্ত হরফ ছাত্র-ছাত্রীদের যেহেনে বসিয়া যায় এবং ইহা তাহাদের খাতায় লিখিয়া রাখিতে বলিবেন।

২৯ হরফ হইয়া গেলে যেই যেই দুই হরফের মধ্যে সাধারণতঃ ভুল পড়ে, ঐ হরফগুলিকে বিশুদ্ধরূপে মাশক করাইয়া পার্থক্য করাইয়া দিতে হইবে। যেমন ঃ ط - ت - ظ - ذ - ص - س - ح - ه - ج - ز - ق - ك

হরকত পরিচয় ঃ

১। **প্রথম স্তরে ঃ** ওস্তাদ ব্ল্যাকবোর্ডে পাশা-পাশি দুটি (ا - ا) আলিফ লিখিবেন। ডানেরটার উপর কোণাকুণি টান দিবেন। বামেরটার নিচে কোণাকুণি টান দিবেন। ওস্তাদ বলিবেন, আপনাদের শ্লেটের মাঝখানে এইভাবে লিখেন। এই বলিয়া ওস্তাদ ক্লাশের ভিতর ঘুরিয়া ঘুরিয়া ছাত্র-ছাত্রীদের লেখা ঠিক করিয়া দিবেন। তারপর ব্ল্যাকবোর্ডে আসিয়া ডান দিকের হরফের হরকতের সঙ্গে হাত রাখিয়া বলিবেন, আপনাদের শ্লেটে এইভাবে হাত রাখেন। তারপর আবার তাহাদের ধরা দেখিয়া ঠিক করাইয়া দিয়া বলিবেন উপরেরটার নাম 'যবর'। ইহা কমপক্ষে (১০০) একশতবার মাশক করাইতে হইবে। যবরের মাশক শেষ হইলে নিচেরটার নাম 'যের' উপরোক্ত নিয়মে কমপক্ষে (১০০) একশতবার মাশক করাইতে হইবে। তারপর ছাত্র-ছাত্রীদিগকে শ্লেট মুছাইয়া দিয়া বলিবেন, সকলে বোর্ডে দেখিতে থাকেন এই বলিয়া ওস্তাদ একটার পর একটা হরকতে হাত রাখিয়া তাকরার করাইবেন।

২। **দ্বিতীয় স্তর ঃ** পরীক্ষার নিয়ম ঃ প্রথমে (ـَ) আরবী চিহ্নটির সহিত হাত রাখিয়া প্রশ্ন করিতে হইবে। বল! তাহারা উত্তর দিবে যবর। ওস্তাদ বলিবেন, ফেল। দ্বিতীয়বার আবার প্রশ্ন করিবেন ঠিক করিয়া বল! ছাত্র ছাত্রীরা উত্তরে বলিবে যের। ওস্তাদ বলিবেন, ফেল।

তারপর ওস্তাদ বলিবেন, এইখানে হরফ আছে কি? অতপর চিহ্নটির নিচে একটি আলিফ লিখিয়া প্রশ্ন করিবেন, তদুত্তরে ছাত্ররা বলিবেন যবর। ওস্তাদ বলিবেন এখন পাশ করিয়াছ। তারপর নিচের আলিফটা মুছিয়া উপরে লিখিয়া প্রশ্ন করিবেন, তখন তাহারা বলিবে, যের। এইরূপ কয়েকবার উপরে নিচে বিভিন্ন হরফ লিখিয়া যবর-যের মুখস্থ করাইয়া দিতে হইবে।

৩। **তৃতীয় স্তর ঃ** প্রথম স্তরের নিয়মে পেশকেও শিক্ষা দিতে হইবে। উপরে একমাথা গোলটার নাম পেশ। ইহাকেও (১০০) একশতবার মাশক করাইবেন।

৪। **চতুর্থ স্তর ঃ** اَ - اِ - اُ এই গুলির তিন কাজ।

১। বোর্ডে হাত রাখিয়া প্রত্যেকটি হরকতকে ৫০ বার বরিয়া হাত রাখিয়া তাকরার করাইতে হইবে।

২। তিন হরকত শেষ হইলেই ওস্তাদ বলিবেন, আমি এখন উল্টা পাল্টা হাত রাখিব, তোমরা পাশ করিতে চাও? পাশ করিতে চাইলে আমার হাত রাখার একটু পরে বলিবে। এইভাবে তাকরার করাইতে থাকিবে। কমপক্ষে (৫) পাঁচ মিনিট।

৩। দুর্বল ছাত্র থেকে নিয়ে প্রত্যেককেই একের পর এক দাঁড় করাইয়া পরীক্ষা নিতে হইবে। যদি সকলেই পারে, মনে করিতে হইবে মা-শা-আল্লাহ! সকলেরই মুখস্থ হইয়া গিয়াছে।

৫। **পঞ্চম স্তর ঃ** এক যবর এক যের এক পেশকে হরকত বলে। হরকতের উচ্চারণ তাড়াতাড়ি করিতে হয়। ইহা ভালভাবে মুখস্থ করাইয়া দিতে হইবে।

৬। **ষষ্ঠ স্তর ঃ** ء - اَ - اِ - اُ - اْ প্রথমে জযমে হাত রাখিয়া জযম জযম বলিয়া মাশক করাইয়া দিবেন। অতপর আলিফে যবর যের পেশ জযম হইলে হামযার উচ্চারণ হয়। ইহা ছাত্র-ছাত্রীদিগকে ভালোভাবে বুঝাইয়া দিতে হইবে।

বিঃ দ্রঃ মাখরাজ শেষ হইলে হরকতের কাজ শুরু হইবে।

৭। **সপ্তম স্তর ঃ** একটি গোল হামযা বোর্ডে লিখিয়া যবর দিয়া তিন জায়গায় ধরা শিখাইতে হইবে।

১। **হরফের সঙ্গে ঃ** হরফের সঙ্গে হাত রাখিলে হরফের নাম।

২। **হরকতের সঙ্গে ঃ** হরকতের সঙ্গে হাত রাখিলে হরকতের নাম।

৩। **নিচে ঃ** নিচে হাত রাখিলে দুয়োটার দিকে দেখিয়া উচ্চারণ।

বিঃ দ্রঃ প্রথমে হরফের সঙ্গে, হরকতের সঙ্গে, নিচে, (এই) তিন জায়গায় ধরাইয়া অতপর গদ শিক্ষা দিবে।

প্রত্যেক হরকতকে দুই প্রকারে শিক্ষা দিতে হইবে ঃ

১। ছাত্রদের শ্লেটে হামযা লিখাইয়া যবর দেওয়াইয়া ওস্তাদ বলিবেন, হরফের সঙ্গে হাত রাখ, নাম বল। হরকতের সঙ্গে হাত রাখ, নাম বল। নিচে হাত রাখ, যবরের দিকে চাহিয়া থাক। ইহা বলিয়া ওস্তাদ উচ্চারণের মাশক করাইতে থাকিবে। কমপক্ষে (১০০) এক'শতবার।

২। উপরোক্ত দুই প্রশ্ন শেষ করার পর তৃতীয় প্রশ্নের সময় ওস্তাদ বলিবেন, নিচে হাত রাখ, যবরের দিকে চাহিয়া উচ্চারণ কর। এইভাবে ওস্তাদ ছাত্র-ছাত্রীদেরকে উচ্চারণ করাইতে থাকিবেন।

(উচ্চারণ করাইবার সময় ওস্তাদ শুধু উচ্চারণ উচ্চারণ বলিবেন।)

উপরে উল্লেখিত নিয়ম অনুযায়ী যের পেশ কেও শিক্ষা দিতে হইবে। অতপর ঐ হরফটা লিখিয়া একবার যবর দিয়া যবর এর উচ্চারণ করাইবেন, যের দিয়া যের এর উচ্চারণ, পেশ দিয়া পেশের উচ্চারণ তাকরার করাইয়া দিবেন। কমপক্ষে পাঁচ মিনিট (হরকতে ছালাছার তা'লীম মাখরাজের তারতীবে চলিবে)।

মাখ্‌রাজ

উচ্চারণের স্থানকে মাখরাজ বলে।

আরবী হরফ ২৯টি মাখরাজ ১৭টি।

১ - নাম্বার মাখরাজ, হলকের শুরু হইতে ------------ ء - ه

২ - নাম্বার মাখরাজ, হলকের মধ্যখান হইতে --------- ع - ح

৩ - নাম্বার মাখরাজ, হলকের শেষ হইতে ----------- غ - خ

৪ - নাম্বার মাখরাজ, জিহ্‌বার গোড়া তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লাগাইয়া, দুই নুকতাওয়ালা -- ق

৫ - নাম্বার মাখরাজ, জিহ্‌বার গোড়া থেকে একটু আগে বাড়িয়া, তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লাগাইয়া মধ্যখান পেঁচানো ---------------------------- ك

৬ - নাম্বার মাখরাজ, জিহ্‌বার মধ্যখান, তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লাগাইয়া ----------------- ج - ش - ي

(প্রকাশ থাকে যে, জিহ্‌বার মধ্যখান তিনভাবে বিভক্ত। গোড়ার ভাগে ج তারপর ش তারপর ی)

৭ - নাম্বার মাখরাজ, জিহ্‌বার গোড়ার কিনারা, উপরের মাড়ির দাঁতের গোড়ার সঙ্গে লাগাইয়া ----------- ض

৮ - নাম্বার মাখরাজ, জিহ্‌বার আগার কিনারা, সামনের উপরের দাঁতের মাড়ির সঙ্গে লাগাইয়া ----------- ل

৯ - নাম্বার মাখরাজ, জিহ্‌বার আগা, তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লাগাইয়া ----------------- ن

১০ - নাম্বার মাখরাজ, জিহ্‌বার আগার পিঠ, তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লাগাইয়া। ---------- ر

১১- নাম্বার মাখরাজ, জিহবার আগা সামনের উপরের দুই দাঁতের গোড়ার সঙ্গে লাগাইয়া .... ط - د - ت

১২- নাম্বার মাখরাজ, জিহবার আগা সামনের নিচের দুই দাঁতের আগার দিকে লাগাইয়া .... ص - س - ز

১৩- নাম্বার মাখরাজ, জিহবার আগা সামনের উপরের দুই দাঁতের আগার সঙ্গে লাগাইয়া .... ظ - ذ - ث

১৪- নাম্বার মাখরাজ, নিচের ঠোটের পেট, সামনের উপরের দুই দাঁতের আগার সঙ্গে লাগাইয়া .... ف

১৫- নাম্বার মাখরাজ, দুই ঠোঁট হইতে م ب و উচ্চারিত হয়। (و ঠোঁট গোল করিয়া মুখ খোলা রাখিয়া, ب ঠোঁটের ভিজায় ভিজায়, م ঠোঁটের শুকনা জায়গায়।)

১৬- নাম্বার মাখরাজ, মুখের খালি জায়গা হইতে মদ্দের হরফ পড়া যায়।

১৭- নাম্বার মাখরাজ, নাকের বাঁশি হইতে গুন্নাহ উচ্চারিত হয়।

মুরাক্কাব

মুরাক্কাব ঃ ডানের হরফকে বামের হরফের সঙ্গে মিলাইয়া লিখাকে বলে। মুরাক্কাব করিবার সময় হরফের শুধু ডান মাথাটুকু থাকে। যেমন ঃ ب কে আলিফের সঙ্গে মুরাক্কাব করিলে এই সুরত হয় - با

এক দাঁত দিয়া পাঁচ হরফ ঃ

এক দাঁতের নিচে এক নুকতা দিলে .... با

এক দাঁতের উপর এক নুকতা দিলে .... نا

এক দাঁতের নিচে দুই নুকতা দিলে .... يا

এক দাঁতের উপর দুই নুকতা দিলে .... تا

এক দাঁতের উপর তিন নুকতা দিলে .... ثا

ح এর মাথা দিয়া তিন হরফ ঃ

উপরে এক নুকতা দিলে .... خا

নিচে এক নুকতা দিলে .... جا

নুকতা মুছিয়া ফেলিলে .... حا

حا خا جا

তিন দাঁত দিয়া দুই হরফ ঃ

তিন দাঁতের উপর তিন নুকতা দিলে .... شا

নুকতা মুছিয়া ফেলিলে .... سا

سا شا

ص এর মাথা দিয়া দুই হরফ

উপরে এক নুকতা দিলে .... ضا

নুকতা মুছিয়া ফেলিলে .... صا

صا ضا

ط দিয়া দুই হরফ ঃ

উপরে এক নুকতা দিলে .... ظا

নুকতা মুছিয়া ফেলিলে .... طا

طا ظا

ع এর মাথা দিয়া দুই হরফ ঃ

উপরে এক নুকতা দিলে .... غا

নুকতা মুছিয়া ফেলিলে .... عا

عا غا

ف গোল মাথা দিয়া দুই হরফ ঃ

উপরে এক নুকতা দিলে .... فا

দুই নুকতা দিলে .... قا

كا - لا - ما - هـــا

আলিফ এর সঙ্গে ১১ সূরতে ২২ হরফ মুরাক্কাব হয় । যেমন ঃ

با - حا - سا - صا - طا - عا - فا - كا- لا- ما - ها

বাকী ৭ হরফ মুরাক্কাব হয় না ঃ ا - ء - و - ز - ر - ذ - د

و এর সঙ্গে ১০ সূরতে ২২ হরফ মুরাক্কাব হয় । যেমন ঃ

ـــو - حو - سو - صو - طو - عو - فو - لو - مو - هو

ي এর সঙ্গে ১০ সূরতে ২২ হরফ মুরাক্কাব হয় । যেমন ঃ

ـــى -حى -سى -صى -طى - عى - فى - لى - مى- هى

মুরাক্কাবাত শিখাইবার জন্য দুইটি নকশা ঃ

এক দাঁত, গোল মাথা, তিন দাত, ص এর মাথা ط

ـــفـــسـصـط

উল্টা দাঁত, “হা” -র মাথা, আইনের মাথা, লামের মাথা, গোল ‘হা’ “মীম”

ـحـعلـهـم

উপরোক্ত নকশা দুইটি শিক্ষা দেওয়ার পর আরো কিছু মুরাক্কাবের নকশা শিক্ষা দিতে হইবে ।

যেমন ঃ نَعْبُدُ - نَسْتَعِيْنُكَ - نَسْتَغْفِرُكَ ইত্যাদি ।

মদ্দের বিবরণ

মদ্দের হরফ তিনটি ঃ

যবরের বাম পাশে খালি আলিফ মদ্দের হরফ .... بَا
পেশের বাম পাশে জযমওয়ালা ওয়াও (وْ) মদ্দের হরফ .... بُـوْ
যেরের বাম পাশে জযমওয়ালা ইয়া (یْ) মদ্দের হরফ .... بِـیْ

মদ্দের হরফ হইলে ডান দিকের হরকতকে এক আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়।

যবরের বাম পাশে খালি আলিফ দিয়া এক আলিফ মদ্দ ২৮ টি।
পেশের বাম পাশে জযমওয়ালা (وْ) ওয়াও দিয়া এক আলিফ মদ্দ ২৮ টি।
'যের' এর বাম পাশে জযমওয়ালা ইয়া (یْ) দিয়া এক আলিফ মদ্দ ২৮ টি।
সর্বমোট এক আলিফ মদ্দ ৮৪ টি। তন্মধ্যে হামযার তিনটির নাম 'মদ্দে বদল'। বাকী ৮১ টি মদ্দে ত্ববায়ী।
(মদ্দের হরফ এবং হরকতের উচ্চারণ ওস্তাদ ভালভাবে পার্থক্য করাইয়া দিবেন।)

লীনের হরফ ২ টি ঃ

যবরের বাম পাশে জযমওয়ালা ওয়াও (وْ) লীনের হরফ .... بَـوْ
যবরের বাম পাশে জযমওয়ালা ইয়া (یْ) লীনের হরফ .... بَـیْ
লীনের হরফ হইলে ডানদিকের হরকতের সঙ্গে তাড়াতাড়ি পড়িতে হয়।
(মদ্দের হরফ এবং লীনের হরফের মধ্যে ওস্তাদ ভালভাবে পার্থক্য করাইয়া দিবেন।)

মদ্দ মোট ১০ দশ প্রকার ঃ

এক আলিফ মদ্দ তিন প্রকার ঃ

১। মদ্দে ত্ববায়ী।
২। মদ্দে বদল।
৩। মদ্দে লীন।

১। মদ্দে ত্ববায়ী .... بَا - بُـوْ - بِـىْ

২। মদ্দে বদল ءٖ (হামযার হরকতকে এক আলিফ টানিয়া পড়ার নাম মদ্দে বদল)।

৩। **মদ্দে লীন ঃ** লীনের হরফের বামের হরফে ওয়াক্‌ফ হইলে মদ্দে লীন। ডান দিকের হরকতকে এক আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়।

যথা ঃ خَـوْفٍ - بَيْتٍ

তিন আলিফ মদ্দ দুই প্রকার ঃ

১। মদ্দে আ'রযী।

২। মদ্দে মুনফাছিল।

মদ্দে আ'রযী ঃ মদ্দের হরফের বামের হরফে ওয়াক্‌ফ হইলে মদ্দে আ'রযী। ডান দিকের হরকতকে তিন আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়।

যথা ঃ اَلْعٰلَمِيْنَ - يَرْجِعُوْنَ - اَلْبَيَانَ - مَابَ

মদ্দে মুনফাছিল ঃ মদ্দের হরফের উপরের চিহ্ন চিকন বামে হামযাহ্‌, মদ্দে মুনফাছিল। ডান দিকের হরকতকে তিন আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়। যথা ঃ لَآ اَعْبُدُ

চার আলিফ মদ্দ পাঁচ প্রকার ঃ

১। মদ্দে লাযিম হরফী মুখাফ্‌ফাফ।

২। মদ্দে লাযিম হরফী মুসাক্‌কাল।

৩। মদ্দে লাযিম কালমী মুসাক্‌কাল।

৪। মদ্দে লাযিম কালমী মুখাফ্‌ফাফ।

৫। মদ্দে মুত্তাসিল।

১। **মদ্দে লাযিম হরফী মুখাফফাফ ঃ** হরফের উপর মোটা চিহ্ন, (~) বামে তাশদীদ না থাকিলে মদ্দে লাযিম হরফী মুখাফ্‌ফাফ। হরফের নাম চার আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়। যথা ঃ نٓ - قٓ - صٓ

২। **মদ্দে লাযিম হরফী মুসাক্কাল ঃ** হরফের উপর মোটা চিহ্ন, বামে তাশদীদ, মদ্দে লাযিম হরফী মুসাক্কাল। হরফের নাম চার আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়। যথা ঃ الٓمّٓ - طٰسٓمّٓ

(ত্বা-সীন-মীম-এর সীন এবং আলিফ লাম মীমের লাম।)

৩। **মদ্দে লাযিম কালমী মুসাক্কাল ঃ** কালিমার মধ্যে মদ্দের হরফের উপরে মোটাচিহ্ন, বামে তাশদীদ, মদ্দে লাযিম কালমী মুসাক্কাল। ডান দিকের হরকতকে চার আলিফ টানিয়া পাড়তে হয়।
যথা ঃ دَآبَّةٍ - ضَآلٌّ

৪। **মদ্দে লাযিম কালমী মুখাফফাফ ঃ** কালিমার মধ্যে মদ্দের হরফের উপরে মোটাচিহ্ন, বামে জযম, মদ্দে লাযিম কালমী মুখাফফাফ। ডান দিকের হরকতকে চার আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়। মদ্দে লাযিম কালমী মুখাফফাফ, শুধু একটি কালিমা কুরআনে পাকে দুই জায়গায় আছে। যথা ঃ آٰلْـٰٔنَ

৫। **মদ্দে মুত্তাসিল ঃ** মদ্দের হরফের উপরে মোটাচিহ্ন, বামে হামযাহ্, মদ্দে মুত্তাসিল। ডান দিকের হরকতকে চার আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়। যথা ঃ جَآءَ - شَآءَ

জযম ও কলকলার বিবরণ

জযমওয়ালা হরফ ডান দিকের হরকতের সঙ্গে একত্রে একবার পড়া যায়। যথা ঃ اَبْ - اِبْ - اُبْ

(এইরূপ প্রত্যেক হরফ দিয়া ৮৪ টি সূরত হইবে। ইহা ট্রেনিং এ বুঝানো হইবে।)

কলকলার হরফ পাঁচটি ঃ قْ - طْ - بْ - جْ - دْ

এই পাঁচ হরফে জযম হইলে কলকলা করিয়া পড়িতে হয়। বাকী ২৩ হরফ কলকলা হয় না।

তাশ্‌দীদের বিবরণ

তাশদীদ ঃ কয়েকবার মাশ্‌ক করাইয়া দিবে। তাশদীদওয়ালা হরফ দুইবার পড়া যায়। প্রথমবার ডান দিকের হরকতের সঙ্গে দ্বিতীয়বার নিজের হরকতের সঙ্গে। যেমন ঃ اَتَّ - اَتِّ - اَتُّ

ওয়াজিবগুন্নাহ ঃ

১। হরকতের বামে নূন ও মিমে তাশদীদ হইলে ওয়াজিব গুন্নাহ। اَنَّ - اَمَّ

২। নূনে ও মীমে তাশদীদ, ডান দিকে নূনে সাকিন বা তানবীন না থাকিলে ওয়াজিব গুন্নাহ। থাকিলে ইদগামে বা গুন্নাহ।

যথা ঃ اَنَّ - اَمَّ

নূনে সাকিন ও তানবীনের বিবরণ ঃ

নূনে সাকিন, জযমওয়ালা নূনকে বলে .... نْ

তান্‌বীন, দুই যবর, দুই যের, দুই পেশকে বলে .... ءً - ءٍ - ءٌ

নূনে সাকিন এবং তানবীন চার প্রকারে পড়া যায়।

১। ইকলাব, ২। ইদগাম, ৩। ইযহার, ৪। ইখফা।

ইকলাবের হরফ একটি .... ب

ইদগামের হরফ ছয়টি يَرْمَلُوْنَ .... ى - ر - م - ل - و - ن

ইদগামে বা গুন্না'র হরফ চারটি .... ى - م - و - ن

ইদগামে বেলা গুন্না'র হরফ দুইটি .... ر - ل

ইযহারের হরফ ছয়টি .... ء - ه - ع - ح - غ - خ

ইখফার হরফ পনেরটি .... ت - ث - ج - د - ذ - ز

س - ش - ص - ض - ط - ظ - ف - ق - ك

তা'রীফ ও মেছালসমূহ

ইকলাব ঃ নূনে সাকিন বা তানবীনের বামে ইকলাবের হরফ ب আসিলে ঐ নূনে সাকিন বা তানবীনকে গুন্না'র সহিত মীম পড়িতে হয়। যথা ঃ مِنْ بَعْدِ - اَلِيْمٌ بِمَا

ইদগামে বা-গুন্নাহ্ ঃ নূনে সাকিন বা তানবীনের বামে ইদগামে বা গুন্না'র কোন হরফ আসিলে, ঐ হরফকে তাশদীদ দিয়া গুন্না'র সহিত পড়িতে হয়। যথা ঃ

مَنْ يَّقُوْلُ ـ سَنَةً يَّتَسَنَّهُوْنَ ـ مِنْ مِّثْلِهِ ـ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَآءِ ـ مِنْ وَّرَآئِهِمْ ـ ظُلُمَاتٌ وَّرَعْدٌ - لَنْ نُّؤْمِنَ - حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ -

ইদগামে বেলাগুন্নাহ্ ঃ নূনে সাকিন বা তানবীনের বামে ইদগামে বেলা-গুন্নাহ্র হরফ আসিলে, ঐ হরফকে তাশদীদ দিয়া গুন্নাহ্ ছাড়া পড়িতে হয়। যথা ঃ

اَنْ رَّاٰهُ اسْتَغْنٰى - فِىْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ - وَلٰكِنْ لَّا يَشْعُرُوْنَ - اَشْتَاتًا لِّيُرَوْا -

ইযহার ঃ নূনে সাকিন বা তানবীনের বামে ইযহারের হরফ আসিলে ঐ নূনে সাকিন বা তানবীনকে গুন্নাহ্ ছাড়া স্পষ্ট করিয়া তাড়াতাড়ি পড়িতে হয়। যথা ঃ

مِنْ اَلْفِ شَهْرٍ - عَذَابٌ اَلِيْمٌ - وَانْحَرْ - عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ - فَلَا تَنْهَرْ - كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِىْ شَاْنٍ - مِنْ غِلٍّ عَذَابٌ غَلِيْظٌ - وَلِاَنْعَامِكُمْ - عَذَابٌ عَظِيْمٌ - مِنْ خَوْفٍ - كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ -

ইখফা ঃ নূনে সাকিন বা তানবীনের বামে ইখফার হরফ আসিলে ঐ নূনে সাকিন বা তানবীনকে ইখফা করিয়া পড়িতে হয়। যথা ঃ

مِنْ ثَمَرَةٍ - مِنْ جُوْعٍ - مَنْ دَسّٰهَا - اَنْذَرْتُكُمْ - مَاءً ثَجَّاجًا - عَيْنٌ جَارِيَةٌ - وَكَاْسًا دِهَاقًا - مَنْ زَكّٰهَا - يَتِيْمًا ذَا مَقْرَبَةٍ - يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ - فَمَنْ شَاءَ - مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ - اَمْرٍ سَلَامٌ - فَانْصَبْ - مَنْ طَغٰى - يَنْظُرُ - مِنْ ضَرِيْعٍ - يَنْفَخُ - سَبْعًا شِدَادًا - صَفًّا صَفًّا - قَوْمًا ضَآلِّيْنَ - يَنْقُضُوْنَ - اِنْ كُنْتُمْ - نِعْمَةٍ تُجْزٰى - كُنْتُمْ - لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا - كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ - عُمْىٌ فَهُمْ - عَذَابًا قَرِيْبًا - اِذًا كَرَّةٌ -

মীম সাকিনের বিবরণ ঃ

মীম সাকিন জযম ওয়ালা মীম কে বলে (مْ)। মীমে সাকীন তিন প্রকারে পড়া যায়। (১) ইখফায়ে শাফয়ী। (২) ইদগামে মিসলাইন। (৩) ইজহার ও ইজহারে খাছ।

মীম সাকিনের বামে বা আসিলে ইফখা করিয়া পড়িতে হয়। ইহাকে ইখফায়ে শাফয়ী বলে। যথা ঃ قُمْ بِاِذْنِ اللهِ

মীম সাকিনের বামে মীম আসিলে ইদগাম করিয়া গুন্না'র সহিত পড়িতে হয়। ইহাকে ইদগামে মিছলাইন বলে। যথা ঃ عَلَيْهِمْ مَطَرًا

ইহা ব্যতীত বাকী হরফ আসিলে ইযহার করিয়া পড়িতে হয়।

যথা ঃ اَلْحَمْدُ - اَنْعَمْتَ

খাস করিয়া و এবং ف আসিলে স্পষ্ট করিয়া পড়িতে হয়। ইহাকে ইযহারে খাস বলে। যথা ঃ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ - لَهُمْ فِيْهَا

আল্লাহ শব্দের লামের বিবরণ

আল্লাহ اَللهُ শব্দের ডান দিকে যবর অথবা পেশ থাকিলে 'লাম'কে 'পুর' (মোটা) করিয়া পড়িতে হয়। 'যের' থাকিলে বারিক (পাতলা) করিয়া পড়িতে হয়। যথা ঃ

'পুর' (মোটা) .... اَللهُ

'বারিক' (পাতলা) ...... بِاللهِ

ر হরফ পুরের বিবরণ

১। ر হরফে 'যবর' কিংবা 'পেশ' থাকিলে পুর করিয়া পড়িতে হয়।
যথা ঃ رَسُوْلٌ - رُسُلاً

২। ر হরফ সাকিন অবস্থায় উহার ডানের হরফে যবর বা পেশ হইলে উহা পুর করিয়া পড়িতে হয়। যথা ঃ يَرْجِعُوْنَ - اُرْكِسُوْا

৩। ر হরফ সাকিন অবস্থায় উহার ডানের হরফে কাসরায়ে আ'রযী (যের) থাকিলে উহা পুর করিয়া পড়িতে হয়।
যথা ঃ مَنِ ارْتَضٰى - رَبِّ ارْجِعُوْنَ - اِنِ ارْتَبْتُمْ

৪। ر সাকিনের ডানের হরফে 'যের' হইলে এবং পরে 'হরফে মুস্তালিয়া' হইতে কোন একটি হরফ আসিলে পুর করিয়া পড়িতে হয়।

ص۔ض۔ط۔ظ۔خ۔غ۔ق এই সাত হরফকে হরফে মুস্তালিয়া বলে।

যথা ঃ قِرْطَاسٌ - لَبِالْمِرْصَادِ

৫। ر সাকিনের ডান দিকে ى সাকিন ব্যতীত যে কোন সাকিন হরফ আসিলে, তাহার ডান দিকে 'যবর' অথবা 'পেশ' থাকিলে পুর করিয়া পড়িতে হয়। যথা ঃ فَجْرٌ - شَهْرٌ - خُسْرٌ

ر হরফ বারিকের বিবরণ

১। ر হরফের মধ্যে যের হইলে উহা বারিক (পাতলা) করিয়া পড়িতে হয়। যথা ঃ رِجَالٌ - رِكْزٌ

২। ر হরফ সাকিন অবস্থায় উহার ডানের হরফে আছলী যের হইলে উহা বারিক (পাতলা) করিয়া পড়িতে হয়।

যথা ঃ مِرْفَقًا - فِرْعَوْنَ

৩। ر হরফে ওয়াক্‌ফ করার সময় উহার ডানে ى সাকিন এবং তার ডানে যবর থাকিলে উক্ত ر হরফ বারিক (পাতলা) করিয়া পড়িতে হয়। যথা ঃ خَيْرْ - صَيْرْ

৪। ر হরফে ওয়াক্‌ফ করার সময় উহার ডানে ى হরফ ব্যতীত অন্য কোন হরফ সাকিন এবং সাকিন হরফের ডানের হরফে যের থাকিলে এই ر হরফকেও বারিক করিয়া পড়িতে হয়।

যথা ঃ ذِكْرْ - شِعْرْ - حِجْرْ

সিফাতের বিবরণ

সিফাতে মুতাযাদ্দাহ্ দশটি

(১) هَمْسٌ (২) جِهْرٌ (৩) شِدَّتٌ (৪) رِخْوَةٌ (৫) اِسْتِعْلَاءٌ (৬) اِسْتِفَالٌ

(৭) اِطْبَاقٌ (৮) اِنفِتَاحٌ (৯) اِذْلَاقٌ (১০) اِصْمَاتٌ ○

সিফাতে গায়রে মুতাযাদ্দাহ্ সাতটি

(১) صَفِيْرٌ (২) قَلْقَلَهٌ (৩) تَكْرَارٌ (৪) تَفَشِّىْ (৫) اِسْتِطَالَتْ

(৬) اِنْحِرَافٌ (৭) غُنَّهٌ

১। হামসের হরফ দশটি।

যথা ঃ ف - ح - ث - ه - ش - خ - ص - س - ك - ت

২। এই দশটি ব্যতীত বাকী উনিশটি মাজহুরার হরফ।

৩। শাদীদার হরফ আটটি।

যথা ঃ ا - ج - د - ق - ط - ب - ك - ت

মুতাওয়াস্‌সিতার হরফ পাঁচটি । যথা ঃ .... ل - ن - ع - م - ر

৪ । বাকী ষোলটি রিখ্‌ওয়ার হরফ ।

৫ । মুস্তালিয়ার হরফ সাতটি । যথা ঃ ص-ض-ط-ظ-خ-غ-ق

৬ । বাকী বাইশটি মুস্তাফিলার হরফ ।

৭ । মুতবাক্বার হরফ চারটি যথা ঃ .... ص-ض-ط-ظ

৮ । বাকী পঁচিশটি মুন্‌ফাতিহা ।

৯ । মুযলিকের হরফ ছয়টি যথা ঃ .... ف-ر-م-ن-ل-ب

১০ । বাকী তেইশটি মুস্‌মাতাহ ।

সিফাতে গায়রে মুতাযাদ্দাহ্ সাতটি ঃ

১ । সফীরের হরফ তিনটি যথা ঃ .... ص-س-ز

২ । কলক্বলার হরফ পাঁচটি । যথা ঃ .... ق-ط-ب-ج-د

৩ । তাকরারের হরফ একটি । যথা ঃ .... ر

৪ । তাফাশ্‌শীর হরফ একটি । যথা ঃ .... ش

৫ । ইস্তেত্বালাতের হরফ একটি । যথা ঃ .... ض

৬ । ইন্‌হেরাফের হরফ দুইটি । যথা ঃ .... ر-ل

৭ । গুন্নাহ যথা ঃ .... اِنَّ

সিফাত্‌সমূহের পরিচয়

সিফাতে মুতাযাদ্দাহ্ ঃ

হাম্‌স ঃ অর্থ নরম । ইহাদের উচ্চারণকালে শরীরে ঘষা দিলে যেই প্রকার নরম আওয়াজ বাহির হয়, সেই প্রকার আওয়াজ আসিতে থাকে এবং মাখ্‌রাজের স্থানে হরফটি অতি আস্তে বন্ধ হওয়ার পরেও শ্বাসটি জারি হইতে থাকে । এইরূপ হরফকে 'মাহ্‌মুসা' বলে ।

জিহ্‌র ঃ উচ্চ আওয়াজ। ইহাদের উচ্চারণকালে প্রথমত মাখরাজের হরফটি আটকাইয়া শ্বাসকে বন্ধ করিয়া দেয় এবং পরে আবার জারি হইয়া উচ্চ আওয়াজ বাহির হয়। এইরূপ হরফকে মাজহুরা বলে।

শিদ্দাত ঃ অর্থ কঠিন। ইহারা সাকিন বা ইদগামকালে মাখরাজের স্থানে আওয়াজ কঠিনভাবে বন্ধ হইয়া শ্বাসকে আটক করিয়া দেয়। ইহাদিগকে হরফে শাদীদাহ্ বলে।

রিখওয়াহ্ ঃ অর্থ সামান্যরূপে জারি হওয়া। ইহারা সাকিনকালে মাখরাজের স্থানে আওয়াজ একেবারে বন্ধ না হইয়া সামান্যরূপে জারি হইতে থাকে এবং প্রায় হামছের নিকটবর্তী হইয়া পড়ে। ইহাদিগকে রিখওয়ার হরফ বলে।

ইস্তে'লা ঃ অর্থ বুলন্দ (উচ্চ) হওয়া। এই গুণবিশিষ্ট হরফগুলি উচ্চারণকালে জিহ্‌বার প্রায় অংশ উপরের তালুর দিকে উঠিয়া যায়। এই প্রকার হরফগুলিকে মুস্তালিয়ার হরফ বলে।

ইস্তেফাল ঃ অর্থ নিচু হওয়া। এই গুণবিশিষ্ট অক্ষরগুলি উচ্চারণকালে জিহ্‌বার কোন অংশ তালুর দিকে না উঠিয়া নিচের দিকে ঝুকিয়া যায়। এই প্রকার হরফগুলিকে মুস্তাফিলার হরফ বলে।

ইতবাক ঃ অর্থ নিচে-উপরে সম্মিলিতভাবে যোগ হওয়া অর্থাৎ ইহাদের উচ্চারণকালে জিহ্‌বার প্রায় অংশ উপরের তালুর সহিত মিলিত হইয়া তালুকে ঢাকিয়া রাখে। এই প্রকারের হরফকে মুতবাকের হরফ বলে।

ইনফিতাহ্ ঃ অর্থ প্রশস্ত হওয়া। ইহাদের উচ্চারণকালে জিহ্‌বার কোন অংশ তালুর সাথে না লাগিয়া মধ্যস্থল হইতে প্রশস্থভাবে উচ্চারিত হয়। এই প্রকারের হরফকে মুনফাতিহার হরফ বলে।

ইয্‌লাক ঃ অর্থ তাড়াতাড়ি পূর্ণ বা শেষ হওয়া। ইহাদের উচ্চারণকালে ر-ن-ل এই তিনটি হরফ জিহ্‌বার মাথার পার্শ্ব দ্বারা এবং ف-ب-م. এই তিনটি হরফ ঠোঁটের বাজু দ্বারা তাড়াতাড়ি পড়িতে হয়। এই প্রকারের হরফকে মুযলিকার হরফ বলে।

ইসমাত ঃ অর্থ হরফকে মাখরাজের স্থানে সঠিকভাবে স্থির/বন্ধ করিয়া পড়া। অর্থাৎ ইহাদের উচ্চারণকালে মাখরাজের মধ্যে হরফটি চুপ হইয়া যাওয়া চাই। যেন পূর্ব হরফের বিপরীতভাবে ঠোঁট বা জিহ্‌বার পার্শ্ব হইতে ফিরিয়া থাকে। এই প্রকারের হরফকে মুসমাতার হরফ বলে।

সিফাতে গায়রে মুতাযাদ্দা'র পরিচয়

সফীর ঃ সফীরের হরফ তিনটি, উচ্চারণকালে মাখরাজ হইতে শক্তভাবে চড়ুই পাখির ন্যায় আওয়াজ বাহির হয়।

কলকলাহ্ ঃ অর্থ নড়িয়া ওঠা। যেমন গোলাকার বস্তু ধাক্কা লাগিয়া লাফ দিয়া ওঠে, এমনিভাবে হরফগুলি সাকিন এবং ইদগাম অবস্থায় মাখরাজের স্থানে জোরপূর্বক আওয়াজের ধ্বনি আটক হইয়া ধাক্কার ন্যায় নড়িয়া সম্মুখের দিকে প্রতিধ্বনি বাহির হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা মিলিত অবস্থার চেয়ে ওয়াক্‌ফের অবস্থায় কলকলাহ্ অধিকতর হইয়া থাকে।
হরফ ঃ ق - ط - ب - ج - د

তাকরার ঃ সিফাতে তাকরার অর্থ একাধিকবার উচ্চারণ হওয়া ر. হরফটি সাকিন কিংবা তাশদীদ এবং ওয়াক্‌ফ অবস্থায় উচ্চারণকালে জিহ্‌বা কাঁপিতে থাকে।

তাফাশ্‌শী ঃ ইহার অর্থ হুইশেলের ন্যায় শব্দ হওয়া, ش . হরফ উচ্চারণকালে জিহ্‌বা এবং তালুর যোগাযোগভাবে মধ্যস্থল হইতে সম্মুখ দিকে হুইশেলের ন্যায় ছড়াইয়া শব্দ বাহির হওয়াকে তাফাশ্‌শী বলে।

এস্তেতালাৎ ঃ ইহার অর্থ দীর্ঘ হওয়া ض হরফ উচ্চারণকালে তাহার মাখরাজ হরফটি অন্য হরফের তুলনায় আওয়াজ দীর্ঘ হইবে।

ইনহেরাফ ঃ অর্থ ফিরিয়া যাওয়া এবং ইহাদের উচ্চারণকালে মাখরাজের স্থান হইতে আওয়াজ ফিরিয়া যায়। কিন্তু হরফ যুক্ত অবস্থার চেয়ে সাকিন অবস্থায় ইহা পূর্ণভাবে অনুভূত হয়।

গুন্নাহ ঃ গুন্নাহ অর্থ নাঁকা আওয়াজ ن এবং م যখন গোপন এবং তাশদীদ যুক্ত অবস্থায় সন্ধি করা হয়, তখন ইহারা নিজ নিজ মাখরাজের অতি সামান্য হওয়া মাত্রই নাসিকা মূলে গোপন হইয়া পড়ে এবং একটা নাঁকা আওয়াজ বাহির হয়, এই নাঁকা আওয়াজটি এক আলিফ পরিমাণ টানিতে হয়।

আলিফে যায়েদার বিবরণ

আলিফে যায়েদা অর্থ অতিরিক্ত আলিফ, যে আলিফ লিখার সময় লিখিতে হয়, কিন্তু পড়ার সময় পড়া যায় না। যথা ঃ

اَنَاْ - اَفَاْئِـــنْ - لَاْ اِلَى اللهِ - لَاْاَذْبَحَــنَّهٗ - لَاْ اَوْضَــعُوْا – لَاْ اِلَى

الْجَــحِيْمِ - لَاْ اَنْـــتُمْ - ثَمُوْدَاْ - تَبُوْاْ - نَبْلُوَاْ - سَلٰسِلَاْ -

قَوَارِيْرَاْ - مَلَاْئِـــهٖ - مَلَاْئِهِمْ - لِيَــبْلُوَاْ - لِتَــتْلُوَاْ - لَـــنْ نَّدْعُوَاْ -

প্রকাশ থাকে যে, (اَنَا) আনার আলিফ চার জায়গা ব্যতীত কোথায়ও পড়া যায় না। যথা ঃ اَنَامِلَ - اَنَاسِىَّ - اَنَابُوْا - اَنَابَ -

আকায়েদ

আল্লাহ্ ঃ যিনি আমাদের মা'বুদ অর্থাৎ, যাঁহার ইবাদত আমরা করি, যিনি সর্বশক্তিমান, যাঁহার হুকুমে সমস্ত কিছু সৃষ্টি হইয়াছে ও ধ্বংস হইবে, যাঁহার কোন শরীক নাই, যিনি সমস্ত কিছু দেখিতে ও শুনিতে পান, যিনি অনাদি অনন্ত, যিনি কিয়ামতের দিন আমাদের ভাল মন্দের বিচার করিবেন। তিনিই আল্লাহ্।

রাসূল ঃ আল্লাহ পাক যুগে যুগে পথভ্রষ্ট মানুষকে হিদায়াতের জন্য সর্বগুণসম্পন্ন নবী ও রাসূলগণকে বিশেষ বিশেষ কিতাবসহ পাঠাইয়াছেন। তাঁহারা বিপথগামী মানুষকে আল্লাহর বাণী দ্বারা হিদায়াত করিয়া তাহাদের মধ্যে শান্তি স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ নবী ও রাসূল। তাঁহার পর আর কোন নবী দুনিয়াতে আসিবেন না। তিনি শান্তির ধর্ম ইসলাম প্রচার করিয়াছেন ও আল্লাহর বাণী সকলকে শুনাইয়াছেন।

কুরআন শরীফ ঃ আল্লাহর প্রেরিত ধর্মগ্রন্থ। ইহা শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর হযরত জিবরাইল আ. এর মারফতে নাযিল হইয়াছে। ইহাতে মানুষের ভালমন্দ ও যাবতীয় হুকুম আহকাম লিপিবদ্ধ আছে। প্রকাশ থাকে যে, সর্বমোট ১০৪ (একশত চার) খানা আসমানী কিতাব। তন্মধ্যে ১০০ (একশত) নাম সহীফাহ এবং বাকী ৪ (চার খানার) নাম কিতাব। যথা - (১) তাওরাত (২) যবূর (৩) ইঞ্জীল (৪) কুরআন মাজীদ।

হাদীস ঃ হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলিয়াছেন বা নিজে করিয়াছেন অথবা কাহাকেও (সাহাবাদেরকে) করিতে দেখিয়া নিষেধ করেন নাই, তাহাই হাদীস।

ফরয ঃ কুরআন হাদীসের অকাট্য দলীল দ্বারা যেসব হুকুম-আহকাম নির্দেশিত হইয়াছে তাহাই ফরয। যেমন পাঁচ ওয়াক্ত নামায, রমযানের রোযা এবং মালের যাকাত ইত্যাদি।

ওয়াজিব ঃ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাহা করিয়াছেন বলিয়া প্রমাণিত আছে এবং না করার প্রতি ওয়ায়ীদ (ভীতি প্রদর্শন করা হইয়াছে) আছে, তাহাই ওয়াজিব। যেমন বিতরের নামায।

সুন্নতে মুআক্কাদাহ্ ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাহা করিয়াছেন বলিয়া প্রমাণিত আছে এবং না করার উপর ওয়ায়ীদ নাই। তাহাই সুন্নাতে মুআক্কাদাহ্। যেমন যোহরের সুন্নত নামায।

সুন্নতে গায়রে মুআক্কাদাহ্ ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাহা করিয়াছেন বলিয়া প্রমাণিত আছে এবং কম সময় তাহা পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাহাই সুন্নতে গায়রে মুআক্কাদাহ্। যেমন আসরের নামাযের (পূর্বে) চার রাকাত সুন্নত।

মুস্তাহাব ঃ যাহা করিলে সওয়াব আছে, না করিলে গুনাহ নাই তাহাই মুস্তাহাব।

ঈমানের বিবরণ

ইসলাম ধর্ম পাঁচটি স্তম্ভের উপর স্থাপিত। যথা কালিমাহ্, নামায, রোযা, হজ্ব ও যাকাত। কালিমাহ্ না জানিলে ও আন্তরিকভাবে স্বীকার না করিলে কেহই মুসলমান বা ঈমানদার হইতে পারে না। নিম্নলিখিত কালিমাগুলি হইতে কালিমাহ্ ত্বায়্যিবাহ্ ও শাহাদাতকে মুখে উচ্চারণ করা ও অর্থ বুঝিয়া অন্তরে বিশ্বাস করিয়া মানিয়া লওয়া মুসলমানদের জন্য প্রথম ফরয।

১। **কালিমাহ্ ত্বায়্যিবাহ্ ঃ**

لَآ اِلٰــهَ اِلاَّ اللّٰهُ مُـــحَمَّدٌ رَّسُـــوْلُ اللّٰهِ

অর্থ ঃ আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত (ইবাদতের উপযুক্ত) আর কোন মা'বুদ নাই। হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহু তা'আলার রাসূল।

২। কালিমাতুশ্ শাহাদাহ্ ঃ

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ -

অর্থ ঃ আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত ইবাদতের উপযুক্ত আর কোন মা'বুদ নাই। আমি আরও সাক্ষ্য দিতেছি যে, হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার বান্দা ও রাসূল।

৩। ঈমানি মুজমাল ঃ

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ كَمَا هُوَ بِاَسْمَآئِهٖ وَصِفَاتِهٖ وَقَبِلْتُ جَمِيْعَ اَحْكَامِهٖ -

অর্থ ঃ আমি ঈমান আনিলাম সর্ববিধ নাম ও গুণবিশিষ্ট আল্লাহ তা'আলার উপর এবং তাঁহার সমস্ত হুকুম মানিয়া লইলাম।

৪। ঈমানি মুফাস্সাল ঃ

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ-

সাতটি জিনিসের উপর ঈমান আনিতে হইবে। অর্থাৎ মনে অকাট্যরূপে বিশ্বাস এবং মুখে স্বীকার করিতে হইবে। প্রথমে আমি ঈমান আনিলাম আল্লাহ তা'আলার উপর। দ্বিতীয়তে ঈমান আনিলাম তাঁহার ফেরেস্তাগণের উপর। তৃতীয়তে ঈমান আনিলাম তাহার কিতাবসমূহের উপর। চতুর্থে ঈমান আনিলাম তাহার রাসূলগণের উপর। পঞ্চমে ঈমান আনিলাম কিয়ামতের দিনের উপর। ষষ্ঠে ঈমান আনিলাম ভালমন্দ তাকদীরের উপর। সপ্তমে ঈমান আনিলাম পুনরায় জীবিত হওয়ার উপর।

৫। কালিমাহ্ তামজীদ ঃ

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ-

অর্থ ঃ আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য। আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত আর কোন মা'বুদ নাই। আল্লাহ্ সবচেয়ে বড়। আল্লাহ্‌র শক্তি ও সাহায্য ব্যতীত অন্য কাহারো দুঃখ নিবারণ করিবার বা সুখ দান করিবার কোনই শক্তি নাই।

৬। কালিমাহ্ তাওহীদ ঃ

لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَيٌّ لاَّ يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ-

অর্থ ঃ এক আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন মা'বুদ নাই তাঁহার কোন শরীক নাই। তিনি সকল বাদশার বাদশাহ। (তাঁহার জন্য পূর্ণ বাদশাহী) তাঁহার জন্যই সকল প্রশংসা। তিনি জীবন দান করেন, তিনি মৃত্যু দান করেন, হায়াত ও মাওত তাঁহারই হাতে। তিনি চিরঞ্জীব, তিনি কখনও মরিবেন না। তিনিই রিযিক ও ধন-দৌলতের মালিক। তাঁহারই হাতে সমস্ত মঙ্গল, তিনি সর্বশক্তিমান।

বিঃ দ্রঃ এই কালিমাটি ফজরের নামাযের পর ১০ বার পড়িলে ১০টি নেকী হয়, ১০টি গুনাহ মাফ হয়, ১০টি দরজা বুলন্দ হয় এবং ঐ দিনের জন্য সমস্ত বিপদ-আপদ ও ক্ষয়ক্ষতি হইতে হেফাযত হয়।

ঈমানকে দৃঢ় করুন ঃ

আল্লাহ যে একজন আছেন, তিনি সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ। তিনি পরকালে হিসাব নিবেন। সে হিসাবের জন্য তিনি নিস্পাপ ফেরেশতাদের মারফতে নিস্পাপ রাসূলের কাছে নির্ভুল কুরআন এবং নিখুঁত আদর্শ (সুন্নত) পাঠাইয়াছেন। মানুষকে কাজ করার জন্য নির্ধারিত পরিমাণ শক্তি দিয়াছেন, কাহাকেও সীমাহীন ক্ষমতা প্রদান করেন নাই বা কাহাকেও একেবারে অক্ষমও করেন নাই। সব মানুষকে তিনি মৃত্যু দিবেন এবং মৃত্যুর পর আবার সকলকে পুনরায় জীবিত করিবেন। যাহারা আল্লাহকে বিশ্বাস করিয়াছে, আল্লাহর মনোনীত নিয়ম অনুসারে জীবন যাপন ও চরিত্র গঠন করিয়াছে, পুনর্জীবিত করে আল্লাহ তাহাদিগকে চিরশান্তির জান্নাত দান করিবেন। আর যাহারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে নাই, আল্লাহর মনোনীত নিয়মের বিরুদ্ধে জীবন যাপন করিয়াছে, তাহাদিগকে চিরকাল দুঃখ-দুর্দশায় জাহান্নামের ভীষণ যন্ত্রণায় শাস্তি প্রদান করিবেন। এই কয়টি কথা অন্তর দিয়া বিশ্বাস করার নামই হইল ঈমান।

সতে ঞ্জাব [illegible]

অর্থাৎ পায়খানা-পেশাব করার সময়ে নিম্নের কাজগুলি করা নিষেধ। (করিবে না)

- কেবলামুখী বা কেবলা পেছন দিয়া বসা।
- রাস্তার উপর কিংবা কিনারায় পেশাব-পায়খানা করা।
- কোন গর্তের ভিতর পেশাব-পায়খানা করা বা চন্দ্র-সূর্য বরাবরে বসা।
- পায়খানায় বসিয়া কথাবার্তা বলা এবং উপরের দিকে দেখা। লজ্জাস্থানের দিকে দেখিয়া থাকা।

❖ হাড় বা কয়লা দিয়া ঢিলা লওয়া।

❖ দাঁড়াইয়া বা হাঁটিয়া হাঁটিয়া পেশাব করা।

❖ বিনা ওজরে পানিতে পেশাব করা।

❖ ফলদার বা ছায়াদার গাছের নিচে পায়খানা-পেশাব করা।

❖ গোসলখানায় পায়খানা-পেশাব করা।

❖ (পায়খানায় প্রবেশের পূর্বে দু'আ পাঠ করিয়া বাম পা দিয়া প্রবেশ করিবে এবং বাহির হইবার সময় ডান পা বাহিরে দিয়া দু'আ পাঠ করিয়া বাহির হইবে।)

অজু করার তরীকা

১। অজুতে নিয়ত করা সুন্নত। ২। বিসমিল্লাহ্ পড়া সুন্নত। ৩। দোন হাতের কব্জিসহ তিনবার ধোয়া সুন্নত। ৪। তিনবার মেছওয়াক করা সুন্নত। ৫। তিনবার কুলি করা সুন্নত। ৬। তিনবার নাকে পানি দেওয়া সুন্নত। ৭। সমস্ত মুখ তিনবার ধোয়া সুন্নত। ৮। ডান হাতের কনুইসহ তিনবার ধোয়া সুন্নত। ৯। বাম হাতের কনুইসহ তিনবার ধোয়া সুন্নত। ১০। দোন হাতের আঙ্গুলী খিলাল করা সুন্নত। ১১। সমস্ত মাথা একবার মাছেহ্ করা সুন্নত। ১২। কান মাছেহ্ করা সুন্নত। ১৩। গরদান মাছেহ্ করা মুস্তাহাব। ১৪। ডান পায়ের টাখনুসহ তিনবার ধোয়া সুন্নত। ১৫। বাম পায়ের টাখনুসহ তিনবার ধোয়া সুন্নত। ১৬। দোন পায়ের আঙ্গুলী খিলাল করা সুন্নত।

অজুতে ৪ ফরয ঃ

১। সমস্ত মুখ ধোয়া।

২। দোন হাতের কনুইসহ ধোয়া।

৩। মাথা মাছেহ্ করা।

৪। দোন পায়ের টাখনুসহ ধোয়া।

গোসলে ৩ ফরয

১। কুলি করা।

২। নাকে পানি দেওয়া।

৩। সমস্ত শরীর ধৌত করা।

তায়াম্মুমে ৩ ফরয

১। নিয়ত করা।

২। সমস্ত মুখ একবার মাছেহ্ করা।

৩। দোন হাতের কনুইসহ একবার মাছেহ্ করা।

(পবিত্র মাটিতে হাত মারিয়া মাসেহ্ করিতে হয়, বিস্তারিত ও বাস্তবরূপে উস্তাদ শিখাইয়া দিবেন।)

অজু ভঙ্গের কারণ ৭টি

১। পায়খানা-পেশাবের রাস্তা দিয়া কোন কিছু বাহির হওয়া।

২। মুখ ভরিয়া বমি হওয়া।

৩। শরীরের কোন জায়গা হইতে রক্ত, পুঁজ, পানি বাহির হইয়া গড়াইয়া পড়া।

৪। থুথুর সঙ্গে রক্তের ভাগ সমান বা বেশী হওয়া।

৫। চিত বা কাত হইয়া হেলান দিয়া ঘুম যাওয়া।

৬। পাগল, মাতাল ও অচেতন হইলে।

৭। নামাযে উচ্চস্বরে হাসিলে।

নামাযের বাহিরে এবং ভিতরে ১৩ ফরয

নামাযের বাহিরে ৭ ফরয ঃ

১। শরীর পাক।

২। কাপড় পাক।

৩। নামাযের জায়গা পাক।

৪। ছতর ঢাকা।

৫। কেবলামুখী হওয়া।

৬। ওয়াক্ত মত নামায পড়া।

৭। নামাযের নিয়ত করা।

নামাযের ভিতরে ৬ ফরয ঃ

১। তাকবীরে তাহ্‌রীমা বলা।

২। খাড়া হইয়া নামায পড়া।

৩। কেরাত পড়া।

৪। রুকু করা।

৫। দুই সেজদা করা।

৬। আখেরী বৈঠক।

নামাযের ওয়াজিব ১৪টি ঃ

মাসআলাহ্ ঃ নামাযে ভুলবশতঃ কোন ওয়াজিব ছুটিয়া গেলে নামায শেষে সাজদায়ে সাহু করিলে নামায হইয়া যায়। তবে ইচ্ছাকৃত ওয়াজিব তরক করিলে নামায পুনরায় পড়িতে হয়।

১। আলহামদু শরীফ পুরা পড়া।

২। আলহামদুর সঙ্গে সূরা মিলান।

৩। রুকু সেজদায় দেরী করা।

৪। রুকু হইতে সোজা হইয়া খাড়া হইয়া দেরী করা।

৫। দুই সেজদার মাঝখানে সোজা হইয়া বসিয়া দেরী করা।

৬। দরমিয়ানী বৈঠক।

৭। দোন বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতু পড়া।

৮। ইমামের জন্য কেরাত আস্তে এবং জোরে পড়া।

৯। বিতরের নামাযে দু'আয়ে কুনূত পড়া।

১০। দোন ঈদের নামাযে ছয় ছয় তাকবীর বলা।

১১। প্রত্যেক ফরয নামাযের প্রথম দুই রাকাতকে কেরাতের জন্য নির্ধারিত করা।

১২। প্রত্যেক রাকাতের ফরযগুলির তারতীব ঠিক রাখা।

১৩। প্রত্যেক রাকাতের ওয়াজিবগুলির তারতীব ঠিক রাখা।

১৪। আস্‌সালামু আলাইকুম বলিয়া নামায শেষ করা।

নামাযে সুন্নতে মুআক্কাদাহ্ ১২ টি ঃ

১। দুই হাত উঠান।

২। দুই হাত বাঁধা।

৩। সানা পড়া।

৪। আউযুবিল্লাহ পড়া।

৫। বিসমিল্লাহ পড়া।

৬। আলহামদুর পর আমীন বলা।

৭। প্রত্যেক উঠা-বসায় আল্লাহু আকবার বলা।

৮। রুকুর তাসবীহ্ বলা।

৯। রুকু হইতে উঠিবার সময় সামিআল্লাহুলিমান হামিদাহ্, রাব্বানালাকাল হামদু বলা।

১০। সেজদার তাসবীহ্ বলা।

১১। দরূদ শরীফ পড়া।

১২। দু'আয়ে মাসুরা পড়া।

নামায ভঙ্গের কারণ ১৯ টি ঃ

১। নামাযে অশুদ্ধ পড়া।

২। নামাযের ভিতর কথা বলা।

৩। কোন লোককে সালাম দেওয়া।

৪। সালামের উত্তর দেওয়া।

৫। উহ্! আহ্ শব্দ করা।

৬। বিনা ওজরে কাশা।

৭। আমলে কাছীর করা।

৮। বিপদে কি বেদনায় শব্দ করিয়া কাঁদা।

৯। তিন তাসবীহ্ পরিমাণ ছতর খুলিয়া থাকা।

১০। মুক্তাদী ব্যতীত অপর ব্যক্তির লোকমা নেওয়া।

১১। সুসংবাদ ও দুঃসংবাদে উত্তর দেওয়া।

১২। নাপাক জায়গায় সেজদা করা।

১৩। কেবলার দিক হইতে সিনা ঘুরিয়া যাওয়া।

১৪। নামাযে কোরআন শরীফ দেখিয়া পড়া।

১৫। নামাযে শব্দ করিয়া হাসা।

১৬। নামাযে সাংসারিক কোন বিষয় প্রার্থনা করা।

১৭। হাঁচির উত্তর দেওয়া।

১৮। নামাযে খাওয়া ও পান করা।

১৯। ইমামের আগে মুক্তাদী দাঁড়ান।

দুই রাকাত নামাযে ৬০ টি মাসআলা

নামাযের প্রথম রাকাতে রুকুর আগে ১১ টি মাসআলা ঃ

১। হাত উঠান .... সুন্নত

২। তাকবীরে তাহরীমা (اَللّٰهُ اَكْبَرُ) বলা .... ফরয

৩। হাত বাঁধা (মেয়েদের জন্য হাত রাখা) .... সুন্নত

৪। ছানা পড়া .... সুন্নত

৫। আউযুবিল্লাহ পড়া .... সুন্নত

৬। বিসমিল্লাহ পড়া .... সুন্নত

৭। সূরায়ে ফাতিহা পুরা পড়া .... ওয়াজিব

৮। সূরায়ে ফাতিহার পর (اٰمِيْنَ) বলা .... সুন্নত

৯। সূরার শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়া .... মুস্তাহাব

১০। সূরা মিলান .... ওয়াজিব
১১। কেরাত পড়া .... ফরয

রুকুতে ৬টি মাসআলা ঃ

১। রুকুতে যাইবার সময় اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলা .... সুন্নত
২। রুকু করা .... ফরয
৩। রুকুতে দেরী করা .... ওয়াজিব
৪। রুকুতে থাকিয়া سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمُ
কমপক্ষে ৩ বার বলা .... সুন্নত
(৫ বার ৭ বার বলাও) .... সুন্নত
৫। রুকু হইতে উঠিবার সময় سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ
رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ বলা .... সুন্নত
৬। রুকু হইতে সোজা হইয়া খাড়া হইয়া দেরী করা. ওয়াজিব।
(খাড়া হইয়া حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ পড়া)

প্রথম সাজদাতে ৬টি মাসআলা ঃ

১। সাজদাতে যাইবার সময় اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলা .... সুন্নত
২। সাজদা করা .... ফরয
৩। সাজদাতে দেরী করা .... ওয়াজিব
৪। সাজদাতে থাকিয়া سُبْحَانَ رَبِّىَ الْاَعْلٰى
কমপক্ষে ৩ বার বলা .... সুন্নত
(৫ বার ৭ বার বলাও) .... সুন্নত
৫। সাজদা হইতে উঠিবার সময় اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলা .... সুন্নত
৬। সাজদা হইতে সোজা হইয়া বসিয়া দেরী করা .... ওয়াজিব
(বসিয়া رَبِّ اغْفِرْلِىْ وَارْحَمْنِىْ وَعَافِنِىْ وَاهْدِنِىْ وَارْزُقْنِىْ পড়া)

দ্বিতীয় সাজদাতে ৬ টি মাসআলা ঃ

১ হইতে ৫ পর্যন্ত প্রথম সাজদার মত।

৬। সাজদা হইতে সোজা হইয়া খাড়া হওয়া .... ওয়াজিব

২য় রাকাতে রুকুর আগে ৭টি মাসআলা ঃ

১। হাত বাঁধা .... সুন্নত

২। বিসমিল্লাহ পড়া .... সুন্নত

৩। সূরায়ে ফাতিহা পুরা পড়া .... ওয়াজিব

৪। সূরায়ে ফাতিহার পর آمين বলা .... সুন্নত

৫। সূরার শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়া .... মুস্তাহাব

৬। সূরা মিলান .... ওয়াজিব

৭। কেরাত পড়া .... ফরয

(২য় রাকাতের রুকু ও সেজদার মাসআলা প্রথম রাকাতের ন্যায়)

আখেরী বৈঠকে ৫টি মাসআলা ঃ

১। আখেরী বৈঠক .... ফরয

২। আত্তাহিয়্যাতু পড়া .... ওয়াজিব

৩। দরূদ শরীফ পড়া .... সুন্নত

৪। দু'আয়ে মাসুরা পড়া .... সুন্নত

৫। আস্‌সালামু আলাইকুম বলিয়া নামায শেষ করা .... ওয়াজিব

বিঃ দ্রঃ ফরয নামায দাঁড়াইয়া পড়া ফরয।

তৃতীয় ও চতুর্থ রাকাতের রুকু ও সেজদার মাস্‌আলা প্রথম রাকাতের ন্যায়। কিন্তু ফরয নামাযের তৃতীয় ও চতুর্থ রাকাতে রুকুর আগে চারটি (৪টি) মাসআলা।

১। হাত বাঁধা .... সুন্নত

২। বিসমিল্লাহ পড়া .... সুন্নত

৩। সূরায়ে ফাতিহা পুরা পড়া .... সুন্নত

৪। সূরায়ে ফাতিহার পর আমীন বলা .... সুন্নত

নামাযের সময় ও রাকাত

দিবা-রাত্রে ৫ ওয়াক্ত নামায ফরয। যথা ঃ ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব ও ইশা।

ফজরের নামাযের সময় ঃ সুবহে সাদিক হইতে সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত। সূর্যোদয়ের পূর্বে, পূর্ব আকাশের কিনারায় উত্তর দক্ষিণে যতক্ষণ পর্যন্ত বিস্তৃত সাদা রেখা দেখা যায়, ঐ সময়কে সুবহে সাদিক বলে।

যোহরের নামাযের সময় ঃ দ্বিপ্রহরের সূর্য পশ্চিমে ঢলিয়া পড়ার পর হইতে প্রত্যেক বস্তুর ছায়া আসল ছায়া বাদ দিয়া উহার দিগুণ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত জোহরের নামাযের সময়। কিন্তু ১ গুণের মধ্যে পড়া উত্তম। শুক্রবার দিন যোহরের নামাযের পরিবর্তে জামাতের সহিত দুই রাকাত ফরয নামায মসজিদে পড়াকে জুমা'র নামায বলে।

আসরের নামাযের সময় ঃ যোহরের নামাযের সময় শেষ হওয়ার পর সূর্য অস্ত যাওয়ার ২০ মিনিট পূর্ব পর্যন্ত আসরের নামাযের সময় তারপর মাকরূহ্ ওয়াক্ত আসিয়া যায়।

মাগরিবের নামাযের সময় ঃ সূর্য সম্পূর্ণভাবে অস্ত যাওয়ার পর হইতে পশ্চিম আকাশে লাল রং থাকা পর্যন্ত মাগরিবের নামাযের সময়। তবে, সূর্য অস্ত যাওয়ার সাথে সাথে পড়িয়া লওয়া উত্তম।

ইশার নামাযের সময় ঃ মাগরিবের নামাযের দেড় ঘণ্টা পর হইতে সুবহে সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত এক তৃতীয়াংশের ভিতরে আদায় করা মুস্তাহাব। তবে, অর্ধেক রাত্র পর্যন্ত জায়েয, তারপর মাকরূহ্।

বিতরের নামাযের সময় ঃ ইশার ফরয আদায়ের পরক্ষণেই বিতরের নামাযের সময়। কিন্তু ইশার নামায আদায় ব্যতিরেকে বিতরের নামায হইবে না।

ফজর ঃ প্রথমে সুন্নত ২ রাকাত, ফরয ২ রাকাত, মোট ৪ রাকাত।

যোহর ঃ প্রথমে সুন্নত ৪ রাকাত, ফরয ৪ রাকাত, পরে সুন্নত ২ রাকাত এবং নফল ২ রাকাত, মোট ১২ রাকাত।

আসর ঃ প্রথমে নফল ৪ রাকাত, ফরয ৪ রাকাত, মোট ৮ রাকাত।

মাগরিব ঃ ফরয ৩ রাকাত, সুন্নত ২ রাকাত, নফল ৬ রাকাত, মোট ১১ রাকাত।

ইশা ঃ প্রথমে নফল ৪ রাকাত, ফরয ৪ রাকাত, পরে সুন্নত ২ রাকাত, নফল ২ রাকাত, মোট ১২ রাকাত। (ফাতাওয়া আলমগীরী ১ ঃ ১১২)

বিতের ঃ তিন রাকাত ওয়াজিব, পরে ২ রাকাত নফল পড়া উত্তম। প্রকাশ থাকে যে বিতেরের নামাযের তৃতীয় রাকাতে রুকুর আগে কেরাত পড়ার পর তাকবীর বলিয়া হাত বাঁধা অবস্থায় দু'আয়ে কুনূত পড়া ওয়াজিব। (ফাতওয়া আলমগীরী ১ ঃ ১১০)

জুমু'আ ঃ প্রথমে সুন্নত ৪ রাকাত, ফরয ২ রাকাত পরে সুন্নত ৪ রাকাত এবং নফল ২ রাকাত, মোট ১২ রাকাত। (ফাতাওয়া আলমগীরী ১ ঃ ১৪৪)

তারাবীহ্ ঃ ইহা শুধু রমযান মাসে এশার নামাযের পরে বিতেরের পূর্বে আদায় করিতে হয়। ইহা সুন্নতে মুআক্কাদাহ্, মোট ২০ রাকাত। ২ রাকাত ২ রাকাত করে ৪ রাকাত পড়ার পর কিছু সময় আরাম করা মুস্তাহাব। (ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী ১ ঃ ১১৫)

আযান, ইকামত এবং তাসবীহ্, তাশাহহুদ ইত্যাদি

আযান

اَللّٰهُ اَكْبَرُ   اَللّٰهُ اَكْبَرُ - اَللّٰهُ اَكْبَرُ   اَللّٰهُ اَكْبَرُ

অর্থ ঃ আল্লাহ তা'আলা সবচেয়ে বড় । (৪ বার)

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ - اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

অর্থ ঃ আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত আর কোন মা'বুদ নাই । (বন্দেগীর যোগ্য আল্লাহ ছাড়া আর কেহই নাই ।) (২ বার)

اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ - اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ

অর্থ ঃ আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার রাসূল । (২ বার)

حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ - حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ

অর্থ ঃ নামাযের জন্য আস । (২ বার)

حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ - حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ

অর্থ ঃ কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্য আস । (২ বার)

اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ - اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ

অর্থ ঃ ঘুম হইতে নামায ভাল (২ বার)

(ইহা ফজরের আযানে অতিরিক্ত ২ বার বলিবে)

اَللّٰهُ اَكْبَرُ - اَللّٰهُ اَكْبَرُ

অর্থ ঃ আল্লাহ তা'আলা সবচেয়ে বড় (২ বার)

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

অর্থ ঃ আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত আর কোন মা'বুদ নাই ।

আযান শেষে নিম্নের দু'আ পড়িবে ঃ

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلٰوةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدَا الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَا الَّذِىْ وَعَدْتَّهٗ -

অর্থ ঃ আল্লাহ! নামাযের এই পুরোপুরি দাওয়াত (আহবান) ও উপস্থিত নামাযের প্রভু! মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অসীলা নামক উচ্চাসন ও বুযুর্গী (সম্মান) দান করুন! এবং আপনার ওয়াদাকৃত সুপারিশের প্রশংসনীয় স্থানে তাঁহাকে স্থান দান করুন।

হাদীস শরীফে আছে "যেই ব্যক্তি আযানের শব্দ শুনিবার পর (বা নিজে আযান দিয়া) এই দু'আটি একবার পাঠ করিবে, কেয়ামতের দিন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর পক্ষে তাহার জন্য সুপারিশ করা (মেহেরবানী স্বরূপ) আবশ্যক হইয়া পড়িবে।"

আযানের জবাব ঃ

আযান শুনিলে মুআযযিন যাহা বলিবে, শ্রোতা আস্তে আস্তে তাহাই বলিবে। কিন্তু حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةْ ও حَيَّ عَلَى الْفَلَاحْ এর উত্তরে বলিবে لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলার সাহায্য ব্যতীত কোন শক্তি ও সামর্থ নাই।

ফজরের আযানের সময় মুআযযিন যখন বলিবে اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ-

তখন শ্রোতা বলিবে - صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ

অর্থ ঃ সত্য বলিয়াছ এবং নেক কাজ করিয়াছ।

ইকামাত ঃ

ফরয নামায শুরু করিবার পূর্বে ইকামাত বলিতে হয়। ইকামাতের বাক্যগুলি আযানের বাক্যের ন্যায়ই বলিবে। কিন্তু ইকামাতের বাক্যগুলি তাড়াতাড়ি বলিতে হইবে। এবং حَيَّ عَلَى الْفَلَاحْ বলিবার পর قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ (অর্থ নিশ্চয়ই নামায আরম্ভ হইয়াছে।) দুইবার বলিবে।

নামাযের নিয়ত

নিয়ত দিলের ইরাদাকে বলে। যেমন আমি দাঁড়াইয়া ফজরের দুই রাকাত ফরযের ইরাদা করিলাম। এই ইচ্ছাটুকু না থাকিলে, এমনিভাবে নামায পড়িলে, নামায আদায় হইবে না। প্রচলিত আরবী নিয়তের কোন প্রয়োজন নাই। বরং অনেক সময় দেখা যায়, যাহারা আলেম নন, নিয়ত আরবী দ্বারা করার দরুন তাহাদের তাকবীরে তাহরীমাহ্ ফউত হইয়া (ছুটিয়া) যায়, যাহা অতি ফজিলতের জিনিস। আর অর্থ না বুঝার দরুন বহু রকমের ভুল করিয়া বসে। যেহেতু আমাদের ভাষা বাংলা, আর বাংলা বলিলেও নিয়ত হইয়া যায়। তাহা হইলে কেহ যদি দিলের ইচ্ছার সাথে সাথে মুখেও বলিতে চায়, তবে বাংলার ভাষা এইরূপ বলিবে, যথা ঃ আমি যোহরের চার রাকাত ফরয নামায পড়িতেছি। আর (ইমামের পিছনে হইলে) এই ইমামের একতেদা করিলাম।

তাকবীরে তাহরীমাহ্ ঃ

اَللّٰهُ اَكْبَرُ

অর্থ ঃ আল্লাহ সবচেয়ে বড়।

ছানা ঃ

سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَا اِلٰـهَ غَيْرُكَ

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! আমি তোমারই পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি তোমার প্রশংসার সহিত, বরকতময় তোমার নাম। সুউচ্চ তোমার মহিমা। এবং তুমি ভিন্ন কোন মা'বুদ নাই।

রুকুর তাসবীহ্ ঃ

سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ

অর্থ ঃ আমার মহান প্রতিপালকের পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি।

রুকু হইতে উঠিবার সময়ের তাসবীহ্ ঃ

سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ ـ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ -

অর্থ ঃ যে আল্লাহর প্রশংসা করিয়াছে, আল্লাহ তাহার প্রশংসা কবুল করিয়াছেন। হে আমাদের প্রতিপালক সকল প্রশংসা তোমারই।

সেজদার তাসবীহ্ ঃ

سُبْحَا[illegible] الْاَعْلٰى-

অর্থ ঃ আমার মহান প্রতিপালকের পবিত্রতা বর্ণ[illegible]ছি।

তাশাহ্হুদ ঃ

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَو[illegible]لطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ

وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ -

অর্থ ঃ সমস্ত মৌখিক ইবাদত, সমস্ত শারীরিক ইবাদত এবং সমস্ত পবিত্র বিষয় আল্লাহ তা'আলার জন্য। হে নবী! আপনার উপর শান্তি ও তাহার বরকতসমূহ নাযিল হউক। আমাদের প্রতি ও আল্লাহ তা'আলার নেক বান্দাদের প্রতি তাঁহার শান্তি বর্ষিত হউক। আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত আর কোন মা'বুদ নাই। আমি আরও সাক্ষ্য দিতেছি যে, হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার বান্দা ও রাসূল।

দরূদ শরীফ ঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى

اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ-

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ -

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তুমি রহমত বর্ষণ কর মুহাম্মদের (সা.) প্রতি ও তাঁহার পরিবার পরিজনের প্রতি, যেমন রহমত বর্ষণ করিয়াছ ইবরাহীম আ. এর প্রতি ও তাঁহার পরিবার পরিজনের প্রতি। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসিত ও সম্মানিত। হে আল্লাহ! তুমি বরকত নাযিল কর মুহাম্মদের সা. প্রতি ও তাঁহার পরিবার পরিজনের প্রতি, যেমন বরকত নাযিল করিয়াছ ইবরাহীম আ. এর প্রতি ও তাঁহার পরিবার পরিজনের প্রতি। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসিত ও সম্মানিত।

দু'আয়ে মা-সূরাহ্ ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِىْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ فَاغْفِرْلِىْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِىْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ -

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি আমার আত্মার উপর অসংখ্য জুলুম করিয়াছি এবং তুমি ব্যতীত পাপসমূহ ক্ষমা করিবার আর কেহই নাই। অতএব আমাকে ক্ষমা কর তোমার নিজের পক্ষ হইতে এবং আমাকে দয়া কর। নিশ্চয়ই তুমি ক্ষমাশীল, দয়াবান।

সালাম ঃ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ

অর্থ ঃ তোমাদের উপর শান্তি এবং আল্লাহর রহমত নাযিল হউক।

সালাম ফিরানোর পর নিম্নলিখিত দু'আসমূহ হাদীসে বর্ণিত আছে-

اَسْتَغْفِرُ اللهَ - اَسْتَغْفِرُ اللهَ - اَسْتَغْفِرُ اللهَ

অর্থ ঃ আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা চাহিতেছি।

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ (مشكوة صـ ٨٨)

অর্থ ঃ হে আল্লাহ তুমি শান্তিময় এবং তোমা হইতেই শান্তি, তুমি বরকতময় হে প্রতাপ ও সম্মানের অধিকারী।

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ –

অর্থ ঃ আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত আর কোন মা'বুদ নাই। তিনি একক তাঁহার কোন অংশীদার নাই। তাঁহারই (এই মহাবিশ্বের) রাজত্ব তাঁহারই প্রশংসা এবং তিনি সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান। হে আল্লাহ! তুমি যাহা দিতে চাও, তাহা কেহ ফিরাইতে পারে না এবং তুমি যাহা ফিরাইতে চাও, তাহা কেহ দিতে পারে না। আর কোন সম্পদশালীর সম্পদই তোমা হইতে তাহাকে রক্ষা করিতে পারে না। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত - ৮৮)

তাসবীহ্ ঃ

سُبْحَانَ اللّٰهِ ৩৩ বার, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ৩৩ বার, اَللّٰهُ اَكْبَرُ ৩৪ বার।

মুনাজাত ঃ

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ- وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ –

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদিগকে দুনিয়াতে কল্যাণ দান কর এবং আখেরাতেও (কল্যাণ দান কর) এবং আমাগিদকে দোযখের আযাব হইতে রক্ষা কর। আল্লাহ্ তাঁহার সৃষ্টির সেরা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর এবং তাঁহার পরিবার পরিজন ও সাহাবায়ে কিরামের উপর রহমত নাযিল করেন।

দু'আয়ে কুনূত

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِىْ
عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ
اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّىْ وَنَسْجُدُ وَاِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ
وَنَرْجُوْ رَحْمَتَكَ وَنَخْشٰى عَذَابَكَ اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ-

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! আমরা তোমার নিকট সাহায্য ভিক্ষা করিতেছি এবং তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি এবং তোমার উপর ঈমান আনিতেছি এবং তোমার উপর ভরসা করিতেছি। তোমার উত্তম প্রশংসা করিতেছি এবং (চিরকাল) তোমার শুকরগুজারী করিব, কখনও তোমার নাশুকরী বা কুফরী করিব না। তোমার নাফরমানী যাহারা করে (তাহাদের সহিত আমরা কোন সম্পর্কও রাখিব না।) তাহাদের আমরা পরিত্যাগ করিয়া চলিব। হে আল্লাহ! আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করিব, (অন্য কাহারও ইবাদত করিব না।) একমাত্র তোমার জন্য নামায পড়িব, একমাত্র তোমাকেই সেজদা করিব, (তুমি ব্যতীত আর কাহারও জন্য নামায পড়িব না বা অন্য কাহাকেও সেজদা করিব না।) এবং একমাত্র তোমার আদেশ পালন ও তাবেদারীর জন্য সর্বদা (দৃঢ় মনে) প্রস্তুত আছি। (সর্বদা) তোমার রহমতের আশা এবং তোমার আযাবের ভয় অন্তরে রাখি। (যদিও) তোমার

আসল আযাব নাফরমানদের উপরই হইবে। (তথাপি আমরা সেই আযাবের ভয়ে কম্পমান থাকি।)

মাসআলা ঃ বিতরের নামের তৃতীয় রাকাতে কিরাআতের পর তাকবীরের সহিত হাত উঠাইয়া হাত বাঁধা অবস্থায় রুকুর আগে দু'আয়ে কুনূত পড়িতে হয়।

কুনূতে নাযিলাহ্

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِیْ فِیْمَنْ هَدَیْتَ وَعَافِنِیْ فِیْمَنْ عَافَیْتَ وَتَوَلَّنِیْ فِیْمَنْ
تَوَلَّیْتَ وَبَارِكْ لِیْ فِیْمَا اَعْطَیْتَ وَقِنِیْ شَرَّمَا قَضَیْتَ اِنَّكَ تَقْضِیْ
وَلاَ یُقْضٰی عَلَیْكَ وَاِنَّهٗ لَا یَذِلُّ مَنْ وَّالَیْتَ وَلاَ یَعِزُّ مَنْ عَادَیْتَ
تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَیْتَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوْبُ اِلَیْكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا
وَلِلْمُؤْمِنِیْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِیْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَاَلِّفْ بَیْنَ
قُلُوْبِهِمْ وَاَصْلِحْ ذَاتَ بَیْنِهِمْ وَانْصُرْهُمْ عَلٰی عَدُوِّكَ وَعَدُوِّهِمْ
اَللّٰهُمَّ الْعَنِ الْكَفَرَةَ الَّذِیْنَ یَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِیْلِكَ وَیُكَذِّبُوْنَ رُسُلَكَ
وَیُقَاتِلُوْنَ اَوْلِیَائَكَ اَللّٰهُمَّ خَالِفْ بَیْنَ كَلِمَتِهِمْ وَزَلْزِلْ اَقْدَامَهُمْ
وَاَنْزِلْ بِهِمْ بَأْسَكَ الَّذِیْ لَا تَرُدُّهٗ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِیْنَ-

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! হেদায়েত কর আমায়, যাহাদের তুমি হেদায়েত করিয়াছ তাহাদের সাথে। শান্তি-স্বস্তি দান কর আমায়, যাহাদের তুমি

শান্তি-স্বস্তি দান করিয়াছ তাহাদের সাথে। অভিভাবকত্ব গ্রহণ কর আমার, যাহাদের তুমি অভিভাবকত্ব গ্রহণ করিয়াছ তাহাদের সাথে। বরকত দান কর আমায়, যাহা তুমি দান করিয়াছ আমায় তাহাতে এবং রক্ষা কর আমায় উহার অনিষ্ট হইতে, যাহা তুমি নির্ধারণ করিয়াছ (আমার জন্য)। কেননা তুমি নির্দেশ দান কর, তোমার উপর নির্দেশ দান করা চলে না। বস্তুত সে ব্যক্তি অপমানিত হয় না, যাহাকে তুমি মিত্র ভাবিয়াছ। আর সম্মানিত হয় না সেই ব্যক্তি, যাহাকে তুমি শত্রু ভাবিয়াছ। বরকতময় তুমি হে আমাদের প্রতিপালক! আর তুমিই সুউচ্চ। আমরা তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তোমার দিকে রুজু হই। হে আল্লাহ! ক্ষমা কর আমাদেরকে এবং মুমিন নর ও মুমিন নারীদেরকে আর মুসলমান নর ও মুসলমান নারীদেরকে তাহাদের অন্তরসমূহ জুড়িয়া দাও আর তাহাদের মাঝে মীমাংসা করিয়া দাও। সাহায্য কর তাহাদেরকে তোমার শত্রু ও তাহাদের শত্রুর বিরুদ্ধে। হে আল্লাহ! লানত বর্ষণ কর কাফেরদের প্রতি, যাহারা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তোমার পথে এবং অস্বীকার করে তোমার রাসূলদেরকে আর যুদ্ধবিগ্রহ করে তোমার অলীদের সাথে। হে আল্লাহ! বিভেদ সৃষ্টি করিয়া দাও তাহাদের কথার মাঝে এবং কম্পন সৃষ্টি করিয়া দাও তাহাদের পদযুগলে আর নাযিল কর তোমার এমন শাস্তি যাহা তুমি অপরাধীগণ হইতে অপসারণ কর না।

মাসআলা ঃ মুসলমানদের উপর ব্যাপকভাবে কোন মুসীবত আসিলে ফজরের নামাযে দ্বিতীয় রাকাতে রুকুর পর দাঁড়ান অবস্থায় কুনূতে নাযিলাহ্ পাঠ করিতে হয়।

সূরা ফাতিহা

(মক্কাবতীর্ণ)

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

অর্থ ঃ আমি আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি, অভিশপ্ত শয়তান হইতে।

আয়াত-৭	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ	রুকু-১

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝١ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝٢

مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝٣ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝٤

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝٥ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ

عَلَيْهِمْ ۝٦ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝٧

(পরম দয়ালু দয়াময় আল্লাহর নামে শুরু করিতেছি।)

১। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি সমস্ত জগৎসমূহের সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা, পালনকর্তা।

২। যিনি দয়াময়, যিনি অত্যন্ত দয়ালু, যিনি বড় মেহেরবান।

৩। যিনি কর্মফলের নির্ধারিত দিনের একচ্ছত্র মালিক, একচ্ছত্র অধিপতি।

৪। আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করিতেছি এবং একমাত্র তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি।

৫। দেখাও আমাদেরকে সঠিক সংক্ষেপ সুদৃঢ় পথ।

৬। তাঁদের পথে (যাদেরকে) তুমি নেয়ামত দান করিয়াছ। যাঁরা তোমার অনুগ্রহের পাত্র হইয়াছেন।

৭। যাঁহারা তোমার ক্রোধানলে পতিত হইয়াছে বা বিপদগামী হইয়াছে, তাহাদের পথে আমাদের যাইতে দিও না।

হে আল্লাহ! তুমি আমাদের এ প্রার্থনা কবূল কর।

সূরা ফীল

(মক্কাবতীর্ণ)

আয়াত- ৫ | بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ | রুকু-১

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ ⓵ اَلَمْ يَجْعَلْ

كَيْدَهُمْ فِيْ تَضْلِيْلٍ ⓶ وَّاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ ⓷

تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ ⓸ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاْكُوْلٍ ⓹

(পরম দয়ালু দয়াময় আল্লাহর নামে শুরু করিতেছি।)

১। তুমি কি দেখ নাই তোমার প্রভু হাতীওয়ালাদের সহিত কিরূপ কঠোর ব্যবহার করিয়াছেন?

২। তিনি কি তাহাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিয়া দেন নাই?

৩। এবং তিনি তাহাদের বিরুদ্ধে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি পাঠান।

৪। পাখির দল তাহাদের উপর প্রস্তর-কঙ্কর নিক্ষেপ করিতে থাকে।

৫। অতপর তিনি তাহাদিগকে চর্বিত তৃণ ভূসির ন্যায় করিয়াছেন।

সূরা কুরাইশ

(মক্কাবতীর্ণ)

আয়াত- ৪ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ রুকু-১

لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ ۝١ اٖلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ ۝٢ فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ ۝٣ الَّذِيْٓ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ ۙ وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ۝٤

(পরম দয়ালু দয়াময় আল্লাহর নামে শুরু করিতেছি।)

১। যেহেতু কুরাইশদের (আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক) আগ্রহ আছে।

২। আগ্রহ আছে তাহাদের শীত ও গ্রীষ্মের বাণিজ্য যাত্রার।

৩। সুতরাং একান্ত কর্তব্য যে, তাহারা ইবাদত করুক এই কাবা ঘরের মালিকের।

৪। যিনি এই ঘরের উসিলায় তাহাদিগকে ক্ষুধায় আহার দান করিয়াছেন এবং ভয়-ভীতি হইতে নিরাপদ করিয়াছেন।

সূরা মাঊন

(মক্কাবতীর্ণ)

আয়াত- ৭ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ রুকু-১

(পরম দয়ালু দয়াময় আল্লাহর নামে শুরু করিতেছি ।)

১ । তুমি কি দেখিয়াছ তাহাকে, যে ধর্ম-কর্মফলকে অস্বীকার করে?

২ । তবে সে ঐ ব্যক্তি, যে ইয়াতীমকে ধাক্কা দিয়া তাড়াইয়া দেয় ।

৩ । এবং গরীব মিসকীনদের খোরাকীর জন্য উৎসাহ প্রদান করে না ।

৪ । ভীষণ সর্বনাশ সেই সব নামাযীদের জন্য ।

৫ । যাহারা নিজেদের নামায থেকে উদাসীন ।

৬ । যাহারা তা (নামায) লোক দেখানোর জন্য করে ।

৭ । এবং (যাকাত বা কাজকর্মে) সামান্য জিনিস দানে বিরত থাকে ।

সূরা কাউসার

(মক্কাবতীর্ণ)

আয়াত- ৩ | بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ | রুকু-১

إِنَّا أَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ ﴿١﴾ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴿٢﴾ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ﴿٣﴾

(পরম দয়ালু দয়াময় আল্লাহর নামে শুরু করিতেছি ।)

১ । নিশ্চয়ই আমি আপনাকে কাওসার দান করিয়াছি ।

২ । অতএব আপনার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে নামায পড়ুন এবং কোরবানী করুন ।

৩ । নিশ্চয় আপনার শত্রুই নির্বংশ

সূরা কাফিরূন

(মক্কাবতীর্ণ)

আয়াত- ৬ بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ রুকু-১

قُلۡ یٰۤاَیُّهَا الۡكٰفِرُوۡنَ ۙ﴿۱﴾ لَاۤ اَعۡبُدُ مَا تَعۡبُدُوۡنَ ۙ﴿۲﴾
وَ لَاۤ اَنۡتُمۡ عٰبِدُوۡنَ مَاۤ اَعۡبُدُ ۚ﴿۳﴾ وَ لَاۤ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدۡتُّمۡ ۙ﴿۴﴾ وَ
لَاۤ اَنۡتُمۡ عٰبِدُوۡنَ مَاۤ اَعۡبُدُ ؕ﴿۵﴾ لَكُمۡ دِیۡنُكُمۡ وَلِیَ دِیۡنِ ﴿۶﴾

(পরম দয়ালু দয়াময় আল্লাহর নামে শুরু করিতেছি।)

১। আপনি বলুন হে কাফেরগণ!

২। আমি তাহার ইবাদত করি না, যাহার ইবাদত তোমরা কর।

৩। এবং তোমরাও তাঁহার ইবাদতকারী নও, যাঁহার ইবাদত আমি করি।

৪। এবং ভবিষ্যতেও আমি তাঁহার ইবাদতকারী নহি, যাহার ইবাদত তোমরা করিয়া থাক।

৫। এবং তোমরাও তাঁহার ইবাদতকারী নও, যাঁহার ইবাদত আমি করি।

৬। তোমাদের ধর্ম ও কর্মফল তোমাদের, আমার ধর্ম ও কর্মফল আমার।

সূরা নাস্‌র

(মদীনাবতীর্ণ)

আয়াত- ৩ | بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ | রুকু-১

إِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ﴿١﴾ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ أَفْوَاجًا ﴿٢﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴿٣﴾

পরম দয়ালু দয়াময় আল্লাহর নামে শুরু করিতেছি

১। যখন আল্লাহর সাহায্য ও জয়লাভ আসিবে।

২। এবং আপনি লোকদিগকে আল্লাহর দীনের মধ্যে দলে দলে প্রবেশ করিতে দেখিবেন।

৩। তখন আপনি আপনার প্রতিপালকের প্রশংসার সাথে তাঁহার পবিত্রতা ঘোষণা করিবেন এবং তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন। নিশ্চয়ই তিনি তওবা কবুলকারী ক্ষমাশীল।

সূরা লাহাব

(মক্কাবতীর্ণ)

আয়াত- ৫ | بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ | রুকু-১

تَبَّتْ يَدَآ أَبِيْ لَهَبٍ وَّتَبَّ ﴿١﴾ مَآ أَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ ﴿٢﴾ سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ﴿٣﴾ وَّامْرَأَتُهٗ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ﴿٤﴾ فِيْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ﴿٥﴾

(পরম দয়ালু দয়াময় আল্লাহর নামে শুরু করিতেছি ।)

১। ধ্বংস হোক আবু লাহাবের হস্তদ্বয় এবং ধ্বংস হোক সে (নিজেও)।

২। তাহার কোন কাজে আসে নাই তাহার পৈত্রিক সম্পত্তি এবং সে যা অর্জন করিয়াছে।

৩। অতি শীঘ্রই সে পতিত হইবে লেলিহান আগুনের মধ্যে।

৪। এবং তাহার স্ত্রীও, যে ইন্ধন বহন করে।

৫। তাহার গলদেশে খর্জুরের পাকানো (খসখসে) শক্ত রশি।

সূরা ইখলাছ

(মক্কাবতীর্ণ)

আয়াত- ৪	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ	রুকু-১

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝١ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۝٢ لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ۝٣ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۝٤

পরম দয়ালু দয়াময় আল্লাহর নামে শুরু করিতেছি

১। তুমি বল, তিনি আল্লাহ (তিনি) এক।

২। তিনি আয়েব শূন্য, অভাব শূন্য।

৩। তিনি কাহাকেও জন্ম দেন নাই এবং তাঁহাকেও জন্ম দেওয়া হয় নাই।

৪। এবং তাঁহার সমতুল্য কেহই নাই।

(মদীনাবতীর্ণ)

আয়াত- ৫ | بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ | রুকু-১

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴿١﴾ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ﴿٢﴾ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ﴿٣﴾ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ ﴿٤﴾ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ﴿٥﴾

(পরম দয়ালু দয়াময় আল্লাহর নামে শুরু করিতেছি !)

১। তুমি বল আমি আশ্রয়-প্রার্থনা করিতেছি প্রভাতের পালনকর্তার নিকট।

২। তাঁহার যাবতীয় সৃষ্টি বস্তুর অনিষ্ট হইতে।

৩। এবং যাবতীয় অন্ধকারের অনিষ্ট হইতে যখন তাহা আসে।

৪। এবং উহাদের অনিষ্ট হইতে যাহারা যাদুটোনার উদ্দেশ্যে গিরার মধ্যে ফুঁক দেয়।

৫। এবং হিংসুকের অনিষ্ট হইতে যখন সে হিংসা করে।

সূরা নাস

(মদীনাবতীর্ণ)

আয়াত- ৬	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ	রুকু-১

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۙ﴿۱﴾ مَلِكِ النَّاسِ ۙ﴿۲﴾ اِلٰهِ النَّاسِ ۙ﴿۳﴾

مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۙ الْخَنَّاسِ ۙ﴿۴﴾ الَّذِيْ يُوَسْوِسُ فِيْ

صُدُوْرِ النَّاسِ ۙ﴿۵﴾ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴿۶﴾

(পরম দয়ালু দয়াময় আল্লাহর নামে শুরু করিতেছি।)

১। তুমি বল আমি আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি সমস্ত মানুষের প্রভুর নিকট।

২। সমস্ত মানুষের বাদশাহ্‌র নিকট।

৩। সমস্ত মানুষের মা'বুদের নিকট।

৪। অস্‌অসা (খারাপ খেয়াল) আনয়নকারী খান্নাসের (পলায়নকারীর) অনিষ্ট হইতে।

৫। যে মানুষের অন্তরের মধ্যে অস্‌অসা (কু-ভাব ও কু-চিন্তা) আনয়ন করে।

৬। (অসঅসা আনয়নকারী) জ্বীন-জাতি হউক আর মানুষ-জাতি হউক।

হাদীস শরীফ

হাদীসঃ হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাহা বলিয়াছেন বা নিজে করিয়াছেন অথবা সাহাবায়ে কেরামদেরকে করিতে দেখিয়া নিষেধ করেন নাই, তাহাই হাদীস।

اَخْلِصْ دِيْنَكَ يَكْفِيْكَ الْعَمَلُ الْقَلِيْلُ – (ترغيب عن حاكم)

১। তোমার ঈমানকে খাঁটি কর, অল্প আমলই নাজাতের জন্য যথেষ্ট হইবে।

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهٗ – (مشكوة صـ١٨٣، عن عثمان)

২। তোমাদের মেধ্য সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি, যে কুরআন মাজীদ শিক্ষা করে এবং শিক্ষা দেয়।

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ – (عن انس، مشكوة صـ٣٤)

৩। (দ্বীনি) ইলম তলব করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয।

اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الْاِيْمَانِ – (عن ابي مالك الاشعري، مشكوة صـ٣٨)

৪। পবিত্রতা ঈমানের অঙ্গ।

مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ الصَّلٰوةُ – (عن جابر، مشكوة صـ٢٩)

৫। নামায বেহেশ্‌তের চাবি।

اَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلٰوةُ - (ترمذي صـ٩٤ باب)

৬। কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম নামাযেরই হিসাব হইবে।

فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِيْ عَلٰى اَدْنَاكُمْ -
(عن ابي امامة، مشكوة صـ٣٤)

৭। তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ছোট ব্যক্তি হইতে আমার মর্তবা যত বড়, (বে-ইলম) আবেদের চেয়ে একজন (খাঁটি) আলেমের মর্তবা তত বড়।

اَلدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةِ - (ترمذي ج٢ ص١٢٥)

৮। দু'আই ইবাদত।

مَنْ لَّمْ يَسْئَلِ اللهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ - (عن ابي هريرة، مشكوة صـ١٩٥)

৯। যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করে না; আল্লাহ তা'আলা তাহার উপর রাগান্বিত হন।

لَا يَرْحَمُ اللهُ مَنْ لَاَّ يَرْحَمُ النَّاسَ - (عن جابر بن عبد الله، مشكوة ص٤٢١)

১০। আল্লাহ তাআলা ঐ ব্যক্তির উপর রহম করেন না, যে মানুষের উপর রহম করে না।

اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِّسَانِهٖ وَيَدِهٖ - (مشكوة ص١٠، عن ابي هريرة)

১১। খাঁটি মুসলমান ঐ ব্যক্তি, যাহার হাত ও মুখ হইতে অপর মুসলমান নিরাপদ থাকে।

حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيْـئَةٍ - (عن حذيفة، مشكوة ص٤٤١)

১২। দুনিয়ার মুহাব্বাত সমস্ত গুনাহের মূল।

اِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْـخَوَاتِيْمِ - (مشكوة ص٢٠، عن سهل بن سعد)

১৩। শেষ আমলই নির্ভরযোগ্য।

تُحْفَةُ الْمُؤْمِنِ الْمَوْتُ - (مشكوة ص١٤٠، عن عبد الله بن عمرو)

১৪। ঈমানদারদের জন্য মৃত্যু উপহারস্বরূপ।

كَفَا بِالْمَرْءِ كَذِبًا اَنْ يُّحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ - (مشكوة ص٢٨، عن ابي هريرة)

১৫। যাহা শুনে তাহাই বলিতে থাকা, কোন ব্যক্তির মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য ইহাই যথেষ্ট।

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ جَسَدٌ غُذِيَ بِالْحَرَامِ – (مشكوة ٢٤٣، عن ابي بكر)

১৬। হারাম ভক্ষণকারীর শরীর বেহেশতে প্রবেশ করিবে না।

بَلِّغُوْا عَنِّىْ وَلَوْ اٰيَةً – (مشكوة ص٣٢، عن عبد الله بن عمرو)

১৭। আমার পক্ষ হইতে একটি বাণী হইলেও পৌঁছাইয়া দাও।

مَنْ صَمَتَ نَجَا – (مشكوة ص٤١٣، عن عبد الله بن عمرو)

১৮। যে চুপ থাকে সে নাজাত পায়।

اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ – (مشكوة ص١١، عن عمر بن الخطاب)

১৯। সমস্ত কাজই নিয়তের উপর নির্ভর করে।

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ – (مشكوة ص٤١١، عن حذيفة)

২০। চোগলখোর (পরোক্ষ নিন্দাকারী) বেহেশতে প্রবেশ করিবে না।

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ – (مشكوة ٤١٩، عن جبير)

২১। আত্মীয়তা ছিন্নকারী বেহেশতে প্রবেশ করিবে না।

اَلظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ –(مشكوة ص٤٣٤، عن ابن عمر)

২২। যুলুম কিয়ামতের দিন ভীষণ অন্ধকার হইয়া দেখা দিবে।

اَلْغِنٰى غِنَى النَّفْسِ – (مشكة ص٤٤١، عن ابي هريرة)

২৩। প্রকৃত ধনী আত্মার ধনী।

كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ – (مشكوة ص٢٧، عن جابر)

২৪। প্রত্যেক বিদআত গুমরাহী বা পথভ্রষ্টতা।

عَمُّ الرَّجُلِ صِنْوُ اَبِيْهِ – (بخاري)

২৫। চাচা বাপের মত।

اَلْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ - (مشكوة ص٤٢٣، عن ابن عمر)

২৬। মুসলমান মুসলমানের ভাই।

اَحَبُّ الْبِلَادِ اِلَى اللهِ مَسَاجِدُهَا وَاَبْغَضُ الْبِلَادِ اِلَى اللهِ اَسْوَاقُهَا -
(مشكوة ص٦٨، عن ابي هريرة)

২৭। আল্লাহ তাআলার নিকট সবচেয়ে প্রিয় জায়গা মসজিদ এবং সবচেয়ে খারাপ জায়গা বাজার।

اِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ فَاِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ - (مشكوة ص٤٢٨، عن ابي هريرة)

২৮। হিংসা হইতে দূরে থাক। কেননা হিংসা নেকীকে ধ্বংস করিয়া দেয়। যেমন আগুন শুকনা কাঠকে।

اَكْثِرُوْا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ الْمَوْتِ - (مشكوة ص١٤١، عن ابي هريرة)

২৯। তোমরা অধিক পরিমাণে মৃত্যুকে স্মরণ কর। কেননা মৃত্যু দুনিয়ার স্বাদকে ধ্বংস করিয়া দেয়।

لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ كَلْبٌ وَلَا تَصَاوِيْرُ - (مشكوة ص٣٨٥، عن طلحة)

৩০। ঐ ঘরে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না, যেই ঘরে কুকুর বা জীবজন্তুর ছবি থাকে।

مَا اَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْاِزَارِ فِىْ النَّارِ - (مشكوة ص٣٧٣، عن ابي هريرة)

৩১। টাখনুর নিচের যেই অংশ পায়জামা বা লুঙ্গি দ্বারা ঢাকা থাকে, তাহা দোযখে যাইবে।

اَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللهِ الْمُصَوِّرُوْنَ - (مشكوة ص٣٨٥، عن ابي هريرة)

৩২। ছবি বানানো ওয়ালাগণ আল্লাহ তাআলার নিকট ভীষণ শাস্তি ভোগ করিবে।

اَنَاْ خَاتَمُ النَّبِيِّــيْنَ لَا نَبِيَّ بَعْدِىْ (ترمذي، عن عثمان)

৩৩। আমিই শেষ নবী, আমার পরে আর কোন নবী আসিবে না।

مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ فِيْ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ -

(مشكوة ص٣٢، عن ابي هريرة)

৩৪। যেই ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ গোপন রাখিবে, আল্লাহ তাআলা দুনিয়া ও আখেরাতে তাহার দোষ গোপন রাখিবেন।

لَا تَتَّخِذُوْا الْــقُبُوْرَ مَسَاجِدَ - (مشكوة ص٦٩، عن جندب)

৩৫। কবরকে সিজদা করিও না।

كُنْ فِيْ الدُّنْيَا كَاَنَّكَ غَرِيْبٌ اَوْ عَابِرُ سَبِيْلٍ - (مشكوة ص١٣١، عن ابن عمر)

৩৬। দুনিয়াতে এমনিভাবে থাকো, যেমন কোন মুসাফির বা পথিক থাকে।

اِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَــةُ الْاَنْبِــيَاءِ - (مشكوة ص٣٤، عن كثير بن قيس)

৩৭। আলেমগণই পয়গম্বরগণের ওয়ারিস (উত্তরসূরী)।

اَلدَّالُّ عَلَى الْخَــيْرِ كَفَاعِلِهٖ - (جامع صغير ص)

৩৮। যেই ব্যক্তি কোন ভাল কাজের পথ দেখায়, সে ঐ ভাল কাজ করার মত সওয়াব পায়।

زِنَا الْعَــيْنِ النَّظَرُ - (مشكوة ص٢٠، عن ابي هريرة)

৩৯। চোখের যেনা হইল, দেখা।

مَنْ يُحْرَمِ الرِّفْــقَ يُحْرَمُ الْخَــيْرَ - (مشكوة ص٤٣١، عن جرير)

৪০। যে নম্রতা হইতে বঞ্চিত, সে কল্যাণ থেকে বঞ্চিত।

لَيْسَ الشَّدِيْدُ بِالصُّرَعَةِ اِنَّمَا الشَّدِيْدُ الَّذِىْ يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ ـ (مشكوة صـ ٤٣٣، عن ابى هريرة)

(৪১) "ঐ ব্যক্তি বীর নয়, যে লোকদের কে ভূ-লুণ্ঠিত করে, বরং বীর ঐ ব্যক্তি যে ক্রোধের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে।"

اِذَالَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ ـ (مشكوة صـ ٤٣١، عن ابن مسعود)

(৪২) "যদি তোমার লজ্জা না থাকে তাহা হইলে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পার।"

اَحَبُّ الْاَعْمَالِ اِلَى اللّٰهِ اَدْوَمُهَا وَاِنْ قَلَّ ـ (مشكوة صـ ١١٠، عن عائشة)

(৪৩) "আল্লাহ তা'য়ালার নিকট ঐ আমল সবচেয়ে বেশী প্রিয়, যাহা সদা সর্বদা করা হয়, যদি ও তাহা অল্প হয়।"

اِنَّ مِنْ اَحَبِّكُمْ اِلَىَّ اَحْسَنَكُمْ اَخْلَاقًا ـ (مشكوة صـ ٤٣١، عن عبد الله بن عمرو)

(৪৪) "তোমাদের মধ্যে আমার নিকট ঐ ব্যক্তি বেশী প্রিয়, যে বেশী চরিত্রবান।"

اَلدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ ـ (مشكوة صـ ٤٣٩، عن ابى هريرة)

(৪৫) "দুনিয়া মুসলমানদের জন্য কয়েদখানা এবং কাফেরদের জন্য বেহেশ্‌তখানা।"

لَايَحِلُّ لِلرَّجُلِ اَنْ يَّهْجُرَ اَخَاهُ فَوْقَ ثَلٰثِ لَيَالٍ ـ

(مشكوة صـ ٤٢٧، عن ابى ايوب)

(৪৬) "কোন ব্যক্তির জন্য তাহার অন্য কোন ভাইয়ের সহিত তিন দিনের বেশী সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া থাকা জায়েয নাই।"

لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَّاحِدٍ مَّرَّتَيْنِ ـ (مشكوة صـ ٤٢٩، عن ابى هريرة)

(৪৭) "কোন মু'মিন একই গর্ত হইতে দুইবার দংশিত হয় না।"

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ اَسْلَمَ وَرُزِقَ كَفَافًا وَقَنَّعَهُ اللّٰهُ بِمَا اٰتَاهُ -

(مشكوة صـ٤٤١، عن عبد الله بن عمرو)

৪৮। ঐ ব্যক্তি সফল, যিনি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন এবং পরিমাণ মত তাঁহার রিযিক মিলিয়াছে। আর আল্লাহ তাআলা তাহাকে তাহার রুজীর মধ্যে সন্তুষ্টি দান করিয়াছেন।

لاَ يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يُحِبَّ لِاَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهٖ -

(بخاري، عن انس)

৪৯। তোমাদের কেহ ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুমিন হইতে পারিবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের ভাইয়ের জন্য ঐ জিনিস পছন্দ না করিবে, যাহা সে নিজে পছন্দ করে।

لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لاَّ يَاْمَنُ جَارُهٗ بَوَائِقَهٗ -

(مشكوة صـ٤٢٢، عن انس)

৫০। ঐ ব্যক্তি বেহেশতে প্রবেশ করিতে পারিবে না, যাহার প্রতিবেশী তাহার অত্যাচার হইতে নিরাপদ নয়।

لاَ تَبَاغَضُوْا وَلاَ تَحَاسَدُوْا وَلاَ تَدَابَرُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا -

(رواه البخاري صـ٨٩٦، عن انس)

৫১। পরস্পর দুশমনি করিও না। পরস্পর হিংসাপোষণ করিও না। একে অন্যের ছিদ্রান্বেষণ করিও না। আল্লাহ তাআলার বান্দাহ্ সকলেই ভাই ভাই হইয়া যাও।

اِنَّ الْاِسْلاَمَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهٗ وَاِنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا وَاِنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهٗ -

(مشكوة صـ١٤، عن عمرو بن العاص)

৫২। ইসলাম ঐ সমস্ত গুনাহসমূহ নিশ্চিহ্ন করিয়াদেয়, যাহা ইসলামের পূর্বে করা হইয়াছে। হিজরত ঐ সমস্ত গুনাহসমূহ নিশ্চিহ্ন করিয়া দেয়, যাহা হিজরতের পূর্বে করা হইয়াছে এবং হজ্ব ঐ সমস্ত গুনাহসমূহ নিশ্চিহ্ন করিয়া দেয়, যাহা হজ্বের পূর্বে করা হইয়াছে।

اَلْكَبَائِرُ اَلْاِشْرَاكُ بِاللهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ - (مشكوة صـ١٦، عن عمرو بن العاص)

৫৩। কবীরা গুনাহ হইল, আল্লাহ তাআলার সহিত কাহাকেও শরীক করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া, অন্যায়ভাবে কাহাকেও হত্যা করা এবং মিথ্যা সাক্ষী দেওয়া।

لَتُسَوُّنَّ صُفُوْفَكُمْ اَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوْهِكُمْ - (مشكوة صـ٩٨، عن النعمان)

৫৪। (নামাযের) কাতার সোজা কর, নতুবা আল্লাহ তাআলা তোমাদের চেহারা পরিবর্তন করিয়া দিবেন।

اَبْغَضُ الرِّجَالِ اِلَى اللهِ الْاَلَدُّ الْخَصِمُ - (بخاري صـ٣٣٢، عن عائشة)

৫৫। বিবাদ সৃষ্টিকারী ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার নিকট সবচেয়ে বেশী ঘৃণিত।

مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلٰى مُعْسِرٍ يَسَّرَاللهُ عَلَيْهِ فِيْ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ فِيْ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاللهُ فِيْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِيْ عَوْنِ اَخِيْهِ - (مشكوة صـ٣٢، عن ابي هريرة)

৫৬। যেই ব্যক্তি দুনিয়াতে কোন মুসলমানের মুসীবত দূর করিবে, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তাহার মুসীবত দূর করিবেন। যেই ব্যক্তি কোন গরীব লোকের প্রতি অনুগ্রহ করিবে আল্লাহ তাআলা দুনিয়া ও আখিরাতে তাহার উপর অনুগ্রহ করিবেন। যেই ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ গোপন রাখিবে, আল্লাহ তাআলা দুনিয়া ও আখিরাতে তাহার দোষ

গোপন রাখিবেন। যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দাহ্ তাহার কোন মুসলমান ভাইয়ের সাহায্যে লাগিয়া থাকিবে, আল্লাহ তাআলা তাহার সাহায্যে লাগিয়া থাকিবেন।

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَشْرًا- (مشكوة صـ٨٦ ، عن ابي هريرة)

৫৭। যেই ব্যক্তি একবার আমার উপর দরূদ পাঠ করে, আল্লাহ তাআলা তাহার উপর দশবার রহমত পাঠান।

مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللّٰهُ لَهٗ بِهٖ طَرِيْقًا اِلَى الْجَنَّةِ-

(مشكوة صـ٣٢ ، عن ابي هريرة)

৫৮। যেই ব্যক্তি ইলমে দ্বীন শিক্ষার উদ্দেশ্যে কিছু পথ অতিক্রম করিবে, তাহার ঐ পথ অতিক্রম করার দ্বারা আল্লাহ তাআলা তাহার জন্য বেহেশতের পথ সহজ করিয়া দিবেন।

تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَالْقُرْاٰنَ وَعَلِّمُوا النَّاسَ فَاِنِّيْ مَقْبُوْضٌ-

(مشكوة صـ٣٨ ، عن ابي هريرة)

৫৯। তোমরা ফরয এবং কুরআন মাজীদ শিক্ষা কর এবং লোকদিগকে শিক্ষা দাও, আমি চিরকাল থাকিব না।

سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَقِتَالُهٗ كُفْرٌ - (مشكوة صـ٤١١ ، عن ابن مسعود)

৬০। মুসলমানকে গালি দেওয়া ফাসেকী এবং হত্যা করা কুফরী।

اِزْهَدْ فِى الدُّنْيَا يُحِبُّكَ اللّٰهُ وَازْهَدْ فِيْمَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسُ -

(مشكوة صـ٤٤٢ . عن سهل بن سعد)

৬১। দুনিয়ার (মোহ) হইতে পরহেজ কর। তাহা হইলে আল্লাহ তাআলা ভালবাসিবেন। আর মানুষের নিকটে যাহা আছে তাহা হইতে পরহেজ কর, তবে তোমাকে মানুষ ভালবাসিবে।

اَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ اِيْمَانًا اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا -

(مشكوة صـ٤٣٢ ، عن ابي هريرة)

৬২। মুমিনদের মধ্যে পরিপূর্ণ ঈমানদার ঐ ব্যক্তি, যিনি অধিক চরিত্রবান।

اَلْمَرْأَةُ اِذَا صَلَّتْ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَاَحْصَنَتْ فَرْجَهَا وَاَطَاعَتْ بَعْلَهَا فَلْتَدْخُلْ مِنْ اَيِّ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَائَتْ - (مشكوة صـ٢٨١، عن انس)

৬৩। যে স্ত্রীলোক পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করিবে এবং রমযান মাসের রোযা রাখিবে এবং লজ্জাস্থানের হেফাজত করিবে, এবং স্বামীর এতাআত করিবে, তবে সে বেহেশতের যে কোন দরজায় ইচ্ছা প্রবেশ করিতে পারিবে। (জান্নাতের আটটি দরজার যে কোন দরজা দিয়া বিনা দ্বিধায় প্রবেশ করিতে পারিবে।)

اَيُّ اِمْرَأَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتِ الْجَنَّةَ -

(مشكوة صـ٢٨١ ، عن ام سلمة)

৬৪। যেই স্ত্রীলোকের মৃত্যু এমনাবস্থায় হইবে যে, তাহার স্বামী তাহার উপর সন্তুষ্ট ছিলেন, সে বেহেশতী।

مَنْ جَمَعَ بَيْنَ صَلٰوتَيْنِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَقَدْ اَتٰى بَابًا مِنْ اَبْوَابِ الْكَبَائِرِ - (ترمذي صـ٤٨، عن ابن عباس)

৬৫। যেই ব্যক্তি বিনা ওজরে দুই ওয়াক্ত নামাযকে একত্রে আদায় করে, সে কবীরা গুনাহের দরজাসমূহের একটিতে পদার্পণ করিল।

আসমায়ে হুসনার অর্থসমূহ

هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য (উপাসনার উপযুক্ত) নাই।

اَلرَّحْمٰنُ তিনি দয়াময়।

اَلرَّحِيْمُ তিনি অত্যন্ত দয়ালু।

اَلْمَلِكُ তিনি বাদশাহ।

اَلْقُدُّوْسُ তিনি পবিত্র, তিনি সম্পূর্ণ নিষ্কলঙ্ক।

اَلسَّلَامُ তিনি শান্তিময়, তিনিই একমাত্র শান্তিদাতা।

اَلْمُؤْمِنُ তিনিই একমাত্র বিপদ হরণকারী, নিরাপত্তা বিধানকারী।

اَلْمُهَيْمِنُ তিনিই একমাত্র রক্ষণাবেক্ষণকারী।

اَلْعَزِيْزُ তিনিই একমাত্র সর্বশক্তিমান, সকলের উপর জয়লাভকারী।

اَلْجَبَّارُ তিনিই একমাত্র সর্বশক্তিমান, সকলের উপর তাঁহার সর্বপ্রকার ক্ষমতা বিদ্যমান।

اَلْمُتَكَبِّرُ তিনিই একমাত্র সর্বাপেক্ষা বড় ও মহান।

اَلْخَالِقُ তিনিই একমাত্র সকল জগতের সৃষ্টিকর্তা।

اَلْبَارِئُ তিনিই একমাত্র যাবতীয় আত্মার সৃষ্টিকর্তা।

اَلْمُصَوِّرُ তিনিই একমাত্র যাবতীয় আকৃতি এবং প্রকৃতির সৃষ্টিকর্তা।

اَلْغَفَّارُ তিনিই ক্ষমাশীল, তিনি অসীম ক্ষমাকারী।

اَلْقَهَّارُ তিনিই একমাত্র সর্বশক্তিমান, সকলের উপর তাঁহার ক্ষমতা চলে।

اَلْوَهَّابُ তিনিই দাতা, অসীম তাঁহার দান।

اَلرَّزَّاقُ তিনিই একমাত্র সকলের রুজি ও আহারদাতা।

اَلْفَتَّاحُ তিনিই একমাত্র জয়দাতা।

اَلْعَلِيْمُ তিনিই সর্বজ্ঞ।

اَلْقَابِضُ তিনিই একমাত্র আয়ত্বকারী।

اَلْبَاسِطُ তিনিই একমাত্র প্রশস্তকারী।

اَلْخَافِضُ তিনিই একমাত্র অবনতকারী।

اَلرَّافِعُ তিনিই একমাত্র উন্নতিদানকারী।

اَلْمُعِزُّ তিনিই সম্মান দানকারী।

اَلْمُذِلُّ তিনিই অপমান দানকারী।

اَلسَّمِيْعُ তিনিই সর্বশ্রোতা।

اَلْبَصِيْرُ তিনিই সর্বদর্শী।

اَلْحَكَمُ তিনিই একমাত্র বিচার ও বিধানকারী।

اَلْعَدْلُ তিনিই ন্যায় বিচারকারী।

اَللَّطِيْفُ তিনিই সূক্ষ্ম দয়ালু, সূক্ষ্ম বিষয় অবগতকারী, সূক্ষ্ম বিচারকারী ও তদবীরকারী।

اَلْخَبِيْرُ তিনিই সব কিছু জানেন।

اَلْحَلِيْمُ তিনি অত্যন্ত ধৈর্যশীল এবং সহিষ্ণু।

اَلْعَظِيْمُ তিনিই অতি মহান, তিনিই বিরাট এবং বিশাল।

اَلْغَفُوْرُ তিনিই ক্ষমাশীল।

اَلشَّكُوْرُ তিনি সমাদরকারী এবং যথাযথ মূল্যায়নকারী।

اَلْعَلِىُّ তিনিই অতি মহান, তিনিই সকলের বড়।

اَلْكَبِيْرُ তিনি অতি বড়।

اَلْحَفِيْظُ তিনি রক্ষাকারী।

اَلْمُقِيْتُ তিনি একাই সকলকে আহার ও অন্নদানকারী।

اَلْحَسِيْبُ তিনি হিসাব রক্ষাকারী এবং গ্রহণকারী।

اَلْجَلِيْلُ তিনি অত্যন্ত মর্যাদাশীল।

اَلْكَرِيْمُ তিনি অত্যন্ত সম্মানী এবং অত্যন্ত দানশীল।

اَلرَّقِيْبُ তিনি সকলের নিরীক্ষণকারী।

اَلْمُجِيْبُ তিনি সকলের দরখাস্ত এবং প্রার্থনাগ্রহণকারী।

اَلْوَاسِعُ তিনিই অসীম, অপরিসীম তাঁহার দান এবং জ্ঞানের ভাণ্ডার।

اَلْحَكِيْمُ তিনি মঙ্গলময়, তাঁহার সব কাজই মঙ্গলপূর্ণ।

اَلْوَدُوْدُ তিনি অত্যন্ত স্নেহময় এবং প্রেমময়।

اَلْمَجِيْدُ তিনি অত্যন্ত মর্যাদাশীল।

اَلْبَاعِثُ তিনি সকলকে হিসাব-নিকাশের জন্য পুনরায় জীবিতকারী।

اَلشَّهِيْدُ তিনি সর্বদা বিদ্যমান, সর্বদা উপস্থিত।

اَلْحَقُّ তিনিই সত্য।

اَلْوَكِيْلُ তিনি সকলের সব কাজের সমাধানকারী।

اَلْقَوِىُّ তিনি অপরিমেয় শক্তিশালী।

اَلْمَتِيْنُ তিনি অত্যন্ত মজবুত সুদৃঢ় ।

اَلْوَلِىُّ তিনি প্রকৃত বন্ধু এবং তত্ত্বাবধানকারী ।

اَلْحَمِيْدُ তিনি একমাত্র সর্বপ্রশংসিত এবং সর্বতোভাবে প্রশংসিত ।

اَلْمُحْصِى তিনিই সকলের সংখ্যা ও গণনা রক্ষাকারী ।

اَلْمُبْدِئُ তিনিই আদি সৃষ্টিকারী ।

اَلْمُعِيْدُ তিনিই পুনরায় সৃষ্টিকারী ।

اَلْمُحْيِىْ তিনিই জীবনদানকারী ।

اَلْمُمِيْتُ তিনিই মৃত্যুদানকারী ।

اَلْحَىُّ তিনিই চিরঞ্জীব, অনাদি অনন্ত ।

اَلْقَيُّوْمُ তিনিই বিশ্ব সত্তার কারক ও ধারক, প্রত্যেকটি অস্তিত্ববান বস্তুর অস্তিত্ব রক্ষাকারী ।

اَلْوَاجِدُ তিনিই ধনী, তাঁহার ভাণ্ডারে সব কিছু আছে, কোন কিছুরই অভাব তাঁহার নাই ।

اَلْمَاجِدُ তিনিই অত্যন্ত মর্যাদাশীল ।

اَلْوَاحِدُ তিনিই এক, অদ্বিতীয় ।

اَلْاَحَدُ তিনিই এক, অখণ্ডনীয় ।

اَلصَّمَدُ তাঁহার কোন অভাব নেই, তিনিই সকলের সকল অভাব পূরণকারী ।

اَلْقَادِرُ তিনিই সর্বশক্তিমান ।

اَلْمُقْتَدِرُ তিনিই সর্বময় ক্ষমতাবান ।

اَلْمُقَدِّمُ তিনি উন্নতিদাতা, তিনিই পূর্বের হিসাব গ্রহণকারী ।

اَلْمُؤَخِّرُ তিনি অবনতিদাতা, তিনিই পরবর্তী কালের হিসাব গ্রহণকারী ।

اَلْاَوَّلُ তিনিই আদি।

اَلْاٰخِرُ তিনিই অন্ত।

اَلظَّاهِرُ তিনিই প্রকাশ্য।

اَلْبَاطِنُ তিনিই গুপ্ত।

اَلْوَالِيْ তিনিই মালিক, তিনিই কর্তা।

اَلْمُتَعَالِيْ উচ্চ হতে উচ্চ তিনি, বড় হতে বড় তিনি।

اَلْبَرُّ তিনি পরম উপকারী।

اَلتَّوَّابُ তিনিই কৃপাদৃষ্টিকারী এবং তওবা গ্রহণকারী।

اَلْمُنْتَقِمُ তিনিই অপরাধীর শাস্তি বিধানকারী।

اَلْعَفُوُّ তিনিই ক্ষমাকারী।

اَلرَّؤُوْفُ তিনিই স্নেহময়।

مَالِكُ الْمُلْكِ তিনিই সমস্ত পৃথিবীর মালিক।

ذُوالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ তিনি নিজেই সম্মান ও প্রতিপত্তিশালী এবং অন্যকে সম্মান ও প্রতিপত্তিদানকারী।

اَلْمُقْسِطُ তিনি ন্যায় বিচারকারী।

اَلْجَامِعُ তিনিই সকলকে একত্রকারী (অর্থাৎ কেয়ামতের দিন সকলকে একত্রিত করিবেন।)

اَلْغَنِيُّ তিনি ধনী, তিনি অভাবহীন।

اَلْمُغْنِي তিনি ধন সম্পদ দানকারী।

اَلْمَانِعُ তিনিই নির্ধনকারী।

اَلضَّارُّ তিনিই লোকসানে পতিত করার মালিক।

اَلنَّافِعُ তিনিই লাভবান করার মালিক।

اَلنُّوْرُ তিনিই আলো, যাবতীয় আলোর অধিকারী।

اَلْهَادِىْ তিনিই হিদায়াত দানকারী।

اَلْبَدِيْعُ তিনিই বিনা নমুনাতে সৃষ্টিকারী।

اَلْبَاقِىْ তিনি চিরস্থায়ী।

اَلْوَارِثُ তিনিই সকলের উত্তরাধিকারী।

اَلرَّشِيْدُ তিনিই সকলের পথপ্রদর্শক।

اَلصَّبُوْرُ তিনিই সহনশীল ও ধৈর্য্যধারণকারী।

এই ৯৯টি নাম ছাড়া আরও অনেক সিফাতী নাম আছে। যেমন ঃ

اَلْحَنَّانُ তিনি স্নেহময়, মেহেরবান।

اَلْمَنَّانُ তিনি পরম উপকারী।

اَلْمُغِيْثُ তিনি বিপদে সাহায্যকারী।

اَلْقَرِيْبُ তিনি নিকটবর্তী।

اَلْمَوْلٰى তিনিই সকলের প্রভু।

اَلنَّصِيْرُ তিনিই সাহায্যকারী।

اَلصَّادِقُ তিনিই সত্যবাদী।

اَلْجَمِيْلُ তিনি সুন্দর, তিনি উৎকৃষ্ট।

اَلرَّبُّ তিনি সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা।

এই নামসমূহ হেফজ করার অর্থ আল্লাহর গুণাবলী মুখস্থ করিয়া তদনুসারে আল্লাহকে ভক্তি করা এবং সেই গুণাবলীর প্রতিবিম্বও নিজের মাঝে ফুটাইয়া তোলা।

সালাম

কোন মুসলমানের সাথে সাক্ষাৎ হইলে সর্বপ্রথম সালাম করিতে হয় ঃ

اَلسَّـــلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْـــمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهٗ - (حصن صـ۱۲۲، عن عمران ابن حصين)

সালামের প্রতি উত্তরে বলিতে হয় ঃ

وَعَلَيْكُمُ السَّـــلاَمُ وَرَحْـــمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهٗ- (حصن صـ۱۲۲، عن عمران ابن حصين)

মুসাফাহা করিতে এই দুআ পড়িতে হয় ঃ

يَــغْفِرُ اللهُ لَــنَا وَلَــكُمْ -

মাসনূন দু'আসমূহ

১। নিদ্রা যাইবার সময় নিম্নের দু'আটি পড়িতে হয় ঃ

সুন্নত অনুযায়ী অজুর সহিত শুইবে, তারপর এই দু'আ পড়িবে।

اَللّٰـــهُمَّ بِاسْـــمِكَ اَمُـــوْتُ وَاَحْيٰ - (مشكوة صـ۲۰۸، عن حذيفة)

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আপনার নামে নিদ্রা যাইতেছি এবং জাগ্রত হইতেছি।

২। নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইলে এই দু'আটি পড়িতে হয়।

اَلْــحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْـــيَانَا بَعْدَمَا اَمَـــاتَنَا وَاِلَـــيْهِ النُّشُوْرُ-

(حصن صـ۱۱، عن حذيفة)

অর্থ ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য, যিনি আমাদিগকে নিদ্রা দেওয়ার পর আবার জাগ্রত করিয়াছেন এবং তাঁহার দিকে (কিয়ামতের দিন) কবর হইতে জীবিত হইয়া উঠিয়া যাইতে হইবে।

৩। প্রাতে ও সন্ধ্যায় নিম্নের দু'আ পড়িতে হয়।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি এই দুআ প্রাতে তিনবার ও সন্ধ্যায় তিনবার পাঠ করিবে, কোন বস্তুই তাহার অনিষ্ট করিতে পারিবে না। অন্য এক হাদীসমতে প্রাতে পাঠ করিলে সন্ধ্যা পর্যন্ত এবং সন্ধ্যায় পাঠ করিলে প্রাতকাল পর্যন্ত আকস্মিক কোন বিপদ তাহাকে স্পর্শ করিবে না।

بِسْمِ اللهِ الَّذِيْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَيْئٌ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ۔ (حصن صـ ٤٠)

অর্থ ঃ আমি ঐ আল্লাহর নামে আরম্ভ করিতেছি যাঁহার নাম লইয়া শুরু করিলে আসমান জমীনে কোন বস্তুই অনিষ্ট করিতে পারে না এবং তিনি সব কিছু শ্রবণকারী ও মহাজ্ঞানী।

৪। ফজর ও মাগরিবের নামাযের পর নিম্নের দু'আ পড়িতে হয়।

হাদীস শরীফে আছে, যে ব্যক্তি ফজর ও মাগরিবের নামাযের পর কথা বলিবার আগে এই দুআ সাতবার পড়িবে, সে যদি ঐ দিন মৃত্যুবরণ করে, তবে সে জাহান্নামের আগুন হইতে পরিত্রাণ পাইবে।

اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِيْ مِنَ النَّارِ۔ (حصن صـ ١٠٨ ، عن مسلم بن حارث)

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমাকে জাহান্নামের আগুন হইতে মুক্তি দাও।

৫। প্রত্যেক নামাযের পর নিম্নের দু'আ পড়িতে হয়।

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ -

اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ - (حصن صـ ١٠١ ، عن مغيرة بن شعبة)

অর্থ ঃ একমাত্র আল্লাহ পাক ছাড়া অন্য কোন মা'বুদ নাই, তিনি অদ্বিতীয়, তাঁহার কেহ অংশীদার নাই, তাঁহারই সব রাজত্ব, তাঁহার জন্যই সমস্ত প্রশংসা, তিনি জীবন দান করেন, তিনি মৃত্যুদান করেন তাঁহার হাতেই কল্যাণ এবং তিনিই সর্বশক্তিমান। আল্লাহ! আপনি যাহা দান করিয়াছেন, তাহাতে কেহ প্রতিবন্ধক নাই। যাহা আপনি বন্ধ করিয়াছেন, তাহা দান করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই এবং ধনবানের ধন সম্পদও কোন প্রকার উপকার বা আপনার আযাব হইতে মুক্তি দিতে পারিবে না।

৬। পায়খানায় যাওয়ার সময় নিম্নের দু'আ পড়িতে হয়।

তৈরী পায়খানায় প্রবেশ করিবার আগে এবং জঙ্গলে বা মাঠে কাপড় খুলিবার পূর্বে নিম্নের দু'আ পড়িতে হয়।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ -

(حصن صـ١٨ ، زيد بن ارقم)

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি, নাপাকী ও অনিষ্টকারী শয়তান হইতে। (আমাকে রক্ষা কর।)

৭। পায়খানা হইতে বাহির হইবার সময় নিম্নের দু'আ পড়িতে হয়।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَذْهَبَ عَنِّى الْاَذٰى وَعَافَانِىْ -

(حصن صـ١٨ ، عن ابي ذر)

অর্থ ঃ সমস্ত প্রশংসা বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহ পাকের জন্য, যিনি আমার কষ্টদায়ক বস্তুকে আমার নিকট হইতে দূরীভূত করিয়াছেন এবং আমাকে সুখ দান করিয়াছেন।

৮। আযানের পর এই দু'আ পড়িতে হয়।

হাদীস শরীফে আছে, যেই ব্যক্তি আযানের পর নিম্নোক্ত দু'আ একবার পাঠ করিবে, কিয়ামতের দিন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্য তাহার পক্ষে সুপারিশ করা (মেহেরবানী স্বরূপ) আবশ্যক হইয়া পড়িবে।

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلٰوةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدَنِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَنِ الَّذِىْ وَعَدْتَّهٗ - (حصن ص٨١، عن جابر بن عبد الله)

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! নামাযের এই সম্পূর্ণ দাওয়াত ও উপস্থিত নামাযের প্রভু। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অছিলা নামক খোদার নৈকট্য লাভের উচ্চ আসন ও বুযুর্গী দান করুন এবং আপনার প্রতিশ্রুত সুপারিশের প্রশংসনীয় স্থানে তাহাকে স্থান দান করুন।

৯। অযুর শুরুতে নিম্নের দু'আ পড়িতে হয়।

بِسْمِ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ - (معارف السنن)

অর্থ ঃ আমি আল্লাহর নামে আরম্ভ করিতেছি এবং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

১০। অজুর ভিতরে মাঝে মাঝে নিম্নের দু'আ পড়িতে হয়।

ইহাতে গুনাহ মাফ হইবে। রিযিক-রুজিতে বরকত হইবে এবং যাবতীয় অশান্তি দূর হইবে। ইন্‌শাআল্লাহু তা'আলা।

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذَنْبِىْ وَوَسِّعْ لِىْ فِىْ دَارِىْ وَبَارِكْ لِىْ فِىْ رِزْقِىْ - (حصن ص٦٨، عن ابي موسى الاشعري)

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! আমার গুনাহ মাফ করিয়া দাও। আমার বাড়ী প্রশস্ত করিয়া দাও, আমার রিযিক বৃদ্ধি করিয়া দাও।

১১। অজু শেষ করিয়া নিম্নের দু'আ পড়িতে হয় ঃ

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ - (رواه الترمذي)

অর্থ ঃ আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ্ তাআলা ব্যতীত ইবাদতের উপযুক্ত আর কোন মা'বুদ নাই, তিনি একক এবং তাঁহার কোন শরীক নাই। আমি আরও সাক্ষ্য দিতেছি যে, হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সা. আল্লাহ তাআলার বান্দা ও রাসূল। আয় আল্লাহ্! আমাকে তাওবাকারীদের শ্রেণীভুক্ত করিয়া লাও। আয় আল্লাহ! আমাকে পবিত্রতা রক্ষাকারীদের শ্রেণীভুক্ত করিয়া লও।

১২। মসজিদে প্রবেশ করিবার সময় নিম্নের দু'আ পড়িতে হয়।

মসজিদে প্রবেশ করিবার সময় সুন্নতের নিয়তে প্রথমত ডান পা প্রবেশ করাইবে, তারপর নিম্নোক্ত দুআ পড়িবে।

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ - (حصن صـ٧٨ ، عن ابي حميد)

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! আমার জন্য আপনার দয়ার সমস্ত দরজাগুলি খুলিয়া দিন।

১৩। মসজিদ হইতে বাহির হইবার সময় নিম্নোক্ত দুআ পড়িতে হয় ঃ

মসজিদ হইতে বাহির হইবার সময় প্রথমে বাম পা বাহির করিতে হয়, তারপর নিম্নোক্ত দুআ পড়িতে হয়।

اَللّٰــهُمَّ اِنِّـىْ اَسْئَــلُكَ مِنْ فَضْــلِكَ - (حصن ص٨٠، عن ابي حميد)

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! আমি আপনার অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতেছি।

১৪। নিজের ঘরে প্রবেশ করিবার সময় নিম্নের দু'আ পড়িতে হয় ঃ

اَللّٰــهُمَّ اِنِّـىْ اَسْئَــلُكَ خَــيْرَ الْــمَوْلِجِ وَخَــيْرَ الْــمَخْرَجِ بِسْــمِ اللّٰهِ وَلَــجْنَا وَبِــسْمِ اللّٰهِ خَــرَجْنَا وَعَلَى اللّٰهِ رَبِّــنَا تَــوَكَّلْنَا - (حصن ص٥٥، عن مالك اشعرى)

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! নিশ্চয় আমি আপনার নিকট উত্তম প্রবেশ স্থান ও উত্তম বাহির হইবার জায়গা প্রার্থনা করিতেছি। আল্লাহ তাআলার নামে প্রবেশ করিতেছি ও আল্লাহর নামে বাহির হইতেছি এবং আমাদের প্রভু আল্লাহ তাআলার উপর ভরসা স্থাপন করিতেছি।

১৫। নিজের বাসগৃহ হইতে বাহির হইবার সময় নিম্নের দু'আ পড়িতে হয় ঃ

হাদীস শরীফে আছে, যে ব্যক্তি নিজের ঘর হইতে বাহির হইবার সময় নিম্নের দুআ পড়িবে। (রহমের ফেরেশ্তা তাহাকে বলে, তুমি (এই দু'আ দ্বারা) হিদায়াত লাভ করিলে, ইহা তোমার জন্য যথেষ্ট হইল। আপদ বিপদ হইতে বাঁচিয়া গিয়াছ। ইহার পর শয়তান লজ্জিত হইয়া যায় এবং অপর শয়তান লজ্জিত শয়তানকে বলে, যে ব্যক্তি হিদায়াত লাভ করিয়াছে এবং (এমন কার্য করিয়াছে যাহা তাহার সাহায্যের জন্য) যথেষ্ট হইয়াছে, সে আপদ বিপদ হইতে বাঁচিয়া গিয়াছে, তাহাকে কী করিতে পারিবে?

بِــسْمِ اللّٰهِ تَــوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُــوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ -

(حصن ص٦١، عن انس)

অর্থ ঃ আল্লাহ তাআলার নামে (বাহির হইতেছি) আল্লাহ তাআলার উপর ভরসা করিতেছি। পাপ হইতে ফিরিবার সামর্থ ও সৎকাজ করিবার শক্তি প্রদানকারী একমাত্র আল্লাহ তাআলাই।

১৬। খাবার সামনে আসিলে নিম্নের দু'আ পড়িতে হয় ঃ

اَللّٰــــهُمَّ بَارِكْ لَــــنَا فِـــيْمَا رَزَقْـــتَنَا وَقِـــنَا عَــــذَابَ الـــنَّارِ۔

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! তুমি আমাদের রুজিতে বরকত দাও ও দোযখের শাস্তি হইতে বাঁচাও।

১৭। খানা খাওয়ার শুরুতে নিম্নের দু'আ পড়িতে হয় ঃ

بِـــسْمِ اللهِ وَعَلٰى بَـــرَكَةِ اللهِ۔ (حصن صـ١١١ ، عن ابي هريرة)

অর্থ ঃ আল্লাহর নামে ও আল্লাহর বরকত চাহিয়া শুরু করিলাম।

১৮। খানার শুরুতে বিসমিল্লাহ ভুলিয়া গেলে স্মরণ হওয়ামাত্র নিম্নের দু'আ পড়িতে হয় ঃ

بِـــسْمِ اللهِ اَوَّلَهٗ وَاٰخِــــرَهٗ - (حصن صـ١١١ ، عن عائشة)

১৯। খানা খাওয়া শেষ হইলে নিম্নের দু'আ পড়িতে হয় ঃ

اَلْـــحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَـــــنَا وَسَـــقَانَا وَجَعَـــلَنَا مِنَ الْمُسْـــلِمِيْنَ۔

(حصن صـ١١١، عن ابي سعيد الخدري)

অর্থ ঃ সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহর জন্য যিনি আমাদিগকে খাওয়াইলেন, পান করাইলেন এবং মুসলমান বানাইলেন।

২০। দাওয়াত বা অন্যের ঘরে খাওয়ার পর নিম্নের দু'আ পড়িতে হয় ঃ

اَللّٰــــهُمَّ اَطْــعِمْ مَـــنْ اَطْــعَمَنِىْ وَاسْـــقِ مَـــنْ سَقَـــانِىْ—

(حصن صـ١١١)

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! যিনি আমাকে খাওয়াইলেন ও পান করাইলেন তাহাকে তুমি খানা দাও ও পান করাও।

২১। দুধ পান করার পর নিম্নের দু'আ পড়িতে হয় ঃ

اَللّٰــــهُمَّ بَارِكْ لَــــنَا فِـــيْهِ وَزِدْنَـــا مِـــنْهُ - (حصن صـ١١١ ، عن ابن عباس)

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! আমাদের জন্য উক্ত দুগ্ধের বরকত দান করুন এবং উহা অপেক্ষা আরো অধিক পরিমাণে তাহা বৃদ্ধি করিয়া দিন ।

২২ । কাপড় পরিধানকালে নিম্নের দু'আ পড়িতে হয় ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ كَسَانِىْ هٰذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّىْ وَلَا قُوَّةَ - (حصن ص١١٢، عن معاذ بن انس)

অর্থ ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তাআলার জন্য, যিনি আমাকে (এই কাপড়) পরাইলেন এবং তাহা আমাকে দান করিয়াছেন আমার পক্ষ হইতে (তাহা পাওয়ার জন্য) কোন শক্তি ও সামর্থ থাকা ব্যতীত ।

২৩ । নতুন কাপড় পরিধান করিবার সময় নিম্নের দু'আ পড়িতে হয় ঃ

হাদীস শরীফে আছে যে ব্যক্তি নতুন কাপড় পরিধান করিতে এই দু'আ পাঠ করে এবং পুরাতন কাপড়টি দান করিয়া দেয়, সে জীবনে-মরণে আল্লাহর আশ্রয় এবং আল্লাহর (সাহায্যের) পর্দার ভিতর আসিয়া পড়ে ।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ كَسَانِىْ مَا اُوَارِىْ بِهٖ عَوْرَتِىْ وَاَتَجَمَّلُ بِهٖ فِىْ حَيَاتِىْ - (حصن ص١١٢، عن عمر)

অর্থ ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ পাকের জন্য, যিনি এমন কাপড় পরাইলেন, যাহা দ্বারা আমার সতর ঢাকিব এবং আমার জীবনে তদ্বারা সৌন্দর্য লাভ করিব ।

২৪ । সফরে বাহির হইবার সময় নিম্নের দু'আ পড়িতে হয় ঃ

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِىْ السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِىْ الْاَهْلِ اَللّٰهُمَّ اصْحَبْنَا فِىْ سَفَرِنَا وَاخْلُفْنَا فِىْ أَهْلِنَا

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ وَّعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَاٰبَةِ الْمُنْقَلَبِ وَمِنَ الْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْرِ وَمِنْ دَعْوَةِ الْمَظْلُوْمِ وَسُوْءِ الْمَنْظَرِ فِىْ الْأَهْلِ وَالْمَالِ -

(ترمذي صـ١٨٢ ، عن عبد الله بن سرجس)

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! আপনি ভ্রমণে আমার সঙ্গী ও আমার পশ্চাতে আমার পরিবারের নায়েব ও নেগাহ্‌বান। আয় আল্লাহ! সফরে আমাদের সঙ্গী হউন। পশ্চাতে আমাদের পরিবারের তত্ত্বাবধায়াক হউন। আয় আল্লাহ! আমি আপনার আশ্রয় চাহিতেছি, সফরের কষ্ট ও ফিরিবার সময়ে মনে মনে ব্যথা হইতে এবং লাভের পর ক্ষতি হইতে ও মজলুম ব্যক্তির বদদোয়া হইতে, আর আমার পরিবারের ও মালের খারাপ অবস্থা হইতে।

২৫। সফরে পথে কোথাও নামিলে নিম্নের দু'আ পড়িতে হয় ঃ

মুসাফিরী অবস্থায় পথিমধ্যে কোথাও বিশ্রাম করিতে বা অন্য কোন প্রয়োজনে নামিলে এই দু'আ পাঠ করিবে। হাদীস শরীফে আছে, যে ব্যক্তি কোন মঞ্জিলে নামিয়া এই দু'আ পাঠ করিবে সেই মঞ্জিল হইতে রওয়ানা হওয়া পর্যন্ত তাহাকে কোন বস্তু ক্ষতি করিতে পারিবে না।

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّمَا خَلَقَ- (حصن صـ٤، عن ابي هريرة)

অর্থ ঃ আল্লাহ্ পাকের পরিপূর্ণ কালিমাগুলির দ্বারা- তিনি যাহা কিছু সৃজন করিয়াছেন- তাহার অপকারিতা হইতে পানাহ চাহিতেছি, আশ্রয় লইতেছি।

২৬। সফর হইতে বাড়ী ফিরিলে নিম্নের দু'আ পড়িতে হয় ঃ

اٰئِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ - (حصن صـ١٤٤ ، عن انس)

অর্থ ঃ আমরা সকলে সফর হইতে ফিরিয়া আসিতেছি, আল্লাহর নিকট তাওবা করিতেছি, আমাদের প্রভুর ইবাদত করিতেছি, তাঁহার প্রশংসা করিতেছি।

২৭। কাহাকেও বিদায় দিবার সময় নিম্নের দু'আ পড়িতে হয় ঃ

اَسْتَودِعُ اللهَ دِيْنَكَ وَاَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيْمَ عَمَلِكَ -

(حصن صـ١٢٣ ، عن ابن عمر)

অর্থ ঃ আল্লাহ্ তাআলার হিফাযতে প্রদান করিতেছি, তোমার ধর্মকেও তোমার আমানতকে এবং তোমার সর্বশেষ আমলকে।

২৮। কোন বিপদগ্রস্তকে দেখিলে নিম্নের দু'আ পড়িতে হয় ঃ

হাদীস শরীফে আছে, যে ব্যক্তি কোন বিপদগ্রস্তকে দেখিয়া এই দু'আ পাঠ করিবে, সে যতদিন জীবিত থাকিবে উক্ত বিপদ হইতে যে কোন প্রকার হোক না কেন- সে বাঁচিয়া যাইবে এবং অন্য হাদীস মতে তাহাকে উক্ত বিপদ স্পর্শ করিতে পারিবে না।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ عَافَانِىْ مِمَّا ابْتَلاَكَ بِهٖ وَفَضَّلَنِىْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلاً - (حصن صـ١٩٩ ، عن ابي هريرة)

অর্থ ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তাআলার জন্য, যিনি সুখ শান্তি প্রদান করিয়াছেন এমন বিপদ আপদ হইতে, যাহাতে তোমাকে লিপ্ত করিয়া দিয়াছেন এবং আমাকে বহু বহু সম্মান প্রদান করিয়াছেন এমন অনেক ব্যক্তির উপর, যাহাদিগকে তিনি সৃজন করিয়াছেন।

২৯। কোন জন্তুর পিঠে বা ইঞ্জিন ছাড়া গাড়িতে আরোহন করিলে নিম্নের দু'আ পড়িতে হয় ঃ

سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَلَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ - (حصن صـ١٢١ ، عن علي)

অর্থ ঃ পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি খোদা তাআলার, যিনি ইহা আমাদের অধীনস্থ করিয়া দিয়াছেন, অথচ তাহাকে আদেশ মান্যকারী বানানো আমাদের জন্য দুষ্কর ছিল। অবশ্য আমাদের আপন প্রভুর নিকট ফিরিয়া যাইতে হইবে।

৩০। নৌকায় আরোহন করিলে নিম্নের দু'আ পড়িতে হয় ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖهَا وَمُرْسٰهَا اِنَّ رَبِّىْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ -

(حصن ص۱۳۲، عن حسين بن علي)

অর্থ ঃ আল্লাহ তাআলার নামেই এই নৌকার চলন ও স্থিতি, নিশ্চয়ই আমার প্রভু ক্ষমাকারী ও সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াবান।

৩১। ইঞ্জিনযুক্ত জল, স্থল বা বায়ুযানে আরোহন করিলে নিম্নের দু'আ পড়িতে হয় ঃ

স্টিমার, মোটর, রেল, মোটরসাইকেল, এরোপ্লেন ইত্যাদিতে আরোহন করিয়া চলিতে থাকিলে নিম্নের দু'আ পাঠ করিবে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَلَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ - (حصن ص۱۱۱، عن على)

৩২। বাজারে প্রবেশ করিলে নিম্নের দু'আ পড়িতে হয় ঃ

হাদীস শরীফে আছে, যে ব্যক্তি বাজারে প্রবেশ করিয়া এই দুআ একবার পাঠ করিবে, আল্লাহ তাহাকে হাজার হাজার সাওয়াব দান করিবেন এবং হাজার হাজার গুনাহ্ মাফ করিয়া দিবেন এবং আখিরাতে হাজার মর্তবা বৃদ্ধি করিয়া দিবেন ও বেহেশতে তাহার জন্য একখানা ঘর তৈয়ার করিবেন।

لَاۤ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَىٌّ لَا يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ - (حصن ص۱٦٨، عن عمر)

অর্থ ঃ একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত আর কোন মা'বূদ নাই, তিনি এক, তাঁহার কোন অংশীদার নাই, তাঁহারই রাজত্ব, তাঁহারই জন্য প্রশংসা। তিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু দান করেন। অথচ তিনি সর্বদা জীবিত, কখনও তাহার মৃত্যু হইবে না। তাঁহার হাতেই উত্তম ও সৎ বস্তুগুলি বিদ্যমান এবং তিনি সর্বশক্তিমান।

৩৩। নতুন চাঁদ দেখিলে নিম্নের দু'আ পড়িতে হয় ঃ

اَللّٰهُمَّ اَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْيُمْنِ وَالْاِيْمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْاِسْلَامِ وَالتَّوْفِيْقِ لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى رَبِّىْ وَرَبُّكَ اللهُ -

(حصن ص١٦١، عن طلحة بن عبد الله)

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! আমাদিগকে এই চন্দ্র দেখান নিরাপত্তা ও ঈমানের সহিত, শান্তি ও ইসলামের সহিত। আপনার সন্তুষ্টি ও পছন্দের তাউফীকের সহিত। হে চন্দ্র! আমার ও তোমার প্রভু আল্লাহ তাআলাই।

৩৪। গল্প-গুজবের পর কোন বৈঠক হইতে উঠিবার আগে নিম্নের দু'আ পড়িতে হয় ঃ

হাদীস শরীফে আছে, যে ব্যক্তি কোন বৈঠক হইতে উঠিবার আগে এই দুআ পাঠ করিবে, তাহার ঐ বৈঠকের গুনাহ মাফ হইয়া যাইবে।

অন্য এক হাদীসে আছে, যদি সে ঐ বৈঠকে ভাল কথা বলিয়া থাকে, তবে এই দুআ কিয়ামত পর্যন্ত ঐ কথাগুলি হেফাযত করিয়া রাখিবে, আর যদি সে উক্ত বৈঠকে মন্দ কথা বলিয়া থাকে, তবে এই দু'আ উহার কাফফারা হইয়া যাইবে।

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ - (حصن ص١٦٨، عن ابي هريرة)

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! আপনার পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করিতেছি, এই বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছি যে, আপনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই। আপনার নিকট গুনাহ মাফ চাহিতেছি ও তাওবা করিতেছি।

৩৫। বিপদের সময় নিম্নের দু'আ পড়িতে হয় ঃ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ - (حصن صـ٤٤، عن ابن عباس)

অর্থ ঃ সর্ব মহান ধৈর্যশীল আল্লাহ পাক ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই। মহান আরশের মালিক আল্লাহ পাক ব্যতীত আর কোন মা'বুদ নাই। আকাশ ও জমিনসমূহের মালিক ও সম্মানিত আরশের মালিক আল্লাহ ব্যতীত আর কোন মা'বুদ বা উপাস্য নাই।

৩৬। ঋণগ্রস্ত হইলে নিম্নের দু'আ পড়িতে হয় ঃ

হাদীস শরীফে আছে, যে ব্যক্তি এই দু'আ পাঠ করিবে, আল্লাহ পাক তাহার ঋণ শোধ করাইয়া দিবেন, যদিও উহা (স্তুপকৃত) বৃহৎ পাহাড়ের মত হয়।

اَللّٰهُمَّ اكْفِنِىْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَاغْنِنِىْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ - (حصن صـ١٦٥، عن علي)

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! আপনার হালাল দ্বারা হারাম হইতে আমাকে বাঁচাইয়া দিন এবং আপনার অনুগ্রহ দ্বারা আমাকে অন্য ব্যক্তির মুখাপেক্ষী হওয়া থেকে রক্ষা করুন।

৩৭। শবে কদর (কদরের রাত্রে) নিম্নের দু'আ পড়িতে হয় ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّىْ-

(حصن صـ١١١، عن عائشة)

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! নিশ্চয়ই আপনি ক্ষমাকারী ও ক্ষমা করাকে আপনি ভালবাসেন, অতএব আমার গুনাহ মাফ করিয়া দিন।

৩৮। বৃষ্টির সময় নিম্নের দু'আ পড়িতে হয় ঃ

اَللّٰــــهُمَّ صَيِّـــبًا نَافِــعًا - (حصن ص١٥٨، عن عائشة)

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! উপকারী বৃষ্টি বর্ষণ করুন।

৩৯। তুফানের সময় নিম্নের দু'আ পড়িতে হয় ঃ

اَللّٰــــهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَــــلُكَ خَــــيْرَهَــــا وَخَــــيْرَ مَا فِــــيْهَا وَخَــــيْرَ مَا اُرْسِــــلَتْ بِهٖ وَاَعُــــوْذُبِــــكَ مِنْ شَــــرِّهَا وَشَــــرِّ مَا فِــــيْهَا وَشَــــرِّ مَــــا اُرْسِلَتْ بِهٖ - (حصن،عن عائشة)

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! তুফানের উপকারিতা ও তাহার ভিতরে যাহা রাখা হইয়াছে তাহার উপকারিতা এবং তাহাকে যেই কারণে পাঠাইয়া দিয়াছেন, তাহার উপকারিতা আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি এবং তাহার অপকারিতা ও তাহার ভিতর যাহা রাখা হইয়াছে তাহার অপকারিতা এবং তাহাকে যে কারণে পাঠাইয়াছেন তাহার অপকারিতা হইতে আপনার নিকট আশ্রয় চাহিতেছি।

৪০। বজ্রের শব্দ শুনিলে নিম্নের দু'আ পড়িতে হয় ঃ

اَللّٰــــهُمَّ لَا تَقْــتُلْــنَا بِغَــضَبِكَ وَلَا تُــهْلِكْنَا بِــعَذَابِكَ وَعَــافِــنَا قَــبْلَ ذٰلِكَ - (حصن ص١٥٨، عن ابن عباس)

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! আমাদিগকে আপনার গযব দ্বারা মারিবেন না ও আপনার আযাব দ্বারা আমাদিগকে ধ্বংস করিবেন না এবং এই সবের পূর্বে নিরাপদ ও সুখ প্রদান করুন।

৪১। জালিমকে ভয় করিলে নিম্নের দু'আ পড়িতে হয় ঃ

اَللّٰــــهُمَّ اِنَّا نَــجْعَــلُكَ فِىْ نُحُــوْرِهِمْ وَنَــعُوْذُبِــكَ مِنْ شُــــرُوْرِهِــمْ - (مشكوة ص٢١٠، عن ابي موسى)

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! আপনাকে জালিমদের শাস্তি প্রদানকারী মনে করিতেছি এবং তাহাদের অপকারিতা হইতে আপনার আশ্রয় চাহিতেছি।

৪২। বিবাহ করিলে বা কোন জন্তু কিনিয়া আনিলে নিম্নের দু'আ পড়িতে হয় ঃ

নতুন স্ত্রীর নিকটে যাইয়া কিংবা খরীদ করা জন্তুর চুট ধরিয়া এই দু'আ একবার পাঠ করিবে। অন্য রেওয়ায়াতে আছে, স্ত্রীর কপাল সংলগ্ন চুলের অগ্রভাগ স্পর্শ করিয়া বরকতের জন্য এই দু'আ একবার পাঠ করিতে হয়।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ أَسْئَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَمَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّمَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ -

(حصن صـ١٢٠ ، عن عمرو بن العاص)

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! এই স্ত্রী বা জন্তুর উপকারিতা ও যে স্বভাবের উপর তাহাকে সৃজন করিয়াছেন, তাহার উপকারিতা আপনার নিকটে প্রার্থনা করিতেছি এবং তাহার অপকারিতা ও যে স্বভাবের উপর তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার অপকারিতা হইতে আপনার নিকট আশ্রয় চাহিতেছি।

৪৩। সহবাসের পূর্বক্ষণে নিম্নের দু'আ পড়িতে হয় ঃ

হাদীস শরীফে আছে, যে ব্যক্তি এই দু'আ পাঠ করিয়া সহবাস করিবে, সেই সহবাসে সন্তান জন্মিলে তাহাকে শয়তান কোন দিন অনিষ্ট করিতে পারিবে না।

بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا - (حصن، عن ابن عباس)

অর্থ ঃ আল্লাহ তাআলার নামের সহিত আরম্ভ করিতেছি। আয় আল্লাহ আমাদিগকে শয়তান হইতে দূরে সরাইয়া রাখুন এবং আমাদিগকে অদৃষ্টে যাহা প্রদান করিয়াছেন তাহা হইতে শয়তানকে দূরে হটাইয়া দিন।

৪৪। গুনাহ্ করার পর ক্ষমা চাহিতে নিম্নের দু'আ (৩ বার) পড়িতে হয় ঃ

اَللّٰهُمَّ مَغْفِرَتُكَ اَوْسَعُ مِنْ ذُنُوْبِىْ وَرَحْمَتُكَ اَرْجٰى

عِنْدِىْ مِنْ عَمَلِىْ - (مناجات مقبول)

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ্! আপনার ক্ষমা আমার গুনাহ্ হইতে অত্যধিক ব্যাপক এবং আপনার দয়া আমার আমল অপেক্ষা খুব বেশী আশ্রার বস্তু।

৪৫। আয়নায় মুখ দেখিলে নিম্নের দু'আ পড়িতে হয় ঃ

اَللّٰهُمَّ حَسَّنْتَ خَلْقِىْ فَحَسِّنْ خُلُقِىْ- (حصن ١٦١، عن ابن مسعود)

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ্! আপনি আমার ছবি ও গঠনকে সুন্দর করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব আমাদের স্বভাব ও চরিত্রকে সুন্দর করিয়া দিন।

৪৬। দিলে ওয়াছওয়াছা (কু-ধারণা) আসিলে নিম্নের দু'আ পড়িতে হয় ঃ

اَللّٰهُمَّ لَا يَاْتِىْ بِالْحَسَنَاتِ اِلَّا اَنْتَ وَلَا يَذْهَبُ بِالسَّيِّاٰتِ

اِلَّا اَنْتَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ - (حصن صـ١٧٠، عن عروة بن عامر)

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ্! আপনি ব্যতীত অন্য কেহ কোন ভাল বস্তুগুলি দিতে পারে না এবং একমাত্র আপনি ব্যতীত অন্য কেহ খারাপ বস্তুগুলি দূর করিতে পারে না। অতএব, খারাপগুলি দূরীভূত করার সামর্থ্য ও ভালগুলি লওয়ার শক্তিলাভ একমাত্র আল্লাহ্ তাআলা ব্যতীত অন্য কাহারও দ্বারা সম্ভব নহে।

৪৭। ইফতারের সময় নিম্নের দু'আ পড়িতে হয় ঃ

ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوْقُ وَثَبَتَ الْاَجْرُ اِنْ

شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى - (مشكوة صـ١٢٥، عن ابن عمر)

অর্থ ঃ পিপাসা দূরীভূত হইল ও শিরাগুলি ঠাণ্ডা হইয়া গেল এবং নেকী সাব্যস্ত হইল ইনশাআল্লাহ।

৪৮। মোরগ ডাকিতে শুনিলে নিম্নের দু'আ পড়িতে হয় ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىۡ اَسۡئَلُكَ مِنۡ فَضۡلِكَ - (حصن صنلا، عن ابي هريرة)

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! আপনার নিকট আপনার অনুগ্রহ হইতে কিছু প্রার্থনা করিতেছি।

৪৯। গাধা বা কুকুর ডাকিলে ও রাগান্বিত হইলে নিম্নের দু'আ পড়িতে হয় ঃ

اَعُوۡذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيۡطَانِ الرَّجِيۡمِ - (حصن صنلا، عن ابي هريرة)

অর্থ ঃ আমি (বিতাড়িত) শয়তান হইতে আল্লাহ তাআলার আশ্রয় চাহিতেছি।

৫০। মনে কুফরীর ভাব আসিলে নিম্নের দু'আ পড়িতে হয় ঃ

اَعُوۡذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيۡطَانِ الرَّجِيۡمِ اٰمَنۡتُ بِاللهِ وَمَلٰئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالۡيَوۡمِ الۡاٰخِرِ وَالۡقَدۡرِ خَيۡرِهٖ وَشَرِّهٖ مِنَ اللهِ تَعَالٰى وَالۡبَعۡثِ بَعۡدَ الۡمَوۡتِ-

অর্থ ঃ আমি (বিতাড়িত) শয়তান হইতে আল্লাহ তা'আলার আশ্রয়ে আসিতেছি, ঈমান আনিয়াছি আমি আল্লাহ তাআলার প্রতি, তাহার ফেরেশ্তাদের প্রতি, তাহার কিতাবসমূহের প্রতি, রাসূলগণের প্রতি, অদৃষ্টে যাহা আল্লাহ তাআলার পক্ষ হইতে নির্ধারিত হইয়াছে- তাহার প্রতি এবং মৃত্যুর পর যে খোদার হুকুমে পুনর্জীবিত হইয়া উঠিতে হইবে- তাহার প্রতি।

৫১। নতুন ফল খাইলে নিম্নের দু'আ পড়িতে হয় ঃ

اَللّٰهُمَّ بَارِكۡ لَنَا فِىۡ ثَمَرِنَا وَبَارِكۡ لَنَا فِىۡ مَدِيۡنَتِنَا وَبَارِكۡ لَنَا فِىۡ صَاعِنَا وَبَارِكۡ لَنَا فِىۡ مُدِّنَا - (حصن صنلا، عن ابي هريرة)

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! আমাদের ফলের মাঝে বরকত দান করুন । আমাদের শহরে বরকত দান করুন ও আমাদের দাড়িপাল্লার মধ্যে বরকত দান করুন ।

৫২। শরীরের কোন স্থানে ব্যথা ও বেদনা হইলে নিম্নের দু'আ পড়িতে হয় ঃ

শরীরের কোন স্থানে ব্যথা ও বেদনা হইলে ঐ বেদনাস্থলে হাত রাখিয়া প্রথমে তিনবার বিসমিল্লাহ'র সহিত নিম্নের দুআ পড়িয়া হাত উঠাইয়া লইবে। তারপর বিসমিল্লাহ বাদ দিয়া শুধু এই দু'আটি ৬ বার পড়িবে। প্রত্যেক বার দু'আ পড়িবার সময় বেদনাস্থলে হাত রাখিবে এবং দু'আ পাঠ শেষ হইলে হাত উঠাইয়া লইবে ।

اَعُوْذُ بِعِزَّةِ اللهِ وَقُدْرَتِهٖ مِنْ شَرِّمَا اَجِدُ وَاُحَاذِرُ-

(حصن ص١٧١، عن عثمان بن عاص)

অর্থ ঃ আল্লাহ তাআলার শক্তি দ্বারা যে বেদনা আমি বর্তমানে অনুভব করিতেছি ও যাহাকে আগামীতে বৃদ্ধি পাইবার আশংকা করিতেছি তাহার অনিষ্ট হইতে আশ্রয় চাহিতেছি।

৫৩। জ্বর হইলে নিম্নের দু'আ পড়িতে হয় ঃ

بِسْمِ اللهِ الْكَبِيْرِ اَعُوْذُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ مِنْ شَرِّ كُلِّ عِرْقٍ النَّعَّارِ وَمِنْ شَرِّ حَرِّ النَّارِ-

অর্থ ঃ সর্বাধিক বড় আল্লাহ তাআলার নামে আরম্ভ করিতেছি, প্রত্যেক রক্ত প্রবাহিতকারী ব্যথাদায়ক শিরার যন্ত্রণা ও অপকারিতা হইতে এবং দোযখের আগুনের অনিষ্টতা হইতে মহান আল্লাহ পাকের আশ্রয় চাহিতেছি।

৫৪। রোগীকে দেখিতে গেলে রুগীর শরীরে ডান হাত রাখিয়া নিম্নের দু'আ পড়িতে হয় ঃ

اَللّٰهُمَّ اَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ اِشْفِهٖ وَاَنْتَ الشَّافِىْ

لَا شِفَاءَ اِلَّا شِفَاءُكَ شِفَاءً لَّا يُغَادِرُ سُقْمًا -

(حصن ص٢٦١، عن عائشة)

অর্থ ঃ হে মানবজাতির প্রভু! এই রোগকে দূরীভূত করুন ও আরোগ্য দান করুন, কারণ আপনি শেফা প্রদানকারী, আপনার আরোগ্য ব্যতীত কোন চিকিৎসা নাই, এমন আরোগ্য যাহাতে কোন প্রকার রোগই বাকী না থাকে।

৫৫। চিন্তাযুক্ত হইলে নিম্নের দু'আ পড়িতে হয় ঃ

হাদীস শরীফে আছে, যে ব্যক্তি প্রাতে ও সন্ধ্যায় এই দু'আ পাঠ করিবে আল্লাহ তাআলা তাহার চিন্তা দূর করিয়া দিবেন ও তাহার ঋণ পরিশোধ করাইয়া দিবেন।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ

الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَالْجُبْنِ

وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ -

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! আমি চিন্তা ও পেরেশানী হইতে আপনার আশ্রয় লইতেছি। অক্ষমতা ও অলসতা হইতে আপনার পানাহ চাহিতেছি। কৃপণতা ও ভীরুতা হইতে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি এবং কর্জের চাপ ও মানুষের প্রবলতা হইতে আশ্রয় চাহিতেছি।

৫৬। হাঁছি দিলে এই দু'আ পড়িতে হয় ঃ

اَلْــحَمْدُ لِلّٰهِ - (حصن صـ١٦٣ ، عن ابي هريرة)

অর্থ ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য ।

৫৭। হাঁছির উত্তরে এই দু'আ পড়িতে হয় ঃ

يَرْحَــمُكَ اللّٰهُ - (حصن صـ١٦٣ ، عن ابي هريرة)

অর্থ ঃ আল্লাহ আপনার ওপর রহম করুন ।

৫৮। হাঁছিদাতা তদুত্তরে এই দু'আ পড়িবে ঃ

يَــهْدِيْكُمُ اللّٰهُ وَيُــصْلِحُ بَالَــكُمْ - (بخاري، عن ابي هريرة)

অর্থ ঃ আল্লাহ আপনাকে সঠিক পথ দেখান এবং আপনার সমাধা করুন ।

৫৯। কোন মুসলমান ভাইকে হাসিতে দেখিলে এই দু'আ পড়িতে হয় ঃ

اَضْحَكَ اللّٰهُ سِــنَّكَ - (حصن صـ١٦٤ ، عن عمر)

অর্থ ঃ আল্লাহ তাআলা আপনাকে হাসি খুশি রাখুন ।

৬০। মদীনায় শাহাদাত ও মৃত্যুর ইচ্ছা করিলে এই দুআ পড়িতে হয় ঃ

اَللّٰــهُمَّ ارْزُقْــنِىْ شَــهَادَةً فِىْ سَبِــيْلِكَ وَاجْــعَلْ مَــوْتِىْ بِــبَلَدِ رَسُــوْلِكَ - (حصن صـ١٧٨، عن قول عمر)

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমাকে আপনার পথে শাহাদত নসীব করুন এবং আপনার রাসূল সা. -এর শহর মদীনায় মৃত্যু দান করুন ।

৬১। ইস্তিখারার দু'আ ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَاَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَاَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ ـ فَاِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ اَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلاَ اَعْلَمُ وَاَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوْبِ ـ اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ خَيْرٌ لِّىْ فِىْ دِيْنِىْ وَمَعَاشِىْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِىْ اَوْ عَاجِلِ اَمْرِىْ وَاٰجِلِهٖ فَاقْدِرْهُ لِىْ وَيَسِّرْهُ لِىْ ثُمَّ بَارِكْ لِىْ فِيْهِ وَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ شَرٌّ لِّىْ فِىْ دِيْنِىْ وَمَعَاشِىْ وَعَاقِبَةُ اَمْرِىْ اَوْ عَاجِلِ اَمْرِىْ وَاٰجِلِهٖ فَاصْرِفْهُ عَنِّىْ وَاصْرِفْنِىْ عَنْهُ وَاقْدِرْ لِىَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ اَرْضِنِىْ بِهٖ ـ (مشكوة)

ইস্তিখারার নিয়ম ঃ

কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভাল-মন্দ আল্লাহর পক্ষ হইতে জানিবার ইচ্ছা করিলে দুই রাকাআত নফল নামায পড়িয়া এই দুআ পড়িবে এবং যে স্থানে اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ বর্ণিত হইয়াছে সেই স্থানে اَلْاَمْرُ উচ্চারণ করিবার সময় নিজের উদ্দেশ্যের কাজটির কথা স্মরণ করিবে। এইভাবে তিন, পাঁচ অথবা সাত দিন করিলে আল্লাহর ইচ্ছায় ভাল হইলে মন ঐ দিকে আকর্ষণ করিবে। আর মন্দ হইলে অন্তরে খারাপ লাগিবে।

জামা'আতের ফযীলত, জুমু'আর নামায ও ঈদের নামাযের বর্ণনা

জামা'আতের ফযীলত

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, জামা'আতের সহিত নামায আদায় করা একাকী নামায পড়া হইতে সাতাইশ গুণ বেশী উত্তম। (বুখারী)

অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন যে, মানুষ যখন উত্তমরূপে অজু করিয়া মসজিদের দিকে রওয়ানা হয় তখন প্রতি কদমে তাহার একটি করিয়া নেকী বৃদ্ধি পায় এবং একটি করিয়া গুনাহ মাফ হইয়া যায়। যতক্ষণ নামাযের অপেক্ষায় থাকিবে, ততক্ষণ নামাযের সওয়াব পাইতে থাকিবে। নামাযান্তে (জামা'আতের পর) সেই স্থানে অবস্থান করিলে ফেরেশতাগণ তাহার মাগফিরাতের এবং রহমতের জন্য দুআ করিতে থাকেন। জামা'আতের গুরুত্ব সম্পর্কে আরও বহু হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। অতএব কোনমতেই জামা'আত ছাড়া যাইবে না। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুখারী শরীফের এক হাদীসে বলেন, যাহার হাতে আমার জীবন সেই আল্লাহর কসম! আমার ইচ্ছা হয় যে, লোকদিগকে কাঠ সংগ্রহ করিতে বলি, তারপর নামাযের হুকুম করি, আযানের নির্দেশ দেই, অতপর একজনকে নামায পড়াইতে হুকুম দিই। যখন নামায শুরু হইয়া যায় তখন আমি এ সকল লোকদের পশ্চাদ্ধাবন করি, যাহারা নামাযের জামা'আতে শরীক হয় নাই, আমি তাহাদের গৃহ আগুন দ্বারা জ্বালাইয়া দিই।

জুমু'আর নামায

সপ্তাহে সাতদিন। তন্মধ্যে শুক্রবার সর্বশ্রেষ্ঠ দিন এবং সাপ্তাহিক ঈদের দিন। কেননা এই দিনেই সবচেয়ে বেশী নেয়ামত আল্লাহ পাক মানুষকে দান করেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, এই দিনে এমন এক সময় আছে (সমস্ত দিনের মধ্যে) যে, মানুষ আল্লাহর নিকট যাহা প্রার্থনা করিবে আল্লাহ পাক তাহাই কবুল করিবেন। (বুখারী শরীফ)

খোৎবার নিয়ম

মুসল্লীদের উপস্থিত হওয়ার পর ইমাম সাহেব মুসল্লীদের দিকে মুখ করিয়া মিম্বারে বসিবেন এবং মুয়াযযিন সাহেব মিম্বারের সামনে দাঁড়াইয়া আযান দিবেন। আযান শেষ হওয়ার পর সঙ্গে সঙ্গেই ইমাম সাহেব দাঁড়াইয়া প্রথম খোৎবা পাঠ করিবেন। প্রথম খোৎবা শেষ হওয়ার পর একটু বসিয়া পুনরায় দাঁড়াইয়া দ্বিতীয় খোৎবা পাঠ করিবেন। (জুমু'আর খোৎবা পাঠ করা ফরয) খোৎবা শেষ হইবার পর নামায শুরু হইবে।

ঈদের নামায

ঈদ অর্থ খুশী। পবিত্র রমযান মাসের সিয়াম (রোযা) সাধনার পর শাওয়ালের চাঁদের প্রথম তারিখে এক ঈদ। ইহাকে ঈদুল ফিতর বলে। (অর্থাৎ রোযার ঈদ) এবং জিলহজ্ব চাঁদের ১০ তারিখে এক ঈদ। ইহাকে ঈদুল আযহা বলে। (অর্থাৎ কুরবানীর ঈদ)।

জুমু'আর নামাযের মত উভয় ঈদের নামাযে দুইটি করিয়া খোৎবা পড়িতে হয়। (পার্থক্য শুধু এই যে, জুমু'আর নামাযের খোৎবা নামাযের পূর্বে পড়িতে হয় এবং উহা ফরয আর ঈদের নামাযের খোৎবা নামায আদায়ের পর পড়িতে হয় এবং উহা সুন্নত। অবশ্য উভয় নামাযের খোৎবাই শ্রবণ করা ওয়াজিব।

ঈদুল ফিতরের নামাযের নিয়ত ঃ

আমি ঈদুল ফিতরের দুই রাকাআত ওয়াজিব নামায ছয় তাকবীরের সহিত (মুক্তাদী হইলে) এই ইমামের পিছনে আদায় করিতেছি।

ঈদুল আযহার নামাযের নিয়ত ঃ

আমি ঈদুল আযহার দুই রাকাআত ওয়াজিব নামায ছয় তাকবীরের সহিত (মুক্তাদী হইলে) এই ইমামের পিছনে আদায় করিতেছি।

ঈদের নামাযের নিয়ম ঃ

প্রথম রাকাআতে তাকবীরে তাহ্‌রীমার পর ছানা পাঠ করত তিন তাকবীর বলিতে হয়। প্রথম তাকবীরের সময় দোন হাত কান পর্যন্ত উঠাইয়া আল্লাহু আকবার বলিয়া হাত ছাড়িয়া দিবে। দ্বিতীয় তাকবীরের সময়ও অনুরূপ করিবে। তৃতীয় তাকবীরের সময় হাত উঠাইয়া আল্লাহু আকবার বলিয়া হাত বাঁধিয়া লইবে।

প্রথম রাকাআতের যাবতীয় কার্যাদি শেষ করিয়া দ্বিতীয় রাকাআতে দাঁড়াইয়া কেরাআত শেষ করার পর রুকুর পূর্বে তিন তাকবীর বলিতে হয়। এই সময় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় তাকবীরে দোন হাত উঠাইয়া ছাড়িয়া দিতে হইবে। অতপর আল্লাহু আকবার বলিয়া রুকুতে চলিয়া যাইবে। দ্বিতীয় রাকাআত শেষ হওয়ার পর (সালাম ফিরাইবার পর) ইমাম সাহেব মিম্বরে উঠিয়া খোৎবা পাঠ করিবেন। খোৎবা শোনা ওয়াজিব। খোৎবা সমাপ্ত হইলে ঈদগাহ্ হইতে বিদায় নিবে। খোৎবা পড়াকালীন সময়ে কথা বলা, হাটা চলা বা ঘোরাফেরা করা জায়িয নাই। (কোন ঈদেই আযান বা ইকামত নাই।)

বিঃ দ্রঃ ঈদুল আযহার সময় জোরে জোরে (বুলন্দ আওয়াজে) তাকবীরে তাশরীক বলিতে বলিতে ঈদগাহের দিকে আসিবে। কিন্তু ঈদুল ফিতরের সময় তাকবীরে তাশরীক মনে মনে পড়িতে হইবে। ইহা সুন্নত।

তাকবীরে তাশরীক ঃ

اَللّٰهُ اَكْـــبَرْ اَللّٰهُ اَكْـــبَرْ لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْـــبَرْ اَللّٰهُ اَكْـــبَرْ وَلِلّٰهِ الْـــحَمْدُ -

কুরবানীর দু'আ ঃ

اِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ حَــنِيْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ اِنَّ صَلٰوتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِــىْ لِلّٰهِ رَبِّ

الْعٰلَمِيْنَ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

اَللّٰهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ بِسْمِ اللهِ اَللهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّىْ

كَمَا تَقَبَّلْتَ مِنْ حَبِيْبِكَ مُحَمَّدٍ وَّخَلِيْلِكَ اِبْرَاهِيْمَ

عَلَيْهِمَا الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ -

ছুরি হাতে নিয়া (জবাই করার অস্ত্র) উপরোক্ত দুআটির 'মিনাল মুসলিমীন' পর্যন্ত পাঠ করত যাহাদের নামে কুরবানী করা হইতেছে তাহাদের নাম স্মরণ করিয়া বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার বলিতে বলিতে যবাই করিবে (ছুরি চালাইবে)। যবাই শেষ করিয়া সাথে সাথে আল্লাহুম্মা তাকাব্বাল থেকে দুআ শেষ পর্যন্ত পড়িবে।

আকীকার দু'আ ঃ

اَللّٰهُمَّ هٰذِهٖ عَقِيْقَةُ ابْنِىْ دَمُهَا بِدَمِهٖ وَلَحْمُهَا بِلَحْمِهٖ

وَعَظْمُهَا بِعَظْمِهٖ وَجِلْدُهَا بِجِلْدِهٖ وَشَعْرُهَا بِشَعْرِهٖ - اِنِّىْ

وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَا

اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ اِنَّ صَلٰوتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ

رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا مِنَ

الْمُسْلِمِيْنَ اَللّٰهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ بِسْمِ اللهِ اَللهُ اَكْبَرُ -

আকীকা ঃ ছেলেদের জন্য দুইটি ছাগল জাতীয় প্রাণী, অথবা (গরু, মহিষের) সাত ভাগের দুই ভাগ। আর মেয়ে হইলে একটি ছাগল জাতীয় প্রাণী কিংবা (গরু, মহিষের) এক ভাগ, আল্লাহর নামে যবাই করিতে হইবে। আকীকা করা সুন্নত। আকীকা ও কুরবানীর গোশত সকলেই খাইতে পারিবে।

জানাযা ও তাহার আনুষাঙ্গিক মাস্আলাহ্

মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তির মৃত্যু যখন নিকটবর্তী হয় অর্থাৎ মরণাপন্ন অবস্থায় যখন পতিত হয়, তখন তাহাকে উত্তর দিকে মাথা ও পশ্চিমমুখী করিয়া ডান দিকে কাত করিয়া শোয়ানো সুন্নত। এমতাবস্থায় তাহার নিকট বসিয়া জোরে জোরে কালিমা পড়িবে। তাহাকে কালিমা পড়িবার জন্য জবরদস্তি করা ঠিক হইবে না। কেননা ঐ মুহূর্তটা ভীষণ কষ্টদায়ক। ইহা ছাড়াও জোরাজুরিতে তাহার মুখ দিয়া কোন খারাপ কথা বাহির হইয়া যাওয়ার আশংকা থাকে। আশা করা যায়, পার্শ্বে বসিয়া জোরে জোরে কালিমার তালকীন শুনিয়া সেও পড়িয়া লইবে।

এইরূপ অবস্থায় নিকটে বসিয়া সূরায়ে ইয়াসীন পড়িলে মৃত্যুর কষ্ট কম হয়। কিন্তু মৃত্যুর পর মাইয়াতের পার্শ্বে গোসলের পূর্বে কুরআন বা তাহার কোন অংশ তিলাওয়াত করিবে না।

মৃত্যুর পর শরীরের সমস্ত অঙ্গ ঠিক করিয়া দিবে। হাত পা বাঁকা থাকিলে উহা টানিয়া সোজা করিয়া দিবে। চক্ষুদ্বয় হাতে বন্ধ করিয়া দিবে এবং একখানা কাপড় দ্বারা মুখ এইভাবে বন্ধ করিবে যে, কাপড় তাহার থুতনীর নিচ দিয়া বাহির করিয়া কাপড়ের উভয় মাথা তাহার মাথার উপরে নিয়ে গিরা লাগাইবে। যাহাতে মুখ খুলিয়া যাইতে না পারে। তৎপর পায়ের উভয় বৃদ্ধাঙ্গুলি মিলাইয়া বাঁধিয়া দিবে এবং একখানা চাদর দিয়া সারা শরীর ঢাকিয়া দিবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গোসল ও কাফন-দাফনের কাজ সমাধা করিবে।

মাইয়াতের মুখ ও চোখ বন্ধ করিবার সময় নিম্নের দু'আটি পড়িবে ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ -

মাইয়াতের গোসল ঃ

কাফন দাফনের সামগ্রী তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করিয়া একখানা চওড়া তক্তা অথবা তক্তপোষের (গোসলের খাট) চারদিকে ৩,৫,৭ বার লোবান

অথবা আগরবাতি দ্বারা ধুমায়িত করিয়া তাহার উপর মৃত ব্যক্তিকে রাখিবে। অতপর তাহার পরিধানের সমস্ত কাপড় খুলিয়া ফেলিবে। শুধু নাভী হইতে হাঁটু পর্যন্ত একখানা কাপড় দ্বারা ঢাকিয়া রাখিবে।

মাইয়াতের গোসলের নিয়ম এই যে, সর্বপ্রথম মৃত ব্যক্তিকে ইস্তেঞ্জা করাইবে, অর্থাৎ পানি দ্বারা তাহার লজ্জাস্থান ও বাহ্যদ্বার ধৌত করিবে। কিন্তু খবরদার! তাহার সতর স্পর্শ বা দর্শন করিবে না। হাতে কিছু কাপড় পেঁচাইয়া লইয়া কাপড়ের নিচে হাত প্রবেশ করাইবে। অতপর অযু করাইবে, কিন্তু কুলি ও নাকের ভিতরে পানি দিবে না।

বরং নাক, মুখের ভিতরে ও কানের ছিদ্রে তুলা অথবা কাপড় দ্বারা বন্ধ করিয়া দিবে, যাহাতে ভিতরে পানি যাইতে না পারে। (হাতের পাঞ্জা (কব্জা) ধোয়াইবে না)। অযু শেষ করার পর তুলা বা কাপড় ভিজাইয়া দাঁতের গোড়া এবং নাকের ছিদ্র তিনবার মুছিয়া পরিষ্কার করিয়া দিতে পারিলে ভাল। মৃত ব্যক্তি জানাবাতের অবস্থায় মারা গেলে ঐ রূপ তুলা বা কাপড় ভিজাইয়া পরিষ্কার করিয়া দেওয়া (আবশ্যকীয়) ওয়াজিব। তারপর মাথা ও (মাইয়াত পুরুষ হইলে) দাড়ি সাবান ইত্যাদি দ্বারা উত্তমরূপে ধৌত করিবে। অতপর বাম করটে শোয়াইয়া মাথা হইতে পা পর্যন্ত তিনবার এমনভাবে পানি ঢালিবে, যাহাতে বাম পার্শ্বের নিচে পানি পৌঁছিয়া যায়। তারপর ডান পার্শ্বে শয়ন করাইয়া ঐরূপ তিনবার পানি ঢালিবে। ইহার পর তাহাকে গোসল প্রদানকারীর শরীরের সহিত টেক লাগাইয়া একটু বসাইবে এবং ধীরে ধীরে তাহার পেট মালিশ করিবে ও পেটে সামান্য চাপ দিবে। যদি পায়খানা ইত্যাদি কিছু বাহির হয়, তাহা ঢিলা ইত্যাদি দ্বারা পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া দিবে। কিন্তু অযু গোসল পুনরায় দিতে হইবে না। অতপর পাক কাপড় দ্বারা মৃত ব্যক্তির শরীরের পানি শুকাইয়া (মুছিয়া) কাফন পরাইবে।

মৃত ব্যক্তিকে বরই গাছের পাতাযুক্ত গরম পানি দ্বারা গোসল করাইবে। ইহা পাওয়া না গেলে স্বাভাবিক পানি ও সাবান দ্বারা গোসল দিবে। সমস্ত শরীর তিনবার ধৌত করা সুন্নত। একবার সমস্ত শরীর ধৌত করিলেও ফরয আদায় হইয়া যাইবে।

কাফন দেওয়ার নিয়ম ঃ

পুরুষের জন্য তিনটি কাপড় দেওয়া সুন্নত। ১. ইযার (মাথা হইতে পা পর্যন্ত), ২. লেফাফা বা চাদর (উক্ত মাপের), ৩. কোর্তা (গলা হইতে পায়ের অর্ধ থোরা পর্যন্ত) এবং স্ত্রী লোকের এই তিনটি ছাড়াও আরও অতিরিক্ত দুইটি কাপড় লাগিবে। যথা- ৪. সেরবন্দ (তিন হাত লম্বা), ৫. সীনাবন্দ (বক্ষ হইতে রান পর্যন্ত যাহাতে শরীরকে বেষ্টন করিতে পারে।

খাটের উপর সর্বপ্রথম লেফাফা বিছাইবে, তারপর ইযার, অতপর কোর্তার নিম্নভাগ বিছাইয়া উপরের অংশ মাথার দিকে গুছাইয়া রাখিবে। ইহার পর কাফনকে গোসলের তক্তার ন্যায় লোবান ইত্যাদি দ্বারা ৩/৫/৭বার ধুমায়িত করিবে। তারপর মৃতকে কাফনের উপর রাখিয়া প্রথমে কোর্তা গলার ভিতর দিয়া প্রবেশ করাইবে তারপর ইযার দ্বারা প্রথমে বাম পার্শ্ব অতপর ডান পার্শ্ব ঢাকিয়া দিবে। তারপর লেফাফা দ্বারা উপরোক্ত প্রকারে ঢাকিয়া দিবে। সর্বশেষ কাপড়ের চিকন আঁচল কিংবা মোটা সুতা দ্বারা মাথা ও পায়ের দিক ও মাঝখানে গিরা দিয়া বন্ধ করিয়া দিবে।

স্ত্রীলোকদের কাফনে কোর্তা পরাইবার পর মাথার চুল দুইভাগে বিভক্ত করিয়া কোর্তার উপরে বক্ষের উপর দুই পার্শ্ব হইতে আনিয়া রাখিয়া দিবে। তারপর সেরবন্দ মাথা ও চুলের উপর রাখিয়া দিবে। কিন্তু তাহা দ্বারা মুখ ঢাকিবে না। এবং ইযারের পর সীনাবন্দ পরাইয়া তারপর লেফাফা পরাইবে। পুরুষ স্ত্রী উভয় মাইয়াতকে কাফনের উপর রাখা ও কোর্তা পরাইয়া দেওয়ার পর মাথা এবং পুরুষদের দাড়ির মধ্যে আতর মাখাইয়া দিবে এবং কপাল, নাক, উভয় হাতের তালু, দুই হাটু ও দুই পায়ের আঙ্গুলের মধ্যে কর্পুর মালিশ করিয়া দিবে। কাফনের আতর মাখানো বা আতর মাখা তুলা ইত্যাদি কানে রাখা শরীয়তে প্রমাণিত নাই। সুতরাং তাহা ত্যাগ করিবে।

এই স্থলে মধ্যম আকারের স্ত্রী-পুরুষের কাফনের একটি আনুমানিক নক্‌শা প্রদত্ত হইল ঃ

ক্রমিক	কাপড়	দৈর্ঘ্য	প্রস্থ	পরিমাণ	মন্তব্য
১।	ইযার	আড়াই গজ	সোয়া গজ বা দেড় গজ	মাথা হইতে পা পর্যন্ত	১৪ হইতে ১৬ গিরা বহরের কাপড় দেড় পাটে হইবে।
২।	লেফাফা	পৌনে তিন গজ	ঐ	ঐ	ঐ
৩।	কোর্তা	আড়াই গজ	এক গজ	গলা হইতে পায়ের অর্ধ থোরা পর্যন্ত	১৪ হইতে ১৬ গিরা বহরের কাপড় ১ পাটে হইবে।
					গলার জন্য কাটিয়া দ্বিগুণ করিয়া লইতে হইবে।
৪।	সেরবন্দ	দেড় গজ	১২ গিরা (দেড় হাত)	যতদূর হয় স্ত্রীলোকদের জন্য	
৫।	সীনাবন্দ	এক গজ	সোয়া গজ অর্থাৎ আড়াই হাত	বগলের নিচ হইতে রান পর্যন্ত	মাথার চুল দুই ভাগ করিয়া ডানে বামে বক্ষের উপর রাখিবে। এবং তাহার উপর সেরবন্দ রাখিবে।

অর্থাৎ পুরুষদের জন্য একগজ বহরের কাপড় আনুমানিক ১১ গজ এবং স্ত্রীলোকদের জন্য ১৪ গজ কাপড় হইলে প্রায় হইয়া যাইবে। সোয়া গজ কিংবা দেড় গজ বহরের হইলে পুরুষের জন্য ৭/৮ গজ এবং স্ত্রীলোকদের জন্য ৯/১০ গজে হইয়া যাইবে। কিন্তু বেশী কমে হিসাব করিয়া লওয়া উচিত। শিশু বালক-বালিকাদের জন্য তদুনুপাতে করিয়া লইতে হইবে।

জানাযার নামায ঃ

জানাযার নামায ফরযে কেফায়া। অর্থাৎ অনাদায়ে গ্রামের সকলেই গুনাহগার হইবে। অবশ্য কিছু সংখ্যক লোক নামায আদায় করিলেও ফরয আদায় হইয়া যাইবে। তাহাতে অনুপস্থিত গ্রামবাসী আর গুনাহগার হইবে না।

জানাযার নামাযে দুইটি কাজ ফরয ঃ

১। চারবার আল্লাহু আকবার বলা। ২. দাঁড়াইয়া জানাযার নামায পড়া।

জানাযার নামাযে তিনটি কাজ সুন্নত ঃ

১। প্রথম তাকবীরের পর ছানা পড়া। ২. দ্বিতীয় তাকবীরের পর দুরূদ শরীফ পড়া। ৩. তৃতীয় তাকবীরের পর মাইয়াতের জন্য দুআ করা।

জানাযার নামায আদায় করিবার নিয়ম ঃ

মাইয়াতকে সামনে রাখিয়া ইমাম তাহার সীনা (বক্ষ) বরাবর দাঁড়াইবে এবং সকলে নিয়ত করিবে, আমি আল্লাহ পাকের জন্য জানাযার ফরযে কেফায়ার নামায আদায় করিতেছি এবং এই মাইয়াতের জন্য দু'আ করিতেছি। এই বলিয়া আল্লাহু আকবার বলত নামাযের ন্যায় হাত বাঁধিবে। অতপর সানা পড়িবে।

ছানা ঃ

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ

وَجَلَّ ثَنَائُكَ وَلاَ اِلٰهَ غَيْرُكَ -

তারপর পুনরায় আল্লাহু আকবার বলত দুরূদ শরীফ পাঠ করিবে। (নামাযের দুরূদ শরীফ)

اَللّٰـــهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْــرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْــرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ - اَللّٰـــهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْــرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْــرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ -

অতঃপর পুনরায় তৃতীয় তাকবীর বলিয়া এই দুআ পড়িবে।

দু'আ ঃ

اَللّٰـــهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِـــنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِـــبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَـــبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَاُنْـــثٰنَا - اَللّٰـــهُمَّ مَنْ اَحْيَـــيْتَهٗ مِنَّا فَاَحْـــيِهٖ عَلَى الْاِسْــــلَامِ وَمَنْ تَوَفَّـــيْتَهٗ مِنَّا فَـــتَوَفَّهٗ عَلَى الْاِيْمَانِ -

বিঃ দ্রঃ উল্লেখিত দুআটি প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জন্য।

অতঃপর চতুর্থ তাক্‌বীর বলত আসসালামু আলাইকুম বলিয়া নামায শেষ করিবে।

যদি মাইয়্যাত নাবালেগ ছেলে হয়, তখন এই দুআটি পড়িবে। (তৃতীয় তাকবীরের পরের দুআর স্থলে)

اَللّٰـــهُمَّ اجْـــعَلْهُ لَنَا فَـــرَطًا وَّاجْـــعَلْهُ لَنَا اَجْـــرًا وَّذُخْـــرًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا شَـــافِعًا وَّمُشَـــفَّعًا -

আর যদি মাইয়্যাত নাবালিগা মেয়ে হয়, তখন এই দুআ পড়িবে।

اَللّٰــهُمَّ اجْعَلْهَا لَنَا فَــرْطًا وَّاجْــعَلْهَا لَنَا اَجْــرًا وَّذُخْــرًا

وَّاجْعَلْهَا لَنَا شَافِــعَةً وَّمُشَــفَّعَةً -

বিঃ দ্রঃ জানাযার নামাযে প্রথম তাকবীর ব্যতীত আর কোন তাকবীরে হাত উঠানো হইবে না।

মাইয়্যাতের দাফন ঃ জানাযার নামায শেষ করার পর মাইয়্যাতকে তাড়াতাড়ি দাফনের ব্যবস্থা করিবে, দাফন করা ফরযে কেফায়া।

দাফনের নিয়ম ঃ কবরের পশ্চিমে খাট রাখিয়া কবরের ভিতর প্রয়োজনমত ৩/৪ জন নামিয়া পশ্চিমমুখী হইয়া মাইয়্যাতকে হাতে করিয়া কবরে রাখিবে এবং কবরে নামানোর সময় মাইয়্যাতকে পশ্চিমমুখী করিয়া ডান পার্শ্বের উপর শয়ন করাইবে। ইহা সুন্নতে মুআক্কাদাহ। মাইয়্যাতকে যাহারা কবরে রাখিবে, তাহারা রাখিবার সময় নিম্নের দুআটি পড়িবে।

بِــسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى مِــلَّةِ رَسُــوْلِ اللّٰهِ -

যেই পরিমাণ মাটি কবর হইতে উঠানো হইয়াছে, তাহাই কবরে ঢালিবে, অতিরিক্ত মাটি ঢালিবে না এবং কবরকে অর্ধহাতের বা এক বিঘতের বেশী উঁচু করিবে না। কবরকে পোক্তা করা, তাহার উপর ঘর তৈয়ার করা, কিংবা কবরের উপর পর্দা বা মশারী টাঙ্গানো বা বাতি জ্বালানো জায়িয নাই। আবশ্যক হইলে হেফাযত ও নিশানার জন্য পাথর খণ্ড ইত্যাদিতে কিছু লেখা ও চারদিকে বেষ্টনি দেওয়া জায়িয আছে।

রমাজানের রোযা

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ - (البقرة ١٨٣)

আল্লাহ তাআলা বলেন, হে মুমিন সকল! তোমাদের উপর রমাজান মাসের রোযা ফরয করা হইয়াছে। যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর ফরয করা হইয়াছিল, যাহাতে তোমরা মুত্তাকী হইতে পার।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ؓ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ اٰدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا اِلٰى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اِلاَّ الصَّوْمَ فَاِنَّهٗ لِىْ وَاَنَا اَجْزِىْ بِهٖ -

(مشكوة صـ١٧٣)

অর্থ ঃ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, বনী আদমের সকল আমলের প্রতিদান দশগুণ হইতে সাতশতগুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, রোযা আমার জন্যই এবং আমি তার প্রতিদান দিব।

রোযা ইসলামের মুল পাঁচটি ভিত্তি হইতে একটি ঃ

রমাজান মাসে রোযা রাখা আল্লাহ পাক মুমিনদের ওপর ফরয করিয়াছেন। রোযাকে আরবী ভাষায় সওম বলা হয়। সওম শব্দের আভিধানিক অর্থ বিরত থাকা। শরীয়তের পরিভাষায় সওম বলা হয় সুবহে সাদিক হইতে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত ইবাদতের নিয়তে পানাহার ও গুনাহ হইতে বিরত থাকাকে।

রোযার নিয়ম ঃ

রমাজান মাসের রোযার জন্য রাত্রে এই নিয়্যত করিলে যথেষ্ট হইবে। আমি আগামীকাল রোযা রাখিব, অথবা দিনে ১১ টার পূর্বে এই নিয়্যত করিবে আমি আজকে রোযা রাখিলাম।

যে সকল কারণে রোযা ভঙ্গ হয় ঃ

ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার বা স্ত্রী সহবাস করিলে, নাকে কানে তেল বা ঔষধ প্রবেশ করাইলে। নৈশ্য গ্রহণ করিলে। স্বেচ্ছায় মুখ ভরিয়া বমি করিলে। সামান্যতম বমি হইলে তাহা গিলিয়া ফেলিলে। কুলি করার সময় পানি গলায় ঢুকিয়া পড়িলে। অবশ্য রোযার কথা স্মরণ না থাকিলে রোযা নষ্ট হইবে না।

ছোলা বা তাহার থেকে বড় ধরনের খাদ্য গিলিয়া ফেলিলে। মুখে পান রাখিয়া ঘুমাইয়া সুবহে সাদিকের পর জাগ্রত হইলে। ধুমপান করিলে। ইচ্ছাকৃতভাবে লোবান অথবা অন্য কোন সুগন্ধি দ্রব্যের ধোঁয়া গলধকরণ করিলে অথবা নাকে টানিয়া লইলে। রাত্র মনে করিয়া সুবহে সাদিকের পর সাহরী খাইলে। সূর্য অস্তের পূর্বে সূর্য অস্ত গিয়াছে মনে করিয়া ইফতার করিলে।

সদকায়ে ফিতর ঃ

যে কোন সাবালক সজ্ঞান মুসলমান ঈদের দিন ঋণের অতিরিক্ত সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ অথবা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্য কিংবা তৎসম মূল্যের নগদ টাকা বা অন্য মালামালের মালিক হইলে তাহার ওপর সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হইবে। ফিতরা নিজের ও নাবালক সন্তানদের পক্ষ হইতে আদায় করা ওয়াজিব।

ফিতরার পরিমাণ ঃ

পৌনে দুই সের আটা বা গম অথবা বাজার দর হিসেবে তাহার মূল্য। ফিতরা ঈদের নামাযের পূর্বে আদায় করিতে হয়, যথা সময়ে আদায় না করিলে তাহার জিম্মায় আদায় করা ওয়াজিব থাকিয়া যাইবে।

যাকাত

قَالَ اللهُ تَعَالٰى : وَاَقِيْمُوْا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوْا الزَّكٰوةَ وَاَقْرِضُوْا اللهَ قَرْضًا حَسَنًا وَّمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللهِ هُوَ خَيْرًا وَّاَعْظَمَ اَجْرًا - (المزمل ٢٠)

আল্লাহ তাআলা বলেন, নামায কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহকে দাও উত্তম ঋণ। তোমরা তোমাদের আত্মার মঙ্গলের জন্য ভাল যাহা কিছু অগ্রীম প্রেরণ করিবে, তোমরা তাহা পাইবে আল্লাহর নিকট। উহা উৎকৃষ্টতর এবং পুরষ্কার হিসেবে মহত্তর আর তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা কর আল্লাহর নিকট। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা মুজ্জাম্মিল ২০)

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ- يَوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ - (التوبة ٣٤-٣٥)

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন, আর যাহারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঞ্জীভূত করে এবং উহা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, উহাদিগকে মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও। যে দিন জাহান্নামের অগ্নিতে উহা উত্তপ্ত করা হইবে, এবং উহা দ্বারা তাহাদের ললাট, পার্শ্ব ও পৃষ্টদেশে দাগ দেওয়া হইবে সে দিন বলা হইবে, ইহাই উহা, যাহা তোমরা নিজেদের জন্য পুঞ্জীভূত করিতে। সুতরাং তোমরা যাহা পুঞ্জীভূত করিয়াছিলে তাহা আস্বাদন কর। (সূরা তাওবা ৩৪)

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالاً فَلَمْ يُؤَدِّ زَكٰوتَهٗ مُثِّلَ لَه مَالُهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا اَقْرَعَ لَهٗ زَبِيْبَتَانِ يُطَوِّقُهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ يَعْنِيْ شِدْقَيْهِ ثُمَّ يَقُوْلُ اَنَا مَالُكَ اَنَا كَنْزُكَ ثُمَّ تَلَا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ - الاٰية ..... (مشكوة صـ١٥٥)

হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যাহাকে আল্লাহ তাআলা মাল দান করিয়াছেন আর সে উহার যাকাত আদায় করে নাই, কিয়ামতের দিন তাহার মালকে তাহার জন্য একটি মাথায় টাক পড়া সাপ স্বরূপ করা হইবে। যাহার চক্ষুর উপর দুটি কাল দাগ থাকিবে। (অর্থাৎ অতি বিষাক্ত হইবে) উহাকে তাহার গলায় বেড়ী স্বরূপ করা হইবে। উহা আপন মুখের দুই দিক দ্বারা তাহাকে দংশন করিতে থাকিবে। (অথবা উহা তাহার মুখের দিকে দংশন করিতে থাকিবে) এবং বলিবে আমি তোমার মাল আমি তোমার সংরক্ষিত অর্থ। অতএব নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহার (সমর্থনে) আয়াত পাঠ করিলেন, যাহারা কৃপণতা করিয়া থাকে, আল্লাহ তাহাদেরকে যে মাল দান করিয়াছেন তাহা লইয়া তাহারা যেন মনে না করে- ইহা তাহাদের জন্য উত্তম বরং ইহা তাহাদের জন্য মন্দ। অতি শীঘ্রই কিয়ামতের দিন তাহাদের গলায় বেড়ী স্বরূপ করা হইবে- যাহা লইয়া তাহারা কৃপণতা করিতেছে। (বুখারী, মুসলিম)

যাকাত ইসলামের মৌলিক পাঁচটি বিষয় হইতে একটি বিষয়। যে কোন সাবালক সজ্ঞান মুসলমান সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্য অথবা সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ কিংবা তৎসম মূল্যের নগদ টাকা বা ব্যবসার মালের মালিক হইলে এবং ঐ মাল তার নিকট নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস ও ঋণের অতিরিক্ত হয়ে এক বছর কাল স্থায়ী হইলে তাহার উপর যাকাত ফরয হইবে। অনুরূপভাবে যদি কিছু স্বর্ণ আর কিছু রৌপ্য থাকে আর পৃথকভাবে কোন একটির নিসাব পরিপূর্ণ না হয় তখন উভয়ের মূল্য যোগ করিলে যদি সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্যে মূল্যের সম পরিমাণ হয়, তখনও যাকাত ফরয হইবে। তেমনিভাবে যদি কিছু স্বর্ণ বা রৌপ্যের সাথে নগদ টাকা বা ব্যবসার মাল থাকে এবং এ সবের মূল্য সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্যের মূল্যের পরিমাণ হয় তখনও যাকাত ফরয হইবে। যাকাত ফরয হওয়ার পর মালের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ অর্থ শতকরা আড়াই টাকা হারে যাকাত আদায় করিতে হইবে।

জুমু'আর প্রথম খুৎবা

الخطبة الأولى للجمعة في الأخذ بالقرآن علما وعملا

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ امْتَنَّ عَلٰى عِبَادِهٖ بِنَبِيِّهِ الْمُرْسَلِ، صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكِتَابِهِ الْمُنَزَّلِ، حَتّٰى اتَّسَعَ عَلٰى اَهْلِ
الْاَفْكَارِ طَرِيْقُ الْاِعْتِبَارِ بِمَا فِيْهِ مِنَ الْقَصَصِ وَالْاَخْبَارِ،
وَاتَّضَحَ بِهٖ سُلُوْكُ الْمَنْهَجِ الْقَوِيْمِ وَالصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيْمِ، بِمَا
فَصَّلَ فِيْهِ مِنَ الْاَحْكَامِ، وَفَرَّقَ بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ،
وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَنَشْهَدُ اَنَّ
سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهُ الَّذِىْ نَزَّلَ
الْفُرْقَانَ عَلَيْهِ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا، صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهِ الَّذِيْنَ تَذَكَّرُوْا بِالْقُرْاٰنِ وَذَكَّرُوْا بِهِ النَّاسَ
تَذْكِيْرًا، اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهٗ، وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ
وَالسَّلَامُ: يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْاٰنِ اِقْرَأْ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ كَمَا
كُنْتَ تُرَتِّلُ فِى الدُّنْيَا فَاِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ اٰخِرِ اٰيَةٍ تَقْرَأُهَا،

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلاَمُ: اِنَّ الَّذِىْ لَيْسَ فِىْ جَوْفِهٖ شَىْءٌ

مِنَ الْقُرْاٰنِ كَالْبَيْتِ الْخَرِبِ، وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلاَمُ:

مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِّنْ كِتَابِ اللّٰهِ تَعَالٰى فَلَهٗ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ

اَمْثَالِهَا، وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلاَمُ: مَنْ قَرَأَ الْقُرْاٰنَ

فَاسْتَظْهَرَهٗ فَاَحَلَّ حَلاَلَهٗ وَحَرَّمَ حَرَامَهٗ اَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ

وَشَفَّعَهٗ فِىْ عَشْرَةٍ مِنْ اَهْلِ بَيْتِهٖ كُلُّهُمْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ،

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - فَلاَ أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ

النُّجُوْمِ - وَاِنَّهٗ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُوْنَ عَظِيْمٌ - اِنَّهٗ لَقُرْاٰنٌ

كَرِيْمٌ - فِىْ كِتَابٍ مَّكْنُوْنٍ - لاَ يَمَسُّهٗ اِلاَّ الْمُطَهَّرُوْنَ -

ঈদুল ফিত্‌রের খোৎবা

خُطْبَةُ عِيْدِ الْفِطْرِ

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ
اَلْحَمْدُ - اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الْمُنْعِمِ الْمُحْسِنِ الدَّيَّانِ ذِىْ الْفَضْلِ
وَالْجُوْدِ وَالْاِحْسَانِ - ذِى الْكَرَمِ وَالْمَغْفِرَةِ وَالْاِمْتِنَانِ -
اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ
الْحَمْدُ - وَنَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهٗ لاَ شَرِيْكَ لَهٗ - وَنَشْهَدُ
اَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ الَّذِىْ اَرْسَلَ حِيْنَ شَاعَ
الْكُفْرُ فِى الْبُلْدَانِ - صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ مَا
لَمَعَ الْقَمَرَانِ وَتَعَاقَبَ الْمَلَوَانِ - اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لاَ اِلٰهَ
اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ - اَمَّا بَعْدُ فَاعْلَمُوْا
اَنَّ يَوْمَكُمْ هٰذَا يَوْمُ عِيْدٍ لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ فِيْهِ عَوَائِدُ الْاِحْسَانِ
وَرَجَاءُ نَيْلِ الدَّرَجَاتِ وَالْعَفْوِ وَالْغُفْرَانِ - اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ
اَكْبَرُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ - وَقَدْ
قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيْدًا وَهٰذَا
عِيْدُنَا اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ
اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ - وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فَاِذَا كَانَ يَوْمُ عِيْدِهِمْ يَعْنِىْ يَوْمُ فِطْرِهِمْ بَاهٰى بِهِمْ مَلٰئِكَتَهٗ فَقَالَ يَا مَلآئِكَتِىْ مَا جَزَآءُ اَجِيْرٍ وَّفّٰى عَمَلَهٗ - قَالُوْا رَبَّنَا جَزَآءُهٗ اَنْ يُّوَفّٰى اَجْرُهٗ - قَالَ مَلآئِكَتِىْ عَبِيْدِىْ وَاِمَآئِىْ قَضَوْا فَرِيْضَتِىْ عَلَيْهِمْ ثُمَّ خَرَجُوْا يَعُجُّوْنَ اِلَى الدُّعَآءِ - وَعِزَّتِىْ وَجَلاَلِىْ وَكَرَمِىْ وَعُلُوِّىْ وَارْتِفَاعِ مَكَانِىْ لاُجِيْبَنَّهُمْ - فَيَقُوْلُ ارْجِعُوْا قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ وَبَدَّلْتُ سَيِّئَاتِكُمْ حَسَنَاتٍ قَالَ فَيَرْجِعُوْنَ مَغْفُوْرًا لَّهُمْ - اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ - وَهٰذَا مِنْ فَضَائِلِهٖ - اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ - وَاَمَّا مِنْ اَحْكَامِهِ الْاَوَّلُ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلاَمُ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ اَتْبَعَهٗ سِتًّا مِّنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ - اَلثَّانِيَةُ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ بَيْنَ اَضْعَافِ الْخُطْبَةِ يُكْثِرُ التَّكْبِيْرَ فِىْ خُطْبَةِ الْعِيْدَيْنِ - اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ - اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى - وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى -

ঈদুল আয্হার খোৎবা

خُطْبَةُ عِيْدِ الْاَضْحٰى

اَللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ جَعَلَ لِكُلِّ اُمَّةٍ مَّنْسَكًا لِّيَذْكُرُوْا اسْمَ اللهِ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ - وَعَلَّمَ التَّوْحِيْدَ وَاَمَرَ بِالْاِسْلَامِ - اَللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ - وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ- وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهُ الَّذِىْ هَدَانَا اِلٰى دَارِ السَّلَامِ - اَللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهِ الَّذِيْنَ قَامُوْا بِاِقَامَةِ الْاَحْكَامِ - وَبَذَلُوْا اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ - فَيَالَهُمْ مِّنْ كِرَامٍ - وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا - اَللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ - اَمَّا بَعْدُ فَاعْلَمُوْا اَنَّ يَوْمَكُمْ هٰذَا يَوْمُ عِيْدٍ شَرَعَ لَكُمْ فِيْهِ ذَبْحَ الْاُضْحِيَّةِ بِالْاِخْلَاصِ وَصِدْقِ النِّيَّةِ - اَللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ - فَقَدْ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاعَمِلَ ابْنُ اٰدَمَ مِنْ عَمَلٍ يَّوْمَ النَّحْرِ اَحَبَّ اِلَى اللهِ

مِنْ اِهْرَاقِ الدَّمِ - وَاِنَّهُ لَيَأْتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُوْنِهَا وَاَشْعَارِهَا وَاَظْلاَفِهَا - وَاِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ اَنْ يَّقَعَ بِالْاَرْضِ فَطِيْبُوْا بِهَا نَفْسًا - اَللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ اللهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ - وَقَالَ اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَارَسُوْلَ اللهِ مَا هٰذِهِ الْاَضَاحِىْ قَالَ سُنَّةُ اَبِيْكُمْ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ والسَّلاَمُ - قَالُوْا فَمَا لَنَا فِيْهَا يَا رَسُوْلَ اللهِ! قَالَ بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ - قَالُوْا فَالصُّوْفُ يَا رَسُوْلَ اللهِ - قَالَ بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِنَ الصُّوْفِ حَسَنَةٌ - اَللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ اللهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلاَمُ مَنْ وَّجَدَ سَعَةً لِّاَنْ يُّضَحِّيَ فَلَمْ يُضَحِّ فَلاَ يَحْضُرُ مُصَلاَّنَا - اَللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ - وَقَالَ اِبْنُ عُمَرَ الْاَضَاحِىُّ يَوْمَانِ بَعْدَ يَوْمِ الْاَضْحٰى - وَعَنْ عَلِيٍّ مِثْلُهٗ - اَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - لَنْ يَّنَالَ اللهَ لُحُوْمُهَا وَلاَ دِمَائُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوْا اللهَ عَلٰى مَا هَدٰكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِيْنَ -

বিবাহের খোৎবা

خُطبَةُ النِّكاح

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا - مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهٗ - وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلاَ هَادِىَ لَهٗ - وَاَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ - يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ وَلاَ تَمُوْتُنَّ اِلاَّ وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ - يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَّنِسَاءً - وَّاتَّقُوْا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَاءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامِ - اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا - يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلاً سَدِيْدًا يُّصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا -

ছানী খোৎবা

اَلْخُطْبَةُ الْاخِيْرَةُ لِجَمِيْعِ خُطَبِ الرِّسَالَةِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اَسْتَعِيْنُهٗ وَاَسْتَغْفِرُهٗ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا مَنْ يَّهْدِى اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهٗ - وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلاَ هَادِىَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهٗ لاَ شَرِيْكَ لَهٗ - وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ - اَرْسَلَهٗ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا بَيْنَ يَدَىِ السَّاعَةِ مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَّعْصِهِمَا فَاِنَّهٗ لاَ يَضُرُّ اِلاَّ نَفْسَهٗ - وَلاَ يَضُرُّ اللّٰهَ شَيْئًا اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰۤئِكَتَه يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِىِّ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا - اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ وَصَلِّ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ اَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيّٰتِهٖ - قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَرْحَمُ اُمَّتِىْ بِاُمَّتِىْ اَبُوْ بَكْرٍ- وَاَشَدُّهُمْ فِىْ اَمْرِ اللّٰهِ عُمَرُ وَاَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عُثْمَانُ

وَاَقْضَاهُمْ عَلِيٌّ - وَفَاطِمَةُ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ اَهْلِ الْجَنَّةِ - وَحَمْزَةُ اَسَدُ اللهِ وَاَسَدُ رَسُوْلِهٖ - اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْعَبَّاسِ وَوَلَدِهٖ مَغْفِرَةً ظَاهِرَةً وَّبَاطِنَةً لاَّ تُغَادِرُ ذَنْبًا اَللهَ اَللهَ فِىْ اَصْحَابِىْ لاَ تَتَّخِذُوْا هُمْ غَرَضًا مِّن بَعْدِىْ فَمَنْ اَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّىْ اَحَبَّهُمْ وَمَنْ اَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِىْ اَبْغَضَهُمْ وَخَيْرُ اُمَّتِىْ قَرْنِىْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ وَالسُّلْطَانُ ظِلُّ اللهِ فِىْ الْاَرْضِ مَنْ اَهَانَ سُلْطَانَ اللهِ فِىْ الْاَرْضِ اَهَانَهُ اللهُ اِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَاءِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ - فَاذْكُرُوْنِىْ اَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوْلِىْ وَلاَ تَكْفُرُوْنَ-

الخط العربي

ث	ت	ب	ا
د	خ	ح	ج
س	ز	ر	ذ
ط	ض	ص	ش
ف	غ	ع	ظ
م	ل	ك	ق
ء	ه	و	ن
	ے	ي	

নূরানী পদ্ধতিতে কুরআন শিক্ষা

সমাপ্ত

আলেমে হক্কানী পীরে কামেল হযরত মাওলানা
শামছুল হক ফরিদপুরী ছদর সাহেব (রহ.)

এর

জীবনের পণ

আলেমে হক্কানী পীরে কামেল হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী ছদর সাহেব (রহ.) -এর প্রথম ছবক

জীবনের পণ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّى عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ -

মুসলমান কাহাকে বলে?
বা
মুসলমান শব্দের অর্থ কি?

আমি আমার সারা জীবন, আমার স্বাস্থ্য, আমার শক্তি, আমার সম্পত্তি, আমার যথাসর্বস্ব সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর আনুগত্যের ভিতর থাকিয়া খরচ করিব, আল্লাহর আনুগত্যের বাহিরে খরচ করিব না। এই অঙ্গীকার করিয়া যে মুসলমান জাতিভুক্ত হয়, তাহাকে বলে মুসলমান।

এ আনুগত্যের আদর্শ হইবে একমাত্র মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সা. -এর আদর্শ, অন্য কাহারো আদর্শ গ্রহণ করিব না এবং উদ্দেশ্য হইবে শুধু ক্ষণস্থায়ী ছোট জীবনের আনন্দ ভোগ নয়, বরং মানুষের দুনিয়া আখেরাতের ব্যাপক জীবনময় শান্তি ও মুক্তি।

সাধনা

রেয়াজত ও মোজাহাদা ঃ

সাধনা ব্যতিরেকে সিদ্ধি লাভ হয় না, কষ্ট ব্যতিরেকে মিষ্ট পাওয়া যায় না, মোজাহাদা না করিয়া মোশাহাদা হাছেল করা যায় না, এ কথাগুলি সর্ববাদিসম্মত সত্য। এই জন্যই কোরআন পাকের মধ্যে বার বার মানুষকে কষ্টের মধ্যে ঢুকিতে কষ্ট দেখিয়া পিছপা না হইতে তাকিদ করা হইয়াছে। কিন্তু বিনা উদ্দেশ্যে বিনা আদর্শে কষ্ট করায় কোন ফলই নাই, উদ্দেশ্য আল্লাহকে রাজী করা। আদর্শ নবী জীবন। কোন্ কষ্টে ফল আছে? আল্লাহকে রাজী করার উদ্দেশ্যে নবী জীবনের আদর্শ অনুসারে মনের বিরুদ্ধে সংযম করিতে (নফছের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে) যে কষ্ট হয়, সেই কষ্টেই মিষ্ট পাওয়া যায়। সেই কষ্টেই ফল লাভ হয় এবং তাকেই বলে মোজাহাদা। মোজাহাদা দ্বারাই হাছেল হয় মোশাহাদা। অর্থাৎ আল্লাহর দিদার।

মানুষকে মানুষ হইতে হইলে প্রথমে তাহার ১. দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইতে হইবে। ২. তারপর তাহার নফসে আম্মারার সঙ্গে জেহাদ করিয়া রিপুগুলিকে দমন করিয়া সংযম অভ্যাস করিতে হইবে।

৩. মনে যা চায় মনকে সেদিক হইতে ফিরাইয়া রাখিয়া খোদার ভয়ে, খোদার ভক্তিতে খোদার রেজামন্দি লাগানোর নামই তাকওয়া। তাকওয়া হাছেল করার পথে অতি বড় সহায়ক হয় সৎ সংসর্গ এবং আল্লাহর যিকির অর্থাৎ আল্লাহর যাবতীয় মহৎ গুণাবলী স্মরণ করিয়া সদাসর্বদা মনে মুখে আল্লাহকে ইয়াদ রাখা। এই তরতীব ও এই নিয়ম অনুসারে কাজ করিলেই মানুষ মানুষ হইতে পারে, অন্যথায় মানুষ পশুর চেয়েও অধম হইয়া যায়।

বায়াতনামা বা জীবনের পণ

বায়াত, অঙ্গীকার, প্রতিজ্ঞা, জীবনের পণ।

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

আমি অঙ্গীকার করিতেছি যে, চুক্তিনামা লিখিয়া দিতেছি, প্রতিজ্ঞা করিতেছি জীবনের জন্য পণ করিতেছি ঃ

১. এক আল্লাহ ছাড়া আমার অন্য কোন মা'বুদ নাই, অর্থ ঃ আমি এক আল্লাহর দাসত্ব করিব, তাছাড়া অন্য কাহারো (নফসের, শয়তানের, অর্থের, স্বার্থের, স্ত্রী-বিলাসিতার) দাসত্ব করিব না। আল্লাহর হুকুম পালন করিব, আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধে কাহারো হুকুম পালন করিব না। আমার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য আল্লাহ, তাছাড়া অন্য কিছুই আমার জীবনের চরম লক্ষ্য নয়।

২. এই লক্ষ্যে পৌঁছাবার জন্য একমাত্র লাইন ও পথ মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর পথ। অতএব আমার জীবনের প্রতিজ্ঞা এই যে, আমি জীবনের সর্বক্ষেত্রে একমাত্র মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর আদর্শ (সুন্নত, তরিকা, পথ, লাইন) গ্রহণ করিব, তাছাড়া অন্য কাহারো আদর্শ, অন্য কাহারও তরিকা জীবনের কোন ক্ষেত্রে গ্রহণ করিব না।

৩. অতএব আল্লাহর হুকুম এবং রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর আদর্শ আমাকে জানিতেই হইবে।

আল্লাহর হুকুম আছে আল্লাহর কোরআনে, রাসূলের আদর্শ ও রাসূলের আজীবন কার্যাবলী রহিয়াছে হাদীসে। অতএব কোরআনে আজীজ এবং রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর পবিত্র হাদীস সম্বন্ধে জ্ঞান আমার অর্জন করিতেই হইবে। অন্যথায় আমার আধ্যাত্মিক জীবন, নৈতিক জীবন, রাজনৈতিক জীবন, পারিবারিক জীবন, অর্থনৈতিক জীবন, আন্তর্জাতিক জীবন, সামাজিক জীবন, ব্যক্তিগত জীবন কোন কিছুই ঠিক হইবে না।

সব কাজের গোড়ায় অন্তরের অন্তস্থলে অচল অটলভাবে আমার এই বিশ্বাস রাখিতে হইবে যে, আমি আল্লাহর কাছ থেকেই আসিয়াছি এবং আবার ফিরিয়া আল্লাহর কাছেই যাইতে হইবে এবং সারাটি জীবনের হিসাব আল্লাহর কাছে পলে পলে তিলে তিলে দিতে হইবে। অস্থায়ী ও ক্ষণস্থায়ী জীবনের ভাল

কাজ করিলে তার ভাল ফল অনন্ত অফুরন্ত কাল পর্যন্ত চিরস্থায়ী জীবনে ভোগ করা যাইবে, তার নাম বেহেশত। আর মন্দ কাজ করিলে তার মন্দ ফলও ভোগ করিতে হইবে, তার নাম দোযখ। আল্লাহর হুকুমের এবং রাসূলের তরিকার মৌলিক বুনিয়াদ, ইসলামের মূল ভিত্তির কয়েকটি কাজের জীবন প্রতিজ্ঞা আমি করিতেছি।

আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে,

১. আমি আল্লাহর হুকুমের পাঁচ ওয়াক্ত নামায রীতিমত পড়িব।

২. আল্লাহর হুকুমের রমজান শরীফের রোজা রাখিব।

৩. আল্লাহর হুকুমের হালাল রুজি উপার্জন করিবার জন্য মেহনত করিব। হালাল রুজি খাইব, হালাল রুজিতে আল্লাহ বরকত দিলে যাকাত পরিমাণ মাল হইলে আল্লাহর নামে যাকাত দিব।

৪. মক্কা শরীফ যাতায়াত পরিমাণ মালে বরকত পাইলে আল্লাহর পবিত্র ঘর দর্শন করিয়া হজ্বে বাইতুল্লাহ করিব।

৫. আল্লাহর দ্বীন, রাসূলের তরীকা, ইসলাম ধর্মের পূর্ণ শরীয়তের ইলম, আমল ও প্রচারের জন্য এবং মুসলিম জাতির দ্বীন ও দুনিয়ার উন্নতি ও ভালাইর জন্য সৎকাজে আদেশ, বদকাজে নিষেধের জন্য, মুসলমান সমাজকে ভাল ও চরিত্রবান করাব জন্য জান মাল কোরবান করিয়া যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।

আরও প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে,

১. মিথ্যা কথা বলিব না। ওয়াদা খেলাফ করিব না, কাউকে ধোঁকা দিব না, অঙ্গীকার ভঙ্গ করিব না, পরের ক্ষতি করিব না, চুরি করিব না, আমানতের খেয়ানত করিব না, ঘুষ খাইব না, সুদ খাইব না, জুয়া খেলিব না, নেশা পান করিব না। অপব্যয় করিব না। (চাকুরী হইলে) যে কাজের জন্য বেতন পাই, সে কাজে কোন ত্রুটি করিব না। পাবলিকের সঙ্গে বা অধীনস্থবর্গের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার-পক্ষপাতিত্ব বা অবিচার-অত্যাচার করিব না, মিথ্যা রিপোর্ট লিখিব না। (ব্যবসায়ী হইলে) মাপে কম দিব না। গ্রাহকের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করিব না। (কৃষক হইলে) আইল ভাঙ্গিব না, কাহারও ফসল নষ্ট করিব না। (শ্রমিক হইলে) কাজে ফাঁকি দিব না। (ভোটার হইলে) ধর্মদ্রোহী লোকের শরীয়ত বিরোধী লোকের সমর্থন করিব না। (বিচারক হইলে) মিথ্যা স্বাক্ষীর ওপর নির্ভর করিয়া পক্ষপাতমূলক বিচার করিব না, সত্য নির্ণয় করিতে চেষ্টার ত্রুটি করিব না। (শাসক হইলে) দুষ্টের দমনে শিষ্টের পালনে ত্রুটি করিব না। (আইন গঠন হইলে) শরীয়তের বিরুদ্ধে কোরআন হাদীসের কোন আইন বা উপধারা প্রণয়ন বা সমর্থন করিব না।

২. জেনা করিব না, কাম রিপুকে হাতের দ্বারা, চোখের দ্বারা বা বিশেষ অঙ্গের দ্বারা একমাত্র বিবাহিত স্ত্রী ব্যতীত অন্য কুত্রাপি ব্যবহার করিব না। (স্ত্রী লোক হইলে) সমস্ত শরীর ও সৌন্দর্যকে পর-পুরুষের দর্শন হইতে বাঁচাইয়া রাখিব।

৩. কোন মুসলমানের সঙ্গে দাঙ্গা-হাঙ্গামা, ঝগড়া ফাসাদ, শত্রুতা করিব না, মুসলমানের মধ্যের একতা ভঙ্গ করিব না।

৪. কোন মুসলমানের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিব না, মিথ্যা মোকাদ্দমা করিব না, মিথ্যা তোহমত লাগাইব না, অবিচার করিব না।

৫. শরীয়তের আদেশ লঙ্ঘন করিব না, শরীয়ত মোতাবেক আমিরের বা কর্মকর্তার আদেশ লঙ্ঘন করিব না। একতা শৃংখলা ভঙ্গ করিব না, এতায়াতে উলিল আমরের খেলাফ করিব না। (স্ত্রী লোক হইলে) স্বামীর তাবেদারীর ত্রুটি করিব না।

প্রতিজ্ঞা পালন না করিলে, সঙ্কল্প দৃঢ় না করিলে মানুষ কখনও কৃতকার্য হইতে পারে না। সেই জন্য প্রত্যেক মানুষের সঙ্কল্প দৃঢ় করিয়া অন্তত এই প্রতিজ্ঞাগুলি আল্লাহকে সাক্ষী বানাইয়া এবং আল্লাহর কোন একজন খাছ বান্দাকে সাক্ষী করিয়া তদনুযায়ী জীবন যাপন করা দরকার এবং যথাসম্ভব কুসংসর্গ হইতে দূরে থাকিয়া সৎসংসর্গে থাকিয়া আল্লাহকে সদা স্মরণ রাখিয়া জীবন যাপন করা উচিত। যে আল্লাহর সঙ্গে অঙ্গীকার করিয়া সেই অঙ্গীকার পূর্ণ করিবে, আল্লাহ তাহাকে বহুৎ আজিমুশশান পুরস্কার দান করিবেন। (আল কুরআন)

অঙ্গীকারকারী ....

সাক্ষী ....

তারিখ ....

আম লোকের জন্য উপদেশ ঃ

১. পাঁচ ওয়াক্ত নামায সময়মত যথাসাধ্য মসজিদে জামাতের সঙ্গে পড়িবে।

জরুরী কাজের সময়, নফসের বাহানায় অতিরিক্ত নফল পড়িবে না। ফরয ওয়াজিব ও সুন্নতে মোআক্কাদা ঠিক রাখিয়া বেশীর ভাগ সময় হালাল রুজি উপার্জনে যে সময় লাগে তাহাতে ব্যয় করিয়া অবশিষ্ট সময় লোক-সেবার কাজে লোকের উপকারের কাজে, দ্বীনি উপকার এবং দুনিয়াবী উপকার যার দ্বারা যা সম্ভব হয় করিবে। হালাল রুজি উপার্জনে বা লোক-সেবার কাজে লজ্জাবোধ বা অপমানবোধ করিবে না, শ্রমের মর্যাদা দিবে, শ্রমে অপমান নাই।

৩. পরের দোষ দেখিয়া, তাদের আয়নায় নিজের দোষ দেখিয়া তাহা সংশোধন করিতে অনবরত আজীবন চেষ্টা ও সাধনা করিবে।

৪. নিচের হাতের চেয়ে উপরের হাত ভাল। নেওয়ার চেয়ে দেওয়া ভাল, পরেরটা খাওয়ার চেয়ে পরকে খাওয়ান ভাল, এই নিয়ম পালন করিবে। অজু গোসল ঠিকমত করিবে, পাক-নাপাক বাছিয়া চলিবে, হালাল-হারাম বাছিয়া খাইবে, জায়িয-নাজায়িয জানিয়া লইবে। দয়া মায়া হায়া শরম আদব তমিজ ঠিক রাখিয়া চলিবে। ভুল চুক হইয়া গেলে বৃথা তাবিল বা জিদ করিবে না, ভুল স্বীকার করিয়া মাফ চাহিয়া লইবে।

৫. সকালে কিছু কোরআন শরীফ, কিছু মোনাজাতে মাকবূলও ১০০ বার দরূদ শরীফ পড়িবে।

দরুদ শরীফ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ -

সময় পাইলে কলেমা ছুয়ম ১০০ বার বা ২০ বার বা ১০ বার পড়িবে।

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ-

এস্তেগফার

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّىْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّاَتُوْبُ اِلَيْهِ-

এশার সময় ১০০ বার এস্তেগফার পড়িবে এবং সারাদিনের হিসাব নফসের কাছ থেকে লইয়া সমস্ত ভুল-চুক-খাতা কছুরের জন্য আল্লাহর কাছে মাফ চাহিবে। আগামীর জন্য সতর্ক ও আরও শক্ত হইবে। শেষ রাত্রে তাহাজ্জুদের পর ২০০ বার لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ জিকিরের সঙ্গে আল্লাহকে হাজির নাজির জানিয়া এই অঙ্গীকার করিবে যে, আমি এক আল্লাহকে বিশ্বাস করিব। এক আল্লাহকে মানিয়া চলিব। আল্লাহর বিরুদ্ধে কাউকে আমি মানিব না। কাউকে ভয় করিব না, কাহারো থেকে কিছু আশা করিব না।

মাঝে মাঝে مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ বলিয়া আল্লাহকে মানার পথ যে একমাত্র এই পথ, সে কথা স্মরণ করিয়া এবং সেই পথ ধরিয়া সারাজীবন চলিবে। জাহের বাতেনের একজন খাঁটি আলেমকে ওস্তাদ বা পীর বানাইয়া যে বিষয় যখন সন্দেহ হয় বা দরকার পড়ে তাহার কাছে জিজ্ঞাসা করিয়া লইবে। সৎ সংসর্গে থাকিবে কুসংসর্গ বর্জন করিবে।

পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পর পাঁচবার এবং রাত্রে শুইবার সময় বিছানায় বসিয়া একবার এই আমল করিবে। আউযুবিল্লাহ পড়িয়া আয়াতুল কুরছি ১ বার সূরা ইখলাছ সূরা ফালাক সূরা নাছ মনের দিকে লক্ষ্য করিয়া তিনবার না হয় অন্তত একবার এবং سُبْحَانَ اللّٰهِ ৩৩ বার اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ৩৩ বার এবং اَللّٰهُ اَكْبَرُ ৩৪ বার পড়িবে।

وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا الْمُرْسَلِيْنَ خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ -